উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৬,৪৯৯.৬৩ (+১৬৯.৬২)

নিফটি : ২৩,২০৭.৬০ (+১২১.৬৫)

আপের পাশেই অন্যরা

দিল্লি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আরও স্পষ্ট হল। কংগ্রেসের পরিবর্তে ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলই সমর্থন জানাল আম আদমি পার্টিকে। » ৮

অজানা জ্বরে মৃত ১৩

অজানা জ্বরে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ জন শিশু সহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নানা বয়সিরা। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৮°	২৭°	২৭°
সর্বনিম্ন	১২°	১১°	১০°	১২°

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর গম্ভীরের ভাগ্যনির্ধারণ » ১৩

১ মাঘ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 15 January 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 237

নেতাদের ভরসা সিভিক

কাজ উশুলে সিদ্ধহস্ত

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : কোনও অনুগত 'ভাই'কে পুলিশ ধরেছে, ছাড়াতে হবে। থানায় নতুন অফিসার এসেছে, সেটিং করতে হবে। কোনও বেআইনি কাজে ফেঁসে গিয়েছেন, পুলিশকে ম্যানেজ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রেই স্থানীয় নেতাদের ভরসা সিভিক ভলান্টিয়াররা।

একসময় ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলেন এই সিভিক ভলান্টিয়ার। তবে বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় পাচারচক্র থেকে শুরু করে যে কোনও অবৈধ কারবারে থানা কিংবা ফাঁড়ির সঙ্গে 'ডিল' করার ক্ষেত্রে এই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশদের একাংশই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা আদায়, মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে কেস খারিজ কিংবা লঘু করে দেওয়া, সবেতেই তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদে সিদ্ধহস্ত। নেতাদের সঙ্গে ওপরমহলের যোগসূত্র তৈরি করতে এই ভিলেজে পুলিশ বা সিভিকরাই হল তুরুপের তাস।

কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ির এক ভিলেজ পুলিশের কথাই ধরা যাক। এই ভিলেজ পুলিশের চাকরি করেই পাকা ছাদের দোতলা বাড়ি করে ফেলেছেন। তিনিই নাকি বকলমে স্থানীয় ফাঁড়ির হর্তাকর্তাবিধাতা। বিভিন্ন সরকারে সরাসরি পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। তখন মধ্যস্থতা করেন ওই ভিলেজ পুলিশ। তাঁর আরও নানা কীর্তি রয়েছে। গুয়াবাড়ি টোল প্লাজায় জাতীয় সড়কে ডিভাইডারের মাঝে একটি অস্থায়ী টিনের চালা বানিয়ে বছরভর বালি-পাথরবোঝাই ট্রাক ডাম্পার থেকে তিনি মোটা অঙ্কের তোলা আদায় করছেন বলেও অভিযোগ।

কামাখ্যাগুড়ি কোনও ব্যতিক্রম নয়। হাসিমারা ফাঁড়ি, সোনাপুর ফাঁড়ি, জংশন ফাঁড়ির ক্ষেত্রেও নাকি এভাবেই দায়িত্ব সামলান সিভিকরা। জংশনে তো দু'-তিনজন সিভিক এই কাজে বহাল। তবে হাসিমারা ও সোনাপুর ফাঁড়িতে একজন করে সিভিকই সব সামলান। এসব কাজে তাঁরা এতটাই ব্যস্ত যে তাঁদের শেষ কবে সিভিকের পোশাকে দেখা গিয়েছিল, সেটা মনে করতে পারছেন না কেউ।

ভিলেজ পুলিশের তোলা আদায়ের 'অফিস'।

'বাড়তি' কাজ

- মামলার গুরুত্ব কমানো-বাড়ানো
- কাউকে দ্রুত গ্রেপ্তারির চাপ
- অথবা কাউকে গ্রেপ্তার করার পর ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ
- থানায় আসা নতুন অফিসারদের সঙ্গে সেটিং করা

এই সিভিকদের চালচলন কোনও বড় পুলিশ অফিসারের থেকে কম নয়। বিভিন্ন সময় সেজেগুজে চার চাকা নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলাও যায় না। কারণ পুলিশের বড় বড় আধিকারিকদের প্রশ্রয় থাকে। এই সিভিকদের মাধ্যমেই তো অনেক পুলিশ আধিকারিকদের পকেট ভারী হয়। এরপর দশের পাতায়

মহাকুম্ভে মহাস্নান

জটা নিয়ে কারসাজি সাধুর। মঙ্গলবার মহাকুম্ভমেলায় স্নানের পর। প্রয়াগরাজে। -পিটিআই

ভারত সীমান্ত শান্ত, মন্তব্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

দিনকয়েক আগে সীমান্তে বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ায় বাধা দিয়েছিল বিজিবি। সীমান্তে দু-পারের বাসিন্দাদের পরস্পরকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। যার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার একাধিক এলাকায়। উত্তেজনা কমাতে বেড়া দেওয়ার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে বিএসএফ। গোটা ঘটনাকে নিজেদের 'সাফল্য' বলে প্রচার করছে ইউনূস সরকার। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেন, 'ওরা (বিএসএফ) আর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে না। স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। আমরা বলেছি, আগামী মাসে একটি মিটিং আছে, সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।'

» বিস্তারিত নয়ের পাতায়

স্যালাইন সহ নিষিদ্ধ ১৪ পণ্য

চিকিৎসা নিয়ে উদ্বেগ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : অবশেষে পদক্ষেপ। স্যালাইন ব্যবহারে রোগীর মৃত্যুর পর উৎপাদক সংস্থার সমস্ত পণ্যই নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যদিও মঙ্গলবার সকালে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ গিয়েছিল, বিতর্কিত স্যালাইনটির সমস্ত মজুতের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে কলকাতায়। কিন্তু সন্ধ্যায় নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত সমস্ত স্যালাইন, ইনজেকশন তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

বিতর্কিত স্যালাইনটির উৎপাদক ওই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস। যে সংস্থার কারখানা উত্তরবঙ্গের চোপড়ায়। মূল দপ্তর শিলিগুড়িতে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের ওই সংস্থার সমস্ত চিকিৎসাপণ্য দ্রুত সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশিকাটি দেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর প্রশান্ত বিশ্বাস। তাতে মোট ১৪টি পণ্য নিষিদ্ধ তালিকায় চলে গেল।

এতে স্যালাইন ও কিছু ইনজেকশনের সমস্যা হতে পারে। কেন না, মূলত ওই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি স্যালাইন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হাসপাতালে ব্যবহার করা হত। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের মাধ্যমে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই সংস্থাকে বরাত দিত। এখন সেই স্যালাইন, ইনজেকশন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তারা।

যদিও অন্য সংস্থার কাছ থেকে ওই জাতীয় স্যালাইন বা ইনজেকশন কেনার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাতে বলা হয়েছে ডেপুটি ডিরেক্টরের নির্দেশিকায়। এতে চিন্তা বেড়েছে স্বাস্থ্যকর্তাদের। অন্য কোনও সংস্থাকে বরাত না দিয়ে বা বিকল্প চিকিৎসাপণ্য মজুত না করে দুম করে এই নির্দেশ দেওয়ায় হাসপাতালে চিকিৎসায় সমস্যা হতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক অবশ্য বলেন, 'আমরা আগেই বুঝেছিলাম,

চিন্তিত ডাক্তাররা

- মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ সংস্থাটির ১৪ পণ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্বাস্থ্য দপ্তর
- আগে থেকে প্রস্তুতি না থাকায় বিপাকে হাসপাতালগুলি
- কর্তৃপক্ষের যুক্তি, এর মধ্যে অনেকগুলিই রোগী-স্বার্থে ব্যবহার হচ্ছিল
- স্যালাইন, ইনজেকশন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তারা

এমন একটা নির্দেশ আসতে পারে। তাই কিছুটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাছাড়া শীতকাল বলে স্যালাইনের প্রয়োজন এখন কম। এটা মার্চ, এপ্রিল মাসে হলে খুব সমস্যা হত। সেই সময় রোগ বাড়ে।' ওই সংস্থার নিষিদ্ধ ১৪টি ওষুধ ও ইনজেকশন কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এরপর দশের পাতায়

প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর

রণজিৎ ঘোষ ও মনজুর আলম

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : বিতর্কিত স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় এফআইআর করলেন বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কালো তালিকাভুক্ত এই স্যালাইন কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। পাশাপাশি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে যে সমস্ত চিকিৎসকের ভুলে রোগীদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। মঙ্গলবারও শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে ওই সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে কর্তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। এদিন কাচের দরজা না খুলেই ভিতর থেকে হাত নাড়িয়ে কর্মীরা বলে দিয়েছেন যে, সাহেবরা নেই। টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন 'সুইচড অফ' পাওয়া গিয়েছে।

এদিনও চোপড়ায় এই সংস্থার কারখানা চত্বরে প্রচুর ভিড় দেখা গিয়েছে। দুপুরে ডাক বিভাগের এক কর্মী এই সংস্থার নামে আসা কিছু চিঠি নিয়ে কারখানার গেটে আসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নেই বলে নিরাপত্তারক্ষীরা সেই চিঠিগুলি গ্রহণ করতে চাননি। চিঠিগুলি কর্ণাটক সরকারের তরফে এসেছে বলে ওই ডাককর্মী জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস-এর তৈরি রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইন ব্যবহারের পরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীমৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। অথচ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করেনি। এরপর দশের পাতায়

সকালে শুটআউট

কালিয়াচকে ফের খুন তৃণমূল নেতা

খুনের পর জটলা স্থানীয়দের। তদন্তে পুলিশ। কালিয়াচকে।

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারের পর এবার কালিয়াচক। মালদায় ফের শুটআউট। তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবলা সরকার হত্যাকাণ্ডের ১৩ দিনের মাথায় কালিয়াচকে খুন হলেন তৃণমূলের অঞ্চল সাধারণ সম্পাদক আতাউর শেখ (৪৫) ওরফে হাসা। তাঁর নিজের আগ্নেয়াস্ত্রেই তিনি খুন হয়েছেন বলে দাবি। গুরুতর আহত হয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ ও তাঁর ভাই প্রাক্তন প্রধান এসারউদ্দিন শেখ ওরফে রাজু।

মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচক থানার উত্তর দরিয়াপুর মোমিনপাড়ার ঘটনা। অভিযোগের তির তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জাকির শেখ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, ঘটনায় জড়িত ৬ জনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে, ১০ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

বাবলা খুনের তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ফের এক তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় মালদায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বকুল ও জাকির দুজনেই জেলায় দাগি সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত। বকুলকে নিয়ে দলের বক্তব্য, তার দুষ্কৃতী-যোগ অতীত। এখন নাকি সে ভালো মানুষ। তবে জাকিরের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে এদিন জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের ভিন্ন মত উঠে এসেছে। তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, 'জাকির তৃণমূলের কেউ নয়।' দলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে আপরাধ করাটা দল বরদাস্ত করে না। আর দুষ্কৃতীর কোনও দল হয় না।' ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল গনির মন্তব্য, 'আমি যতদূর জানি, বকুল গত ১০ বছর ধরে কোনও অপরাধে যুক্ত ছিল না। সংগঠনটা দেখছিল। কিন্তু মাঝে পুলিশ ওকে অকারণে হয়রান করছিল। এদিনের ঘটনাটা রাজনৈতিক হিংসার ফল।'

মঙ্গলবার সকালে মোমিনপাড়া গ্রামে একটি ড্রেনের উদ্বোধন করতে যান বকুল ও তাঁর ভাই এসারউদ্দিন। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে। বকুল ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গুলি করা হয়। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, এরপর দশের পাতায়

মনের কথা থেকে মাটির কথা

দলবদলু নেতা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন সেগমেন্ট

ভূমিকম্পের জের নয়, এমনি এমনিই হেলে পড়ল একটা গোটা বহুতল। দক্ষিণ কলকাতার বাঘা যতীনের ঘটনা। রক্ষণাবেক্ষণের জেরে আপাতত আবাসনে কেউ ছিলেন না। সেইজন্য হতাহত হননি কেউ।

মনোজের হুইপে বন্ধ ডলোমাইট কারবার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৪ জানুয়ারি : তিনি 'একাই একশো', বোঝালেন মনোজ। এর আগে বহু আন্দোলন এমনকি যানজটে আটকে পড়া অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীর মৃত্যুর পরও বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজ একদিনও বন্ধ হয়নি। আর সোমবার দুপুর থেকে বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিংয়ের কারবার বন্ধই করে দিলেন সাংসদ। মনোজ বলছেন, 'আমরা ডলোমাইট কারবারের বিরোধী নই। তবে জায়গা নিয়ে আপত্তি রয়েছে। অন্য জায়গায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং করা হোক।'

কীভাবে তা সম্ভব হল? সোমবার বীরপাড়ায় যানজটে আটকে পড়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ। এরপর দলগাঁও রেলস্টেশনে গিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বেসরকারি সূত্রের খবর, তার কিছুক্ষণ পর থেকেই মালগাড়িতে ডলোমাইট তোলা বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার দলগাঁও রেলস্টেশনে যান আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তাঁকে মনোজ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ থাকবে। মনোজের এই অবস্থানের 'সদ্ব্যবহার' করতে পিছপা হয়নি অরাজনৈতিক সংগঠন ভয়েস অফ বীরপাড়া। মনোজের সঙ্গে ডিআরএম-কে চেপে ধরে সংগঠনটিও। এর আগে সংগঠনটি একাধিকবার স্মারকলিপি দিয়েছিল রেলমন্ত্রককে। সেগুলির স্ট্যাটাস জানতে চাইলে ডিআরএম নিরুত্তর ছিলেন। সংগঠনটির অভিযোগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বীরপাড়ায় বেআইনিভাবে ডলোমাইট এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে নাবালিকা মায়ের সংখ্যা, উদ্বেগ আলিপুরদুয়ারে

হোম কাণ্ডে ধৃত তরুণ, হাজার কর্মসূচি-আইনি পদক্ষেপেও বদলাচ্ছে না পরিস্থিতি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : বয়স মাত্র বারো কি তেরো! এ বয়স তো পড়াশোনা আর খেলাধুলো করার বয়স। কিন্তু এই বয়সেই ফালাকাটাতে এক নাবালিকা হাসপাতালে আসে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। তাও কিনা শারীরিক নানা সমস্যা নিয়ে। চিকিৎসকরা দেখেই বুঝে যান ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন পর ওই হাসপাতালেই সন্তানের জন্ম দেয় সে। মাসকয়েক আগের ওই ঘটনায় হাসপাতালের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সোমবার হোমে থাকা এক ছাত্রীরও একই ধরনের খবর প্রকাশ্যে আসতেই ফালাকাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটায় এখন নাবালিকা মায়ের সংখ্যা বাড়ছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ জানিয়েছে, ফালাকাটার হোম কাণ্ডে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার রাতে কুমারগ্রামের পশ্চিম চকচকা সংলগ্ন এলাকার তেলিপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ওই তরুণের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বোসের কথায়, 'হাসপাতাল থেকে ওই নাবালিকা ও তার বাচ্চা এখনও ছাড়া পায়নি। ছাড়া পেলেই আমরা দুজনকেই হোমে পাঠাব।'

এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় নাবালিকা প্রসূতির হার কমার বদলে বেড়েই চলছে। সোমবারের ঘটনা তারই প্রমাণ। এতে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যকর্তাদের অনেকেই। জেলার মধ্যে ফালাকাটায় ১৮ বছরের কমবয়সিরা প্রায়দিনই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রতি মাসেই অন্তত ৯ থেকে ১০ জন নাবালিকা সন্তান জন্ম দিচ্ছে। এদের বেশিরভাগই হচ্ছে প্রেমঘটিত কারণে। চলতি মাসেই এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ১৮ বছরের নীচে পাঁচজন নাবালিকা সন্তান প্রসব করেছে। এ তো নয় গেল ফালাকাটার তথ্য। জেলার সামগ্রিক তথ্যও কিন্তু তেমন একটা সুবিধাজনক নয়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭-'১৮ সালে আলিপুরদুয়ারে গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৬৭৬। এর মধ্যে উনিশ বছরের নীচে গর্ভবতী মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯০৯ জন। এই বয়সের মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার হার ছিল ১৩.০১ শতাংশ। ২০১৮-'১৯ সালে ১৭ হাজার ৩৬৬ জন গর্ভবতীর মধ্যে ২৭৫৬ জনের বয়স ছিল উনিশ বছর বা তার নীচে। ২০১৯-'২০ সালে জেলায় ২৪ হাজার ৫৬৮ জন গর্ভবতীর মধ্যে উনিশ বছর বা তার নীচে থাকা মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৯৬৬ জন। তবে ২০২০-'২১ সালে সেই হার কিছুটা কমেছে। ওই বছর জেলায় মোট গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৩৫ জন। তার মধ্যে উনিশ বছর বা তার নীচে থাকা গর্ভবতী মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫০৩ জন। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের সঠিক পরিসংখ্যান অবশ্য এদিন দিতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। তবে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এই দুই বছরেও নাবালিকা মায়ের সংখ্যা অন্তত ৫ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। ২০২৫ সাল শুরু হতেই নাবালিকা মা হবার ঘটনা ফের সামনে আসছে।

চিকিৎসক মহল বলছে, নাবালিকা মা হওয়ার পিছনে দায়ী অসচেতনতাই। নানা কর্মসূচি, আইনি পদক্ষেপেও নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আটকানো যাচ্ছে না। এখন আবার নাবালক-নাবালিকাদের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গের ঘটনাও বেড়েছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

- ফালাকাটায় ১৮ বছরের কমবয়সিরা প্রায়দিনই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে
- ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রতি মাসেই অন্তত ৯ থেকে ১০ জন নাবালিকা সন্তান জন্ম দিচ্ছে
- চলতি মাসেই এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ১৮ বছরের নীচে পাঁচজন নাবালিকা সন্তান প্রসব করেছে

২৬টি মোষ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কনটেনারে নির্মমভাবে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে খড়িবাড়ি থানার বাংলা-বিহার সীমানার চেকরমারি চেকপোস্টে একটি ডাক পার্সেল লেখা ছয় চাকার কনটেনার আটক করে পুলিশ। কনটেনার খুলতেই উদ্ধার হয় ২৬টি মোষ। তাছাড়াও দুটি মোষ মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় কনটেনারচালককে। ধৃতের নাম মহম্মদ এমআর খান। সে বিহারের গয়ার বাসিন্দা।

Govt. of West Bengal
Office of the District Land and Land Reforms Officer, Darjeeling
It is hereby informed to all eligible candidates that the written test for the post of Data Entry Operator (DEO) will be held on 08.02.2025 at RKSP School, Darjeeling from 11.00 A.M. onwards. Admit Card may be downloaded from **https://Darjeeling.gov.in/noticecategory/recruitment.**
For any query may contact the Office of the undersigned.
Sd/-
District Land and Land Reforms Officer, Darjeeling

e-Tender
Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division ***vide eNIQ No-12/APD/WBSRDA/FUR/2024-25***. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER / WBSRDA / ALIPURDUAR DIVISION

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Darjeeling
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Notice Inviting Electronic Quotation No : NIeQ_03_/24-25, Date- 14/01/2025. (2nd Call)
Online e-tender as per the memo no. 2254-F(Y) dated 24.04.2014 of Joint Secretary, Finance Department of Government of West Bengal are hereby invited from bonafide and experienced agencies with previous supply related credentials for **Digital Printing of Photo Electoral Rolls** and **Electors' Information Slip, Voters' Information Slip** in respect of 23-Darjeeling / 24-Kurseong / 25-Matigara-Naxalbari (SC)/26-Siliguri / 27-Phansidewa (ST) Assembly Constituency in connection with Summary Revision of Photo Electoral Roll w.r.t. 1st day of January, 1st day of April, 1st day of July and 1st day of October of the year till the end of the calendar year closing 2025.
The intending bidders may visit the office notice board of District Magistrate, Darjeeling or district website **'darjeeling.gov.in' or 'https://www.wbtenders.gov.in'** for the quotation notice & other details.
The submission of bid must be through the 'https://www.wbtenders.gov.in' website only.
Sd/-
District Magistrate & District Election Officer Darjeeling

তুলাইপাঞ্জি চালের রেকর্ড ফলন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি: খাদ্যরসিকদের জন্য সুখবর। জেলার একমাত্র নিজস্ব দেশি ধান তুলাইপাঞ্জি উৎপাদনে রেকর্ড গড়লেন কৃষকরা। ২০২৪ সালের খারিফ মরশুমে সর্বাধিক বেশি তুলাইপাঞ্জির ফলন হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে। শুধুমাত্র রায়গঞ্জ

রায়গঞ্জ

মহকুমার নির্দিষ্ট কৃষিজমিতে সুস্বাদু, সুগন্ধে অতুলনীয় তুলাইপাঞ্জি ধান চাষের সুযোগ সীমাবদ্ধ।

জেলাজুড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ধান চাষ হয়েছিল। তার মধ্যে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ করেছিলেন ২২ হাজার ৩০০ কৃষক। তাতে ২০২১ সালের থেকে অন্তত ৬ হাজার মেট্রিন টন বেশি তুলাইপাঞ্জি ধান উৎপাদন হয়েছে। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে মাত্র ৬ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি ধান চাষ হত। ২০১৮-'১৯ সালে তার পরিমাণ বেড়ে সাড়ে ৭ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জির চাষ হয়। ২০২০-'২১ সালে ওই চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে তুলাইপাঞ্জি আবাদ হয়েছিল। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়। ২০২১-এ ১৮ হাজার মেট্রিন টন তুলাইপাঞ্জি ফলন হয়েছিল।

গত বছরের উৎপাদনকে পিছনে ফেলে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ২৪ হাজার মেট্রিন টন, ২০২৩-'২৪ সালে ৩০ হাজার মেট্রিক টন তুলাইপাঞ্জির ফলন হয়েছে। সম্প্রতি অর্থাৎ ২০২৫ সালে ৩৬ হাজার মেট্রিক টন তুলাইপাঞ্জি ধান কৃষকের গোলায় উঠেছে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, যদিও সেই সংখ্যা বাড়বে বলে কৃষি আধিকারিকদের দাবি।

> সুগন্ধি ধান চাষের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। জেলার নিজস্ব তুলাইপাঞ্জি আবাদে কৃষকদের বিনামূল্যে তুলাইপাঞ্জির বীজ সরবরাহ করা হয়। তুলাইপাঞ্জির চাহিদা গোটা রাজ্যে রয়েছে। তাই জেলার রায়গঞ্জ এবং হেমতাবাদের চাষিদের তুলাইপাঞ্জি চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে তুলাইপাঞ্জির জমির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে ফলনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
>
> **প্রিয়নাথ দাস** জেলা কৃষি অধিকর্তা

জেলা কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'সুগন্ধী ধান চাষের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। জেলার নিজস্ব তুলাইপাঞ্জি আবাদে কৃষকদের বিনামূল্যে তুলাইয়ের বীজ সরবরাহ করা হয়। তুলাইয়ের চাহিদা গোটা রাজ্যে রয়েছে। তাই জেলার রায়গঞ্জ এবং হেমতাবাদের চাষিদের তুলাইপাঞ্জি চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে তুলাইয়ের জমির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে ফলনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'তুলাইপাঞ্জি ধানের জীববৈচিত্র্য যাতে কেউ চুরি করতে না পারে, সেই কারণে ২০১৭ সালে জিআই অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তুলাইপাঞ্জি।' রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন কর্ণজোড়া এলাকায় তুলাই ধান ভাঙার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হয়েছে। কৃষকদের এই ধান চাষে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একাধিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

কিডনি
কিডনি চাই A+, বয়স= 25-40 পুরুষ বা মহিলা -অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8016140555. (C/114468)

অ্যাফিডেভিট
ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 9-1-24 তারিখে Jalpaiguri EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rustam Ali এবং MD Rustam Ali একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113668)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB73 2001034257৪ নাম ভুল থাকায় গত 13-01-2025, নোটারি, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Gulmamud Miya এবং MD Babu Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর নবাবগঞ্জ বালাসী, দেওয়ানহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/113166)

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি হাতে অঞ্চিতা।

রংতুলিতে দেশ জয় জলপাইগুড়ির অঞ্চিতার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ছোট থেকেই অনুপ্রেরণা জোগাত একটি নাম। তিনি ভারতের বীরকন্যা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই। তাঁর হাতে থাকত তলোয়ার। তবে জলপাইগুড়ি সদরের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া অঞ্চিতা ভৌমিকের হাতে থাকে রংতুলি। সেই রংতুলিতে রানি লক্ষ্মীবাইয়ের ছবি এঁকে বীরগাথা-ফোর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এ সুপার উইনার হল অঞ্চিতা। উপহার নেওয়ার জন্য অতিথি হয়ে সে উপস্থিত থাকবে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্তব্য পথ-এর অনুষ্ঠানে। দেশজুড়ে ২.৩১ লক্ষ স্কুল থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে ৪টি বিভাগ থেকে ১০০ জন সুপার উইনারকে বেছে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে একজন অঞ্চিতা।

তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া শহরজুড়ে। অঞ্চিতা জানাল, ছোটবেলা থেকে মামা কৌশিক ঘোষকে দেখে তার আঁকার প্রতি ভালোবাসা বাড়ে। মা কস্তুরীবাই ভৌমিক গৃহবধূ এবং বাবা শিবশেখর ভৌমিক জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে মেডিসিন বিভাগের অ্যাকাউন্টসের দায়িত্বে রয়েছেন। মেয়ের সাফল্যে তারাও অত্যন্ত খুশি। প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে দেশজুড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২০২১ সাল থেকে এটি শুরু হয়। বীরগাথার মূল লক্ষ্য হল, দেশের বীরদের জীবন ও সাহসিকতার কাহিনী জানিয়ে পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করা, যাতে তাদের দেশপ্রেম ও নাগরিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়।

শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্রী অঞ্চিতা। সে বলে, 'স্কুল থেকেই ফর্ম ফিলআপ হয়েছিল। এরপর স্কুলে বসেই ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর ছবি আঁকি। ঝাঁসির রানির চরিত্র আমাকে সবসময় খুব অনুপ্রেরণা জোগায়। আমি মনে করি তাঁর অস্ত্র ছিল তলোয়ার আর আমার রংতুলি। সেই কল্পনা থেকেই ছবিটা এঁকে ফেলি।'

দেশবিদেশে আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক খেতাব জিতেছে অঞ্চিতা। ফল আসার আগে চাপা উত্তেজনা অনুভব করলেও দেশের প্রায় এক কোটিরও বেশি পড়ুয়াদের মধ্যে জায়গা করে নেবে বলে ভাবেনি জলপাইগুড়ির মেয়েটি।

কোচবিহারের প্রায় ৫০টি ভাটা ধুঁকছে

কর ফাঁকি দিয়ে অসমের ইট বাংলায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ জানুয়ারি : প্রতিদিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম-বাংলা সীমান্ত দিয়ে শয়ে-শয়ে ভুটভুটি ও টোটোবোঝাই করে ইট ঢুকছে বাংলায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকছে না কোনও বৈধ নথিও। অতিরিক্ত ইটবোঝাই করেই এরাজ্যে অসমের ইট আমদানি হচ্ছে। তারপর তা লরিতে করে পৌঁছে যাচ্ছে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। পুলিশ ও প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই সরকারি রাজস্ব ক্ষতির অভিযোগও উঠছে। স্থানীয় ইটের তুলনায় অনেকটাই কম অসম থেকে আমদানি ইটের দাম। ফলে স্থানীয় ইটের বিক্রি কমে যাওয়ায় ধুঁকছে তুফানগঞ্জ, বক্সিরহাটের ইটভাটাগুলি। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাইছেন স্থানীয় ইটভাটা মালিকরা।

তুফানগঞ্জের নেতাজি ইটভাটার মালিক পরিতোষ মান্তার অভিযোগ, 'জিএসটি চালান ছাড়াই অসম থেকে এরাজ্যে ইট ঢুকছে। সীমান্তে পুলিশি পাহারা থাকলেও সেদিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া হচ্ছে না। তাই ওই ইটগুলি অনেক কম দামেই কিনতে পারছেন সাধারণ মানুষ। আমরা অসমের ইটের দামের মোকাবিলা করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভাটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

সম্প্রতি আবাস যোজনার ঘরের টাকা পেয়েছেন প্রচুর মানুষ। চারদিকে ঘর তৈরির হিড়িক। ঘর নির্মাণের জন্য ইটের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। বক্সিরহাটের বাসিন্দা অনিল দাস, কার্তিক বিশ্বাস, যমুনা মোদকরা জানালেন স্থানীয় ভাটাগুলিতে ইটের দাম অনেক বেশি। তাই তাঁরা অসমের ইট দিয়েই বাড়ি বানাচ্ছেন।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লক, বক্সিরহাট মিলিয়ে অন্তত ৫০টি ইটভাটা রয়েছে। তুফানগঞ্জের একটি ইটের দাম পড়ে ১৩ থেকে ১৪ টাকা। অন্যদিকে, অসমের একটি ইট তুফানগঞ্জের বাজারে ১০ থেকে ১১ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তুফানগঞ্জের ভাটাগুলিতে ইট মজুত থাকলেও তার চাহিদা তলানিতে।

অসমের ইটবোঝাই ভুটভুটি প্রবেশ করছে বাংলায়।

একনজরে
- স্থানীয় একটি ইটের দাম ১৩-১৪ টাকা
- অসমের একটি ইট এরাজ্যে বিকোচ্ছে ১০ টাকায়
- কোচবিহারের ৫০টি ভাটায় মজুত প্রচুর ইট
- চাহিদা না থাকায় ভাটা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

গত তিন বছর ধরে অবৈধ কয়লা এলাকায় ঢুকছে না। কয়লা কেনার খরচ বেড়েছে। ফলে বন্ধ হয়েছে অনেকগুলি ইটভাটা। অসমের ইটভাটায় অবৈধ কয়লার অভাব নেই। পাশাপাশি সেখানে ইট তৈরির জন্য মাটির জন্য কোনও সিন্ডিকেটও নেই। মাটি কিনতে অনেকটাই খরচ কম পড়ে অসমে। তুফানগঞ্জে সিন্ডিকেটের কাছ থেকে মাটি কিনতে গিয়ে ট্রলি প্রতি ৫০০- ৬০০ টাকা গুনতে হয়। সব মিলিয়ে অসমের ইট প্রস্তুতির খরচ অনেকটাই কম। সে কারণে দামেও কম।

তুফানগঞ্জের অন্য দুই ইটভাটা মালিক সুধাংশুকুমার সরকার, ধনেশ্বর বর্মনরা জানালেন, অসমে এক টন কাঁচা কয়লার দাম ৭ হাজার টাকা। ওই কয়লা তুফানগঞ্জে ১৬ হাজার টাকা প্রতি টন হিসেবে কিনতে হয়। তাহলে অসমের ইটের দাম তো কম হবেই। সুধাংশুর বক্তব্য, 'এভাবে চলতে থাকলে ভাটা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।'

তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দা রাজু গোস্বামী চার বছর ধরে ইট ব্যবসায় যুক্ত। তিনি বললেন, 'স্থানীয় ইটভাটা থেকে যে দামে ইট কিনি, সেই দামেই অসমের ইট বিক্রি করে আমাদের লাভ হয়। তাই অসমের ইটের চাহিদা তো বেশি হবেই।'

ইটের অবৈধ কারবার রুখতে সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার বারবিশা ফাঁড়ির অন্তর্গত অসম-বাংলা সীমান্তের শুরু হয়েছে কড়াকড়ি। সেখানে জিএসটি চালান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষার পরেই বাংলায় প্রবেশের ছাড়পত্র মিলছে। কোচবিহারের অসম-বাংলা সীমান্তেও আরও নজরদারি বাড়ানো হলে অবৈধভাবে এরাজ্যে ইট ঢোকা কমবে বলে আশা ভাটা মালিকদের।

Tender Notice
Prodhan Udaypur Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no-20/UGP/2025(1st Call) & 21/UGP/2025(1st Call), date-13/01/2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 20/01/2025 up to 13:00 Hrs.
Sd/-
Prodhan
Udaypur Gram Panchayat

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/024/BDOKNT/24-25 (Retender-2nd Call) Work Sl No 01 to 03, Dated : 13-01-2025. Last date of submission of bid through online 28-01-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 13-01-2025 from 17:00 hrs respectively.
Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

নোটিশ
বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব
শিলিগুড়ি
ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, যাহারা ক্লাব সদস্যপদ গত ৩১/০৩/২০২৪ পর্যন্ত পুনঃনবীকরণ করাননি, তাহাদেরকে এই নোটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার দিন হইতে একমাস সময়কালের মধ্যে ক্লাব নোটিশ বোর্ডে উল্লিখিত অনাদায়ী সদস্য চাঁদার প্রদেয় অর্থের তালিকা অনুযায়ী পুরো বকেয়া অর্থ প্রদান করিয়া নিজ নিজ সদস্যপদ পুনঃনবীকরণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। অন্যথায় ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ক্লাবের সংবিধানের নিয়মানুসারে তাহাদের সদস্যপদ সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
ক্লাবের কার্যকরী কমিটির পক্ষে -
শ্রী প্রসূন দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

University of North Bengal
Centre for Distance and Online Education
ADMISSION NOTIFICATION
ACADEMIC SESSION: JANUARY 2025
OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) MODE
Applications are invited for the following courses under ODL Mode for **M.A.** in **English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, & Mathematics**, and **B.Com.** in the academic session **January, 2025**. The applications are to be submitted through the online system during the period from **15.01.2025** to **31.03.2025**. Please go through the 'Information Booklet' carefully before filling-up the online application. Obtain valid DEB ID for admission as per UGC mandate. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/and www.nbu.ac.in. • NBU Siliguri (H.Q.) • NBU Jalpaiguri Campus • NBU Saltlake Kolkata Campus.
Advt. No: 82 /R-2025, Dated 15.01.2025 Registrar (Additional Charge)

আজ টিভিতে

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ প্রতারক, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ আক্রোশ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.২০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.১০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ১০.০০ সহজ পাঠের গপ্পো
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ আক্রোশ, বিকেল ৫.৩০ নয়নমণি, রাত ৯.৩০ অভাগিনী, ১২.৩০ পাকা দেখা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তর বাহির
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৩ স্যামি-টু, বিকেল ৩.১৩ খিলাড়ি, ৫.৪৪ নাগমতী, সন্ধে ৭.৫৫ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৭ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, ২.৪০ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৪.৩৯ খো গয়ে হম কহাঁ, সন্ধে ৬.৫৭ ফুটফেয়ারি, রাত ৯.০০ ক্রু, ১০.৫৬ পরমাণু-দ্য স্টোরি অফ পোখরান
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.০০ ডর @ দ্য মল, বিকেল ৪.০০ এক কা দম এক, সন্ধে ৬.৩০ ফিরঙ্গি, রাত ৯.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৫৫ ইনটু দ্য ব্লু, বিকেল ৩.৪৫ আইস এজ-কলিশন কোর্স, সন্ধে ৬.৩৫ ক্রিড, রাত ৮.৪৫ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ১০.৪০ স্পিসিস

সহজ পাঠের গপ্পো
রাত ১০.০০ জলসা মুভিজ

খো গয়ে হম কহাঁ বিকেল ৪.৩৯
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আফটার আর্থ
রাত ১১.০০ সোনি পিক্স

রাঁধুনি- পিঠেপুলি উৎসবে চৈতালি ঘোষ শেখাবেন কাটা পিঠে এবং থোড়ের ত্রিকোণ পিঠে। দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

WALK-IN INTERVIEW

Walk-in-interview for the below mentioned post on Contractual Basis is scheduled to be held on 22nd January, 2025 at 12 P.M. at Cooch Behar Municipality Head Office, Sagar Dighi Square, Cooch Behar. The details about educational qualification, experience and other criterion for the position and format for application are available on www.coochbeharmunicipality.com The interested and eligible candidates may appear for Walk-in-interview, as scheduled, along with filled up prescribed bio-data with original supporting documents.

Sl. No.	Name of the post	No of post	Eligibility	Age	Monthly Remuneration	Type of appointment
1.	Bengali Teacher (Purely on contractual basis)	02 (Two)	The applicants/ candidates must have the Bachelor degree/ graduation and must have Bengali as one of the subjects	Not below than 21 years and not more than 40 years as on 1st January, 2025	Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only per month	Purely on contractual basis initially for a period of 1 (one) year

Note : No TA/DA will be paid for attending the interview.

Sd/-
Chairman
Cooch Behar Municipality &
Cooch Behar Planning Authority
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। সংসারের কাজে আজ অতিরিক্ত খরচ। বৃষ : আজ কোনও ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি পাবেন। মিথুন : পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় আনন্দ। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। শারীরিক কারণে কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। সিংহ : আজ পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কন্যা : অতিরিক্ত কিছু চাইতে যাবেন না। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। তুলা : নিজের কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি। জীবিকা পরিবর্তনের চেষ্টা আজ সফল হবে। বৃশ্চিক : শরীরের দিকে নজর রাখুন। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়তে পারে। জরুরি কোনও কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। মকর : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সারাদিন কষ্ট পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : সারাদিন খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বোনের চাকরির খবরে খুশি। মীন : নতুন ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। আজ নতুন জমি ও নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৫ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫, ১ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ বদি, ১৪ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। বুধবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৩।৫২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ১১।১৯। প্রীতিযোগ রাত্রি ৩।২। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৪৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৫২ গতে বণিজকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১১।১৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৫২ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৯।৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৬ গতে ৪।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।১৯ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২। ১৬ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১১।১৯ মধ্যে নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধি কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।১৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) -দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেখলিগঞ্জে নতুন চেয়ারম্যান প্রভাত

মেখলিগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার চেয়ারম্যান বদলাল মেখলিগঞ্জ পুরসভায়। নতুন চেয়ারম্যান পদে বসলেন পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রভাত পাটনি। দায়িত্ব নিয়েই নতুন চেয়ারম্যান বলেন, 'সবার সমর্থন নিয়ে আমি চেয়ারম্যান পদে বসলাম।'

চেয়ারম্যান বদল করায় গুরুতর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দলের যুব মোর্চার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক অমলেশ রায় সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করে বলেছেন কেশব দাস রাজবংশী বলে তাঁকে তৃণমূল চক্রান্ত করে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কেশব দাস দাবি করেছেন, যে পদ্ধতিতে তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে সেই পদ্ধতি সঠিক নয়। তিনি বলেন, 'আমাকে যে পদ্ধতিতে সরানো হয়েছে তা ঠিক নয়। সেই জন্যই আমি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।' এর আগে চেয়ারম্যানের ঘরে একত্রিত হন পুরসভার ৮ কাউন্সিলার। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুর আধিকারিক সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী। পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে অবশ্য এদিন দেখা যায়নি। ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস বর্ধন চৌধুরী কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করে চেয়ারম্যান পদের জন্য নাম প্রস্তাব করতে বলেন। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সোমা ভৌমিক চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রভাত পাটনির নাম প্রস্তাব করেন। এরপরে আর কোনও কাউন্সিলার নাম প্রস্তাব না করায় সকলেই প্রভাতকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের মুঙ্গের (এমজিআর) ও পীরপৈঁতী (পিপিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: পেইউজ-২৫-২। অকশন শুরু: ২৯.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.-১। লট নং: পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৪-১। স্টেশন: মুঙ্গের। ক্র.নং.-২। লট নং: পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৪-১। স্টেশন: পীরপৈঁতী। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-196/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বড়হারোয়া (বিএইচডব্লু) ও পীরপৈঁতি (পিপিটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: পার্কিং-২০২৫-০১। অকশন শুরু: ২৭.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.; লট নং ও স্টেশন নিম্নরূপ: ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমএক্স-২৬-২৫-১ ও বড়হারোয়া। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- পিপিটি-এমএক্স-৬৬-২৫-১ ও পীরপৈঁতি। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-191/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং (টি) স্টল-এর জন্য ই-অকশন
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং (টি) স্টল-এর চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: ক্যাটারিং-২৫-১। অকশন শুরু: ২৫.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি ও ক্যাটারিং (টি) স্টলের বিবরণ নিম্নরূপ: ১; এএ/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১ ও বেলা হল্ট। ২; এএ/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪ ও নোনীহাট ভতুড়িয়া। ৩; এএ/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১ ও তালঝারী। ৪; এএ/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১ ও মুরারই। ৫; এএ/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১ ও মুরারই। ৬; এএ/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১ ও কল্যাণপুর রোড। ৭; এএ/৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১ ও আকবরনগর। ৮; এএ/৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১-২২-১ ও রাজমহল। ৯; এএ/৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৪৮-২২-১ ও খালতিপুর। ১০; এবি/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএমইউ-৬৬-২৪-১ ও বড়হারোয়া জংশন। ১১; এবি/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১ ও পুনসিয়া। ১২; এবি/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরপিইউআর-এসএমইউ-১০-২৪-১ ও রতনপুর। ১৩; এবি/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১ ও জগদীশপুর। ১৪; এবি/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১ ও খালতিপুর। ১৫; এবি/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১ ও সকরীগলী। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-192/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: এটিএম-২০২৫-০২। অকশন শুরু: ২৫.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং.; এসইকিউ. নং; লট নং-ক্যাটিগরি ও স্টেশন নিম্নরূপ: ১; এএ/১; এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২ ও পীরপৈঁতি। ২; এএ/২; এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২ ও জঙ্গীপুর রোড। ৩; এএ/৩; এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২ ও মুঙ্গের। ৪; এএ/৪; এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২ ও গোড্ডা। ৫; এএ/৫; এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২ ও মালদা টাউন। ৬; এএ/৬; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২ ও সবৌর। ৭; এএ/৭; এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২ ও বরিয়ারপুর। ৮; এএ/৮; এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২ ও ধুলিয়ানগঙ্গা। ৯; এএ/৯; এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২ ও রাজমহল। ১০; এএ/১০; এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২ ও মির্জাচৌকী। ১১; এএ/১১; এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২ ও ঘোঘা। ১২; এএ/১২; এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪ ও সাহিবগঞ্জ। ১৩; এএ/১৩; এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২ ও অভয়পুর। ১৪; এএ/১৪; এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২ ও তীনপহাড়। ১৫; এএ/১৫; এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২ ও বাঁকা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-194/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা নাসিরুদ্দিন মোল্লা - কে 18.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 63D 03104 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য খুবই আনন্দের মুহূর্ত ছিল যখন আমি জানতে পারলাম ডিয়ার লটারির যে টিকিটটি আমি কিনেছিলাম সেটি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ প্রদানের জন্য। আমরা সর্বদা ডিয়ার লটারির এই অবদান মনে রাখবো।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের শিকড়

অজানা ইতিহাসের সাক্ষী নল রাজার গড়

নল রাজার গড়ের এই অংশই বর্তমানে মাটির ওপরে রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান নল রাজার গড় নামক দুর্গটি নিয়ে সাধারণ মানুষ সহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে। বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। তবে অনেক ইতিহাস এখনও মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। বেশ কয়েকবার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই গড়ের ইতিহাস জানার জন্য খননকার্য চালিয়েছে। তবে পুরো বিষয় প্রকাশ্যে আসেনি।

বানিয়া নদীর পাশে এই দুর্গ আসলে কোন রাজার আমলে তৈরি, সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, গড়টি মেঁনদা নামে ওই অঞ্চলের এক মেচ শাসকের তৈরি। আবার আরেকটি মত বলছে, গড়কে সীমান্ত দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করেছে বিভিন্ন রাজবংশ। এর মধ্যে বর্তমান কোচবিহারের খেন এবং কোচ রাজবংশও রয়েছে। ১৯৬১, ১৯৬৭ এবং ১৯৮৬ সালে চিলাপাতার জঙ্গলের মাঝে খননকার্য চালিয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

১৯৬৭ সালে নল রাজার গড়ে খননকার্যে থাকা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর লেখা বিভিন্ন বইয়ে উল্লেখ করেছেন, গড়টি গুপ্ত সম্রাট স্কন্ধ গুপ্ত অথবা নরসিংহ গুপ্তের সমসাময়িক। দুর্গের নামকরণ নিয়ে তাতে যুক্তি, খেন রাজা নীলাম্বরের নাম থেকে নীল রাজার গড় অথবা কোচ রাজা নরনারায়ণের নাম থেকে নর রাজার গড়-এর অপভ্রংশ হতে পারে নল রাজার গড়।

খননকার্যের পর পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, দুর্গটি তৈরিতে তিন প্রকার ইট ব্যবহৃত হয়েছিল। বড় টালি আকৃতির যে ইটগুলো মিলেছে, সেগুলির সঙ্গে গুপ্ত যুগে ব্যবহৃত ইটের মিল রয়েছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, বেশ কয়েকবার এই দুর্গ সংস্কার করে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন আমলের শাসক। দুর্গ দুটো অংশে বিভক্ত। ছোট অংশটি সম্ভবত রাজার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বেশ কয়েকটি ঘর ও স্নানাগার মিলেছে। এছাড়াও এই দুর্গ থেকে বানিয়া নদী পর্যন্ত একটি মনুষ্য নির্মিত খালের অস্তিত্ব মিলেছে। নিরাপত্তার জন্য দুর্গের প্রাচীরও ছিল বিশেষভাবে তৈরি।

খননকার্য আটকে যাওয়ায় বেশ কিছু বিষয় পরিষ্কার হয়নি। তাই আধুনিক পদ্ধতিতে আবার খননকার্য চালিয়ে নল রাজার গড়ের ইতিহাস জানার দাবি ঐতিহাসিকদের দীর্ঘদিনের।

পৌষ পার্বণে আলপনা দিতে ব্যস্ত মহিলা। বালুরঘাটে মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সর্দার

চওড়া হবে জঙ্গল সংলগ্ন জাতীয় সড়ক

পূর্ণেন্দু সরকার ও বাণীব্রত চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি থেকে চালসা পর্যন্ত ৭১৭এ জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করার জন্য লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় টোপোগ্রাফিক সার্ভে শুরু করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এই এলাকায় জাতীয় সড়ক ৭ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১০ মিটার করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে আবার লাটাগুড়ির জঙ্গলে গাছ কাটা পড়বে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। গরুমারা ও আপালচাঁদ জঙ্গলের মধ্যে হাতিদের যাতায়াতের করিডরেও তা প্রভাব ফেলবে। যদিও জলপাইগুড়ি বন বিভাগ ও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের কাছে রাস্তা সম্প্রসারণের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব পাঠায়নি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে, পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি প্রতিবাদে নামার হুমকি দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে থাকা এনএইচ (ডিভিশন ৯) থেকে গাছ কাটা পড়বে না বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার লাটাগুড়ির জঙ্গলে হাতিদের করিডর এলাকায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচ ৯)-র সমীক্ষকদের টোপোগ্রাফিক সার্ভে করতে দেখা যায়। সমীক্ষক দলের সাইট ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ পাল জানান, জাতীয় সড়ক ৭১৭এ-কে ময়নাগুড়ি থেকে চালসা পর্যন্ত বর্তমান ৭ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১০ মিটার করা হবে। অর্থাৎ রাস্তার দু'দিকে দেড় মিটার করে সম্প্রসারিত হবে। তার বাইরে হাইড্রেন করা হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনামতো এই রাস্তা পরে বাগ্রাকোটের জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হবে।

আশঙ্কা
- জাতীয় সড়ক ৭ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১০ মিটার করার পরিকল্পনা রয়েছে
- আবার লাটাগুড়ির জঙ্গলে গাছ কাটা পড়বে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে
- গরুমারা ও আপালচাঁদ জঙ্গলের মধ্যে হাতিদের যাতায়াতের করিডরেও তা প্রভাব ফেলবে
- পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি প্রতিবাদে নামার হুমকি দিয়েছে
- সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে থাকা এনএইচ (ডিভিশন ৯) থেকে গাছ কাটা পড়বে না বলে জানানো হয়েছে

লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তার দু'ধারেই ছোট-বড় প্রচুর গাছ আছে। এর আগে রেল ওভারব্রিজ তৈরির সময় নির্বিচারে গাছ কাটা হয়েছে লাটাগুড়িতে। তার পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা করছেন এখানকার পরিবেশপ্রেমীরা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও। জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা করছি আবার গাছ কাটা পড়তে পারে এই রাস্তা সম্প্রসারণে।'

লাটাগুড়ির রাস্তায় মাঝেমধ্যেই গাড়ির ধাক্কায় বাঁদর, হরিণ, অজগর, বাইসন, লেপার্ড জখম হওয়ার, এমনকি মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। গরুমারা থেকে আপালচাঁদ এলিফ্যান্ট করিডর রয়েছে। ফলে হাতিদের চলাচলে বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে সংশয় প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের উপদেষ্টা ভাস্কর দাস। পরিবেশকর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'লাটাগুড়ির জঙ্গল এলাকায় রাস্তার দু'ধারে গাছ কাটা হলে রাস্তায় নেমে তীব্র আন্দোলন করতে বাধ্য হব।'

লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গা বন্যপ্রাণীদের করিডর বলে বোর্ড টাঙানো হয়েছে। মহাকালধাম এলাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জায়গাটি আলো দিয়ে সাজানোর প্রস্তাব প্রশাসনের বৈঠকে আগেই উঠেছিল। কিন্তু এলাকাটি এলিফ্যান্ট করিডর হওয়ায় তার অনুমতি পাওয়া যায়নি। দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচলেও বিধিনিষেধ রয়েছে। এবার রাস্তা চওড়া হলে পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে আশঙ্কা থাকছে।

ব্যবসা নষ্টের শঙ্কায় সেবক

সানি সরকার

এলিভেটেড করিডর নিয়ে দোলাচল

রুটিরুজি জুটবে কীভাবে, চিন্তায় সেবক বাজারের ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : এলিভেটেড করিডরে চাপা পড়তে পারে ব্যবসা, এই আশঙ্কা এখন কুরে-কুরে খাচ্ছে সেবক বাজারের বাসিন্দাদের। কীভাবে ভবিষ্যতে রুটিরুজির সংস্থান হবে, বুঝে উঠতে পারছেন না অনেকেই। তবে আন্দোলন নয়, বিকল্প পথের দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীদের বড় অংশ। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে ট্রেনের চাকা গড়ালে কিছুটা আয়ের সংস্থান হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু সিকিমের পথে ট্রেন কবে ছুটবে, এখনও অনিশ্চিত। বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত শুরু হচ্ছে না এলিভেটেড করিডরের কাজও। যদিও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের দাবি, ওই ছাড়পত্র পেতে বেশি সময় লাগবে না। তিন বছর পরই এলিভেটেড করিডর দিয়ে ছুটবে গাড়ি। একারণেই এখন দোলাচলে সেবক বাজার।

বনাঞ্চল যাতে ধ্বংস না হয়, সেইজন্য সেবকে এলিভেটেড করিডর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তার জন্য সড়ক পরিবহণমন্ত্রক বরাদ্দ করেছে ১,৪০০ কোটি টাকা। বন ও পরিবেশমন্ত্রক থেকে ছাড়পত্র মিললেই কাজ শুরু হবে দ্রুত। আর এমন খবরে ভবিষ্যৎ কী হবে, বুঝে উঠতে পারছেন না সেবক বাজারের বাসিন্দারা। যেহেতু এলিভেটেড করিডর, ফলে সম্পূর্ণ রাস্তাটাই কার্যত উড়ালপুল। অর্থাৎ দোকানগুলি থাকবে রাস্তার অনেকটা নীচে। এখানকার ব্যবসা যেহেতু পর্যটকদের উপর নির্ভরশীল, ফলে গাড়ি না দাঁড়ালে রুটিরুজি জুটবে কোথা থেকে, প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের।

সেবক বাজারে ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে দেবরাজ শর্মার। তিনি বলছেন, 'সিকিম, কালিম্পংয়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁদের একটা বড় অংশ সেবকে দাঁড়ান টিফিন করার জন্য। এখন ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করলে সেই সুযোগ থাকবে না।' বিষ্ণু গুরুংয়ের কথায়, 'স্থানীয়দের ওপর নয়, আমাদের ব্যবসা নির্ভরশীল পর্যটকদের ওপর। করিডরের উপর থেকে পর্যটকরা তো আর নীচে নেমে আসবেন না, ফলে চরম ক্ষতি হবে।'

তবে করিডরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে হাঁটার কথা ভাবছে না সেবক বাজার। বরং বিকল্প কিছু একটা ব্যবস্থা হবে, মনে করছেন অনেকেই। প্রবীণ বিমল খাওয়াসের বক্তব্য, 'কালিঝোরায় যে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র হয়েছে, তা সেবকে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আন্দোলন করে আমরা রুখে দিয়েছিলাম। কালিঝোরার উন্নতি দেখে মনে হয়, আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।'

প্রসেনজিতের ঘাড়ে দায় চাপালেন স্বপন

মালবাজার, ১৪ জানুয়ারি : তাঁর অনুমতি না নিয়েই পুরসভার জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেটে বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী প্রসেনজিৎ দত্ত ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার ও সার্টিফিকেট আপলোড করেছেন বলে দাবি করলেন মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। মঙ্গলবার পুরসভায় নিজের অফিসের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'জাল শংসাপত্র কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ নিজেই সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে তারপর পোর্টালে আপলোড করতেন। আফগান নাগরিকদের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র আমার কাছে যাচাইয়ের জন্য আনা হয়নি। প্রসেনজিৎ শোকজের জবাবে যা লিখেছেন সেখানে কোথাও আফগান নাগরিকদের বিষয়টি লেখা নেই। তাছাড়া তিনদিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। সেখানে এক মাস পর জবাব এসেছে।

পুরসভায় পাঠানো প্রসেনজিতের চিঠি কীভাবে সংবাদমাধ্যমের হাতে পৌঁছাল তা নিয়ে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেছেন চেয়ারম্যান। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের কোনও কাউন্সিলারদের দেখা না গেলেও পুরসভার বেশ কিছু কর্মী চেয়ারম্যানের পাশে ছিলেন।

স্বপন এদিন বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের কাছে ডিএসসি দেওয়া থাকে। সেটাকে কেউ বেআইনিভাবে ব্যবহার করলে তার দায় চেয়ারম্যানের নয়। পুরকর্মীদের একাংশের দাবি, প্রসেনজিৎ যে সমস্ত নথি পুরসভায় পাঠিয়েছেন তা যাচাই করে দেখা গিয়েছে, সমস্ত নথিপত্র তিনি নিজেই যাচাই করে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে পোর্টালে আপলোড করেছেন। তিনি কখনোই চেয়ারম্যানের কাছে আফগান নাগরিকদের শংসাপত্র যাচাই করাতে নিয়ে যাননি। নিজের অপরাধ আড়াল করতে প্রসেনজিৎ শোকজের জবাবে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ লাইন লিখেছেন।

এবার রক্ষীদের হুমকি

মেডিকেলে থ্রেট কালচার চলছেই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : বহু চেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা যে-কে-সেই!

হাজার চেষ্টা করেও এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করা যাচ্ছে না। এই হুমকি দেওয়ার প্রবণতার বিষয়টি এতদিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার নিরাপত্তারক্ষীদেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা পড়ুয়াদের দিকেই অভিযোগের তির। মঙ্গলবার মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াদের পরীক্ষা ছিল। এর আগে বারবার নকল ধরা পড়ার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ আরও কড়াকড়ি পদক্ষেপ করে। নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে এদিন প্রত্যেক পড়ুয়াকে তল্লাশি করিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। সেই সময় সব স্বাভাবিক থাকলেও পরীক্ষা শেষ হতেই পরিস্থিতি পালটে যায়। যে দুই নিরাপত্তারক্ষী পরীক্ষার্থীদের 'সার্চ' করেছিলেন, বেশ কয়েকজন পড়ুয়া তাঁদের আটকান। অকথ্য ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যা নিয়ে মেডিকেলের অন্দরে ফের চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এমজেএন মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবে হলেও শেষে কয়েকজন পড়ুয়া নিরাপত্তারক্ষীদের আটকে ছিল। সেখানে গণ্ডগোল হয়। তবে পুলিশ পরিস্থিতি মিটিয়ে ফেলেছে। যাতে পরবর্তী পরীক্ষায় প্রভাব খাটানো যায় সেজন্যই হয়তো কিছু পড়ুয়া এদিন বিশৃঙ্খলা করেছে। পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

এদিন ফার্মাকোলজির পেপার-২'র পরীক্ষা ছিল। গত সপ্তাহে এখানকার পরীক্ষায় বারবার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। নকল করার অভিযোগে দ্বিতীয় বর্ষের পাঁচজন পড়ুয়ার খাতা বাতিল করা হয়েছিল। পরীক্ষা হলের ভিতরে এসি'র পাইপ থেকে নকল উদ্ধার হয়। পরীক্ষায় কড়াকড়ি হওয়ায় কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে একদল পড়ুয়ার বিরুদ্ধে দুটি শৌচালয় ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, যাই হয়ে যাক না কেন পরীক্ষা স্বচ্ছভাবেই হবে। ফলে আগের তুলনায় নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। আর তাতেই পড়ুয়াদের একাংশ বিশৃঙ্খলা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন নিরাপত্তারক্ষীদের হেনস্তার ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধ্যক্ষের প্রতিক্রিয়া, 'ওঁরা নিজেদের ডিউটি করেছেন। পরের পরীক্ষাগুলিতেও প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকানো হবে। বিশৃঙ্খলা করে কোনও লাভই হবে না।'

নিন্দা সর্বত্র
- মঙ্গলবার মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াদের পরীক্ষা ছিল
- প্রত্যেক পড়ুয়াকে তল্লাশি করে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়
- যে দুই নিরাপত্তারক্ষী তল্লাশি করেছিলেন, পরীক্ষা শেষে কয়েকজন পড়ুয়া তাঁদের আটকান
- অকথ্য ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ

এদিকে, ডাক্তারি পরীক্ষায় বারবার এধরনের ঘটনা ঘটায় এমজেএন মেডিকেলের পড়ুয়াদের ভূমিকা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে। এখন যাঁরা পরীক্ষা দিচ্ছেন আগামীতে তাঁরাই চিকিৎসক হয়ে রোগীদের চিকিৎসা করবেন। নকলের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সেই চিকিৎসার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনেকেরই প্রশ্ন।

ধর্ষণে অভিযুক্ত এসআই গ্রেপ্তার

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন রাজগঞ্জ থানার সাব-ইনস্পেকটর সুব্রত গুন। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে সুব্রতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সেইসঙ্গে আদালত পুলিশকে মামলার কেস ডায়েরি এবং মহিলার মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ওঁকে আগেই পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছিল। ওঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী বলেন, 'সুব্রত গুনের জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আদালত ওঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। কেস ডায়েরি সহ প্রয়োজনীয় তথ্য পুলিশকে পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।' এদিন কোর্ট হাজত থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে সুব্রত শুধু বলেন, 'আমি নির্দোষ।'

গত শুক্রবার শিলিগুড়ির এক তরুণী রাজগঞ্জ থানার সাব-ইনস্পেকটর সুব্রত গুনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন। ওই রাতেই তরুণী শিলিগুড়ি মহিলা থানায় সুব্রতর বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণী পুলিশকে জানান, কিছুদিন আগে সুব্রত ফোন করে জানিয়েছিলেন, তাঁর নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। থানায় যেতে হবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজগঞ্জ থানার উলটো দিকে যে বাড়িতে সুব্রত থাকতেন সেখানেই তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সুব্রত তাঁকে ধর্ষণ করেন। ভয় দেখান যাতে এই কথা কাউকে তিনি না বলেন। তরুণীর দায়ের করা অভিযোগ শিলিগুড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি মহিলা থানায়। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানা সুব্রতর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করে।

এরপর সুব্রতকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে এদিন আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালেই সুব্রতকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ জলপাইগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ সুব্রতকে আদালতে নিয়ে আসে। কোর্ট হাজতেই তাঁকে রাখা হয়। বেলা তিনটে নাগাদ সুব্রতকে কোর্ট হাজত থেকে আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ। আদালতে যাওয়ার পথে তিনি বলেন, 'আমি নির্দোষ।' এছাড়া তিনি সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি।

হরি ঘোষের ঘি ®
সঠিক জিনিস বেছে নিন
আর সুস্থ থাকুন!
প্রস্তুতকারক: হরি ঘোষের ঘি ও পনির
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা
Distributor Enquiry: +91 8777266413

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমলে তোর্ষার জল।। কালচিনি ব্লকের রণবাহাদুরবস্তিতে। মঙ্গলবার। ছবিটি তুলেছেন মোস্তাক মোরশেদ হোসেন।

নিখোঁজ শ্রমিককে নিয়ে চলছে তর্জা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : গত ৬ জানুয়ারি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৯ দিনেও খোঁজ মেলেনি ফালাকাটার শ্রমিক সঞ্জীব সরকারের। অসমের উম্রাংসোতের কয়লা খাদান দুর্ঘটনায় এখনও নিখোঁজ সঞ্জীব। ঘটনাস্থলে চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন সঞ্জীবের বাবা ও শ্বশুর। এদিকে, ফালাকাটার রাইচেঙ্গার বাড়িতে সঞ্জীবের মা ও স্ত্রী সমানে কেঁদে চলেছেন। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ঘটনার এতদিন পর, মঙ্গলবার ওই শ্রমিকের বাড়িতে যান ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন। তিনি অসমের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। সমবেদনা জানিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এদিকে, তৃণমূল আবার বিজেপি পরিচালিত অসম রাজ্যের ওই অবৈধ কয়লা খাদানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রতিবেশী রাজ্যের এই ঘটনায় ফালাকাটায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তর্জা।

এদিন সকালে বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ভবেশচন্দ্র বালো, দলের ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহাদের নিয়ে সঞ্জীবের বাড়িতে যান বিধায়ক দীপক বর্মন। বিধায়ককে দেখে ওই বাড়িতে কান্নার আওয়াজ যেন আরও বেড়ে যায়। কেঁদে কেঁদেই সঞ্জীবের মা রূপা সরকার বলেন, 'আমার সঞ্জীবকে ফিরিয়ে দাও। ছেলেটাকে নিয়ে এসো।' তারপর কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আর পাশেই পাথর হয়ে বসে ঝরঝর করে কেঁদে চলেছেন সঞ্জীবের স্ত্রী টুম্পা সরকার। চার বছরের পুত্রসন্তান বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও যেন বাবাকে খুঁজছে। এসব দৃশ্য দেখে কী বলে পরিজনদের সান্ত্বনা দেবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না বিধায়ক। তিনি শুধু বলেন, 'অসমে যোগাযোগ করেছি। ওখানে উদ্ধারকাজ চলছে। খোঁজখবর রাখছি।'

ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে বিধায়কের বক্তব্য, 'সঞ্জীবের বাড়ির লোক ঘটনাস্থালে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছি। সেখানে তাঁদের কোনও সমস্যা হলে সহযোগিতা করব। এজন্য অসম প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।' মাঝেমধ্যেই ভিনরাজ্য থেকে বাংলার শ্রমিকদের নিথর দেহ বাড়িতে ফিরে আসে। এজন্য কর্মসংস্থানের অভাবকে দায়ী করে বিধায়ক বলেন, 'বাংলায় কাজ নেই। তাই এখানকার শ্রমিকরা অসম, গুজরাট, কেরলে যাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।'

তবে পালটা তোপ দেগেছে ঘাসফুল শিবিরও। তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাসের কথায়, 'দুর্ঘটনার পরেই আমাদের স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধিরা শ্রমিকের বাড়িতে যান। কিন্তু বিধায়ক এতদিন পরে গেলেন। আর বিজেপি পরিচালিত

নিখোঁজ শ্রমিকের বাড়িতে বিধায়ক দীপক বর্মন। মঙ্গলবার রাইচেঙ্গায়।

অসমে অবৈধ কয়লা খাদানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এজন্য বিজেপি দায়ী।' বাংলার কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে সঞ্জয়ের বক্তব্য, 'একশোদিনের কাজ বন্ধ রেখে কেন্দ্রই তো রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করছে।'

তবে এমন তর্জা নিয়ে ভাবার সময় নেই নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারের। সঞ্জীবের শ্বশুর অনিল সরকার এদিন ফোনে বলেন, 'এখনও পর্যন্ত চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু জামাইয়ের খোঁজ নেই।' সঞ্জীব জীবিত আছেন নাকি মৃত সেটাও স্পষ্ট হচ্ছে না। তবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

> আমার সঞ্জীবকে ফিরিয়ে দাও। ছেলেটাকে নিয়ে এসো।
>
> **–রূপা সরকার**
> *নিখোঁজ শ্রমিকের মা*

আবাস নিয়ে স্মারকলিপি

সোনাপুর, ১৪ জানুয়ারি : আবাস যোজনায় ঘরপ্রাপকদের তালিকা দুর্নীতিমুক্ত করতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হল বিজেপির জেলা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। এদিন বিডিও অফিসে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস, বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি জয়দেব রায় সহ অন্য বিজেপির নেতা এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

এদিন যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ব্লকের বিভিন্ন আবাস দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করার দাবি জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘর পাওয়ার উপযুক্ত এমন কাউকেই বঞ্চিত করা যাবে না এবং তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ঘর পাইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে বলে দাবি করা হয়েছে। বিজেপি নেতাদের দাবি, যাঁদের বাড়িতে পাকা ঘর এবং চার চাকা গাড়ি আছে, এমন অনেক ব্যক্তি সরকারি নিয়ম ভেঙে এই প্রকল্পে ঘর পাচ্ছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বন্ধ করতে হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও শেষ পাঁচ বছরে যাঁরা দ্বিতীয় বার ঘর পাচ্ছেন, তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে।

বিজেপির আরও অভিযোগ, অনেক সময়ই একজন উপভোক্তার টাকা আরেকজনের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব দাবি না মানলে আগামীতে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।

একসময় আলিপুরদুয়ারে এন্ডি চাষের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সময়ের সঙ্গে তাল না মেলাতে পারায় এখন সেই চাষ প্রায় উঠেই যাওয়ার মুখে। চরকায় সুতো তুলে বাজারে পর্যাপ্ত দাম মিলছে না। নেই প্রশিক্ষণ ও সঠিক বিপণন ব্যবস্থা। তবে চাষিদের ভরসা দিচ্ছেন জেলার রেশমশিল্প দপ্তরের আধিকারিকরা।

দাম মিলছে না ● রেশমশিল্প দপ্তরের কাছে সঠিক বিপণন দাবি

আগ্রহ কমছে এন্ডি চাষে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : রেশমগুটির দাম মিলছে না। অনেক চাষি একপ্রকার বাধ্য হয়ে কম দামে রেশমগুটি বিক্রি করছেন। কেজি প্রতি ৮০০ টাকার বেশি দাম পাচ্ছেন না চাষিরা। এর ফলে আলিপুরদুয়ারের অনেক চাষি এন্ডি চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। রেশমশিল্প দপ্তরের কাছে সঠিক বিপণন ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছেন চাষিরা। চাষিদের দাবি, এই চাষকে এগিয়ে যেতে হলে এলাকায় এন্ডি সুতো এবং কাপড় তৈরি করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির মেশিন বসানো জরুরি। পাশাপাশি চাষিরা নিজেরাই যাতে সুতো তৈরি করতে পারেন, কাপড় বানাতে পারেন তা নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

মমতা হাজারী, সুমিতা বসুমতার মতো চাষিরা বলছেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা এন্ডি চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরাও বাপ-দাদার সেই পেশা ধরে রাখতে এই চাষ শুরু করি। এই চাষে প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়। কিন্তু যখন রেশমগুটি বিক্রি করতে যাই তখন সঠিক দাম পাই না। ক্রেতারও অভাব রয়েছে। হাতেগোনা কয়েকজন ক্রেতা রয়েছেন। তাঁরা যে দাম আমাদের দিচ্ছেন, সেই দামেই আমাদের বিক্রি করতে হচ্ছে। আমরা নিজেরাই সুতো তৈরি করে কাপড় বুনতে চাই। প্রশাসনের তরফে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি করছি।'

এবিষয়ে রেশমশিল্প দপ্তরের উত্তর অঞ্চলের যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ অরূপকৃষ্ণ ঠাকুরের বক্তব্য, 'এই সমস্যা সমাধানে আমরা চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ চলছে।'

আলিপুরদুয়ারে একসময় ব্যাপকভাবে এন্ডি পোকা চাষ হত। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তালেশ্বরগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রেশমশিল্প দপ্তরের অফিস এবং ফার্ম তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রেশমশিল্প দপ্তরে কর্মীসংকট সহ ভিন্ন কারণে জেলায় এই চাষ আর তেমনভাবে এগোয়নি। চাষিদেরও এই চাষে আগ্রহ কমছে ক্রমশ। এন্ডিচাষিরা জানিয়েছেন, এন্ডি খোলস বা রেশম সুতো এবং পিউপা বিপণনের তেমন বাজার নেই। সুতো তৈরির তেমন উন্নত ব্যবস্থা নেই। এখনও চরকায় কিছু কিছু এলাকায় সুতো তৈরি করা হয়। সেটা খুবই পরিশ্রমের এবং সময় সাপেক্ষ। এর ফলে সুতো তৈরির পর তা দিয়ে কাপড় তৈরি করলে দাম পড়ে যায় অনেক। তাই আধুনিক প্রযুক্তি সহকারে সুতো তৈরি এবং কাপড় তৈরি কারখানা এখানে গড়ে না উঠলে এই চাষ একদিন উঠে যেতে পারে বলে বিভিন্ন মহল থেকে জানা গিয়েছে। তবে সম্প্রতি রেশমশিল্প দপ্তরের উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম অধিকর্তা এবং উপ অধিকর্তা দেবাশিস দত্ত আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তালেশ্বরগুড়ির এন্ডি ফার্মে চাষিদের নিয়ে একটি কর্মশালা এবং আলোচনা করেন। সেখানে এই শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগের কথা জানান তাঁরা। কিন্তু সেই উদ্যোগ কতটা বাস্তবায়ন হবে এই নিয়েও চাষিদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

এই এলাকার আদিবাসীদের আর্থিক বিকাশের জন্য কাজ করেন সমাজকর্মী সদানন্দ চক্রবর্তী। তিনি জানান, এই চাষকে এগিয়ে নিতে সঠিক পরিকল্পনা চাই। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার আদিবাসীদের আর্থসামাজিক বিকাশের জন্য কাজ করছি। তাই এ ব্যাপারে যদি রেশমশিল্প দপ্তর আমাদের পরামর্শ চান সে ব্যাপারে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তালেশ্বরগুড়িতে এন্ডি চাষ। মঙ্গলবার। –সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- আলিপুরদুয়ারে এক সময় ব্যাপক এন্ডি পোকা চাষ হত
- তালেশ্বরগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রেশমশিল্প দপ্তরের অফিস এবং ফার্ম তৈরি হয়
- রেশমশিল্প দপ্তরে কর্মীসংকট সহ বিভিন্ন কারণে আলিপুরদুয়ারে এই চাষ তেমনভাবে এগোয়নি
- পরিশ্রমের পর্যাপ্ত মূল্য না পেয়ে অনেক চাষি এন্ডি চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন

টুকরো খবর

বিকল ট্রাক

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে ফের বিকল হল পণ্যবাহী ট্রাক। মঙ্গলবার সকালে ফালাকাটার রাইচেঙ্গায় রাস্তার ধারে একটি ট্রাকের যন্ত্রাংশ বিকল হয়। দীর্ঘ সময় গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় যান চলাচলেও কিছুটা অসুবিধা হয়। তবে পরে বাইরে থেকে গ্যারাজকর্মীদের নিয়ে এসে ট্রাকটিকে ঠিক করা হয়। এখন মহাসড়কের কাজ চলছে। তবে যাতায়াতের পুরোনো রাস্তাটি এখনও ভাঙাচোরা। তাই ট্রাকের যন্ত্রাংশ এদিন খারাপ হয় বলে পরিবহণকর্মীরা জানিয়েছেন।

আলোচনা

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : বিজেপির বুথ, মণ্ডল ও জেলা কমিটি নতুন করে গঠিত হবে। এজন্য বুথ স্তরে আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদম্বিনী চা বাগান এলাকায় বুথ কমিটি নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিজেপির ফালাকাটা-৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ভবেশচন্দ্র বালো। তিনি জানান, এখন প্রতিটি বুথেই নতুন কমিটি গঠন নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। এদিন কাদম্বিনী চা বাগানে তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

শিবির

কালচিনি, ১৪ জানুয়ারি : এসএসবি ৫৩ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলবার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া ও আচ্ছাপাড়া চা বাগানে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গৃহপালিত প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রায় ২৭৪ জন মানুষ ও প্রায় ৩৫০টি গৃহপালিত প্রাণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ড্রাগস ফ্রি ইন্ডিয়া সহ একাধিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। মঙ্গলবার।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভুট্টাখেতে গাড়ি

বারবিশা, ১৪ জানুয়ারি : রাধানগর-ডাঙ্গাপাড়া রুটে গ্রামের সরু পথ ধরে মঙ্গলবার ছুটে যাচ্ছিল একটি কালো গাড়ি। ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় চালক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারালেন। চোখের পলকে হাওয়ায় বেশ কয়েকবার উলটে পড়ল গাড়িটি। তারপর রাস্তা থেকে প্রায় ৭০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ল একেবারে ভুট্টাখেতে। গাড়ির সমস্ত কাচ ভেঙে চুরমার। বডির একাধিক অংশ দুমড়ে গিয়েছে। গাড়ির মধ্যে থাকা ৪ তরুণই জখম। অবশ্য তাঁদের আঘাত গুরুতর নয়।

গ্রামবাসী তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগান। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই সকল তরুণ নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন। এভাবে কেন গাড়ি চালাচ্ছিল তা নিয়ে ওই তরুণের দল কিছুই বলেনি। ভুট্টাখেতের মালিকের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা গুঁজে দিয়ে কোনওরকমে দুর্ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। স্থানীয়রা জানালেন, চার তরুণ পুলিশে খবর না দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁরা গাড়িটিকে গ্যারাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ট্র্যাক্টরের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। গ্রামবাসী তাঁদের অন্যায় আবদার মেনে ট্র্যাক্টরের ব্যবস্থা করে দেন। দুর্ঘটনার খবরে এক ছেলের বাবা ঘটনাস্থলে আসেন। ছেলে সহ তাঁর তিন বন্ধুকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। পুলিশের কাছে দুর্ঘটনার খবর পৌঁছানোর আগেই গাড়ি নিয়ে দ্রুত এলাকা ছাড়েন ওই তরুণের বাবা।

স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল দাস বললেন, 'কমবয়সি ওই ছেলেগুলি কপালজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। সেই সময় ওই খেতে কেউ ছিল না, তাই রেহাই। এমন মদ্যপ গাড়িচালকদের লাইসেন্স অবিলম্বে কেড়ে নেওয়া উচিত।'

ভুটানের খাদে মৃত্যু দেওগাঁওয়ের বাসিন্দার

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ জানুয়ারি : ভুটান থেকে বাড়ি ফেরার সময় সোমবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ফালাকাটা ব্লকের এক ঠিকাদারের। তাঁর নাম রফিকুল ইসলাম (৫১)। তিনি দেওগাঁওয়ের বাসিন্দা। ভুটানের ধুমজায় সোমবার সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে একটি ছোট গাড়ি। সেখানেই রফিকুল ইসলাম সহ মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়। বাকি তিনজন ভুটানের নাগরিক। মঙ্গলবার ভুটান পুলিশ রফিকুলের দেহ উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এদিন সন্ধ্যায় তাঁর দেহ পৌঁছায় বাড়িতে। ঘটনার শোকস্তব্ধ দেওগাঁও। মৃতের স্ত্রী কাজি রুবাইয়া সিদ্দিকী বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন।

রফিকুল দীর্ঘদিন ধরেই ভুটানের ওয়াংডিতে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই ভাই মহম্মদ রাকিব ও মহম্মদ রাশি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় ভুটানে কাজ বন্ধ থাকায় সোমবার তিনজনই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। দুই ভাইকে অন্য একটি গাড়িতে উঠিয়ে দেন রফিকুল। তারপর তিনি নিজে অপর একটি গাড়িতে চেপে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। দুর্ঘটনার দিন বিকেলে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মোবাইলে শেষ কথা হয়। সন্ধ্যায় রফিকুলের মোবাইল রিং হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ভুটান পুলিশে যোগাযোগ করা হলে মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করা হয়। পরে দেখা যায়, গাড়িটি খাদে পড়ে রয়েছে। সেটিকে দ্রুত উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। উদ্ধারকাজ শেষে রফিকুলের দেহ চিহ্নিত হয়।

মৃত ঠিকাদারের তিন মেয়ে। এদিন শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন দেওগাঁওয়ের পঞ্চায়েত প্রধান শেরিনা খাতুন। তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত আরও ৩

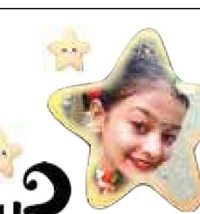

ছোট্ট তারা

পারপাতলাখাওয়া গ্রামের লিজা সরকার ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নাচ, অঙ্কন প্রতিযোগিতায় একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। পাশাপাশি স্কুল স্তরে নাটকে অভিনয় করেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

মধুপুরে আসছেন হেমন্ত বিশ্বশর্মা

মধুপুর, ১৪ জানুয়ারি : চলতি মাসেই কোচবিহার সফরে আসছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। মধুপুরে শ্রীশ্রী শংকরদেব বৈকুণ্ঠ প্রয়াণধামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন ধুবড়ি জেলা প্রশাসনের কর্তারা। মঙ্গলবার মধুপুরধাম মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত পূজারি পীতাম্বর রায়ভকত বলেন, 'দীর্ঘদিন মন্দিরের সত্রাধিকার (প্রধান পুরোহিত) পদ ফাঁকা। ২৯ জানুয়ারি মন্দিরের সত্রাধিকারের দায়িত্বভার আমাকে দেওয়া হবে। ধুবড়ি জেলা প্রশাসন আমাদের জানিয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই মুখ্যমন্ত্রী এখানে আসবেন।'

মধুপুরধাম অসম সরকারের পর্যটন বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলে।

রাস্তা সংস্কার নিয়ে আঁধারে নেতারা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ জানুয়ারি : একটু বৃষ্টি হলেই বেহাল হয়ে পড়ছে রাঙ্গালিবাজনা-ফালাকাটা রোড। বর্ষাকাল নয়, হেমন্ত বা শীতকালের সামান্য বৃষ্টিতেও সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দায়। ১৪ কিমি রাস্তাটির ১২ কিমি পিচ ও দু'কিমি কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে পুনর্নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২০১৭ সালে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। ২০১৯ সালে কাজ শেষ হয়। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ হয়েছিল ৫২ লক্ষেরও বেশি টাকা। এবছরের ২৩ অগাস্ট তারও মেয়াদ ফুরিয়েছে। ফের কবে ওই রাস্তা মেরামত হবে তা নিয়ে এখন অন্ধকারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও।

ওই রাস্তা দিয়ে দৈনিক রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত বেশকিছু ম্যাক্সিক্যাব ছাড়াও প্রচুর ট্রাক, ছোট গাড়ি, টোটো চলে। গত পাঁচ বছর ধরে দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি প্রায়ই জোড়াতাপ্পি দিয়ে মেরামত করত। তবে ২৪ অগাস্ট থেকে ওই সংস্থার দেখভালের দায়িত্ব ফুরিয়েছে। ভারী ট্রাক চলাচলের জেরে ছোট ছোট গর্তগুলি ক্রমাগত বড় হচ্ছে। স্থনীয়রা বলছেন, বৃষ্টির পর গর্তগুলি জলে ভরে যায়। এক টোটোচালক মহম্মদ আছিমুদ্দিনের কথায়, 'ওই পথে টোটো চালাতে নিত্য সমস্যা বাড়ছে। মাঝেমধ্যেই গাড়ি বিগড়ে যাচ্ছে।' আরেক টোটোচালক রাজিবুল ইসলাম বলেন, 'দেওগাঁওয়ের চেয়েও খয়েরবাড়িতে রাস্তা আরও বেশি বেহাল। কিন্তু মেরামতের কোনও প্রশাসনিক উদ্যোগ নেই।'

বেহাল রাঙ্গালিবাজনা-পাঁচমাইল রোড।

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনাও ঘটছে। ১৫ অক্টোবর দেওগাঁওয়ের কার্জিপাড়ায় টোটো উলটে আহত হন কাজিপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধা কাজি মাসুমা খানম। জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য দীপনারায়ণ সিনহা বলেন, 'এখনই কোনও ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। জেলা পরিষদের অর্থবরাদ্দের নির্দিষ্ট সীমা থাকে। তাই, এনিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দ্বারস্থ হব।'

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, ছেকামারি, রাঙ্গালিবাজনা, ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের লক্ষাধিক মানুষের ভরসা ওই রাস্তাটি। ২০১৭ সালে পুনর্নির্মাণে টাকা বরাদ্দ হয়। পুনর্নির্মাণের সময় কাজ ও নির্মাণসামগ্রীর মান নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছিল। দেওগাঁওয়ে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা একাধিকবার রাস্তা তৈরি বন্ধ করেছিলেন। আখেরে কোনও লাভ হয়নি। জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মীদের 'মধ্যস্থতায়' ফের কাজ হয়েছে। কাজ শেষের কয়েকদিন পরই পিচ উঠতে শুরু করে। এরপর বছর পাঁচেক রাস্তাট তাপ্পি দিয়েই চলছে।

লাঠি হাতে বুড়িমা-ই বংশীধরপুরের বনদুর্গা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : দেবীর ইচ্ছাতেই মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। তাই বংশীধরপুরের মেয়ে কল্পনা দাস ও তাঁর স্বামী সুজিত দাস দান করলেন বুড়ি মা ও জোড়া হাতি সহ শিবের প্রতিমা। এবছর মকর সংক্রান্তির দিনে এভাবেই শুরু হল ফালাকাটার বংশীধরপুরের বুড়িমার পুজো। বুড়িমা-ই আসলে তাঁদের বনদুর্গা। বহু যুগ আগে বাংলাদেশ সূত্রে এই এলাকায় দেবীর পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছিল। পাশেই জলদাপাড়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। মঙ্গলবার পৌষ-পার্বণের দিনে পুজোয় শামিল হলেন হাজার হাজার মানুষ।

দেবীর পরনে সাদা শাড়ি। মাথায় পাকা চুল। বাহন হাতের লাঠি। বাংলাদেশে এই পুজোর প্রচলন হলেও গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে বংশীধরপুরকে রক্ষা করছেন বুড়িমা। জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় বুনোদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে দেবীর শরণাপন্ন হন গ্রামবাসীরা। প্রায় ৫০ বছর আগে স্থানীয় শিবনাথ ভৌমিক স্বপ্নাদেশ পেয়ে এলাকায় বুড়িমার পুজো শুরু করেছিলেন। স্থানীয়দের কথায়, অধুনা বাংলাদেশ থেকে আসা বংশীধরপুরের বাসিন্দাদের একাংশ নাকি সেদেশেও দেবীর পুজো করতেন। এখন প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিনে ওই এলাকায় ধুমধাম করে পুজো চলে।

সারা বছর গাছতলায় থাকে বুড়িমা ও মহাকাল বাবার প্রতিমা।

> জলদাপাড়ার অরণ্য থেকে আগে দিনেই হাতির দল এলাকায় হানা দিত। তাই বুড়িমার সঙ্গে জোড়া হাতির মূর্তি ও শিবপুজোরও প্রচলন শুরু হয়েছিল। তাই বুড়িমা-ই আমাদের রক্ষা করেন।
>
> **পরাণ সরকার**
> *পুজো কমিটির প্রতিনিধি*

এদিন সকাল থেকে স্থানীয় পুরোহিত শেখর আচার্য পুজো শুরু করেন। মহাকালবাবার পুজোর পর বিকেল পর্যন্ত চলে বুড়িমায়ের পুজো। মূল দায়িত্বে থাকেন এলাকার প্রবীণরা। মণীন্দ্র সরকার, বীরেন্দ্র সরকার, গোবিন্দ বৈদ্যের মতো বয়স্করা এদিন উপোস করে পুজোর কাজকর্ম করেন। বট, পাকুড় ও বেল গাছের তলাতে পুজো হয়। সম্প্রতি বংশীধরপুরে বুনো হাতির হামলায় জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। তাই এদিন বুড়িমা ও মহাকালবাবার কাছে এলাকাকে রক্ষার প্রার্থনা করেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা জানান, শুভ দিন বলেই পৌষ সংক্রান্তিতে এলাকায় পুজো হয়ে আসছে। যদিও এর সঙ্গে বাঙালির পিঠেপুলি উৎসবের কোনও সম্পর্ক নেই। পুজো কমিটির প্রতিনিধি স্থানীয় বাসিন্দা পরান সরকার বলেন, 'পাশের জলদাপাড়ার অরণ্য থেকে আগে দিনেই হাতির দল এলাকায় হানা দিত। তাই বুড়িমায়ের সঙ্গে জোড়া হাতির মূর্তি ও শিবপুজোরও প্রচলন শুরু হয়েছিল। তাই বুড়িমা-ই আমাদের রক্ষা করেন।' একই মত গোপাল সরকারেরও। তিনি বলেন, 'বুড়িমা-ই আমাদের কাছে বনদুর্গা। হাতির হানা তো লেগেই থাকে। দেবীর কাছে ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়ার প্রার্থনাই করা হয়।'

এলাকার প্রায় হাজার পাঁচেক বাসিন্দা এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। দেবীর কাছে বলা নিজের ইচ্ছে পূরণ হলে পায়রা বা ছাগল বুড়িমায়ের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ পুজোয় বলিপ্রথা নেই। এলাকাবাসীর যে কারও বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো শুভ অনুষ্ঠান হলে প্রথমে বুড়িমার পুজো করেন তাঁরা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসে বুড়ির মেলা। এখন বন্ধ হলেও আগে দৌড়, লম্ফন সহ ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছিল মেলার মূল আকর্ষণ। পুজো ও মেলা দেখতে অনেক মানুষের সমাগম হয়। কোচবিহারের কুশিয়ারবাড়ি থেকে মেলায় খেলনার দোকান নিয়ে আসা কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'প্রতি বছর এই একদিনের মেলায় আসি। ভালোই বিক্রি হয়।'

বুড়িমা ও মহাকালবাবার পুজো। মঙ্গলবার বংশীধরপুরে।

জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি মনোজের

২০১৭ সালে আরএসপি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মনোজকুমার ওরাওঁ। বর্তমানে তিনি কুমারগ্রামের বিধায়ক। দল বদলের তকমা গায়ে নিয়েও এই শিক্ষক নেতার জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস সহ উন্নয়নমূলক নানা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

দলবদলু নেতা

বারবিশা, ১৪ জানুয়ারি : কালচিনির প্রাক্তন বিধায়ক এবং আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ মনোহর তিরকির সান্নিধ্যে ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতিতে হাতেখড়ি মনোজের। আরএসপি'র যুব সংগঠনের দায়িত্ব সামলেছেন। রাজ্যজুড়ে ঘাসফুলের বাড়বাড়ন্তেও আরএসপি'র টিকিটে কুমারগ্রাম বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে ২১ মাসের জন্য বিধায়ক হন। জয়-পরাজয়ের মুখ দেখেছেন। ২০১৪ সালের উপনির্বাচনে জয়ের মুখ দেখলেও ২০১৬ সালে আরএসপি'র টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে পরাজিত হন। ২০১৭ সালে আরএসপি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। টানা চার বছর বিভিন্ন পদে সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফুল চিহ্নে লড়ার সুযোগ পান। ১১ হাজার ভোটে জয়ী হন।

আরএসপি বিধায়ক থাকাকালীন দলের যুব সংগঠন আরওয়াইএফ-এর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতির পদ সামলেছেন। উপনির্বাচনে জিতে নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নে বিধায়ক তহবিলের প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছেন। কামাখ্যাগুড়ি ও বারবিশা চৌপথিতে হাইমাস্ট, মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্মশানঘাটের পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রত্যন্ত ও দুর্গম শিলটং বনবস্তি ও কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সিসি রোড নির্মাণ, ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রাচীর নির্মাণ, কামাখ্যাগুড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের এটিএম সহ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেই কমবেশি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন মনোজ।

২০২১ সালে জিতে পাঁচ বছরের জন্য বিধায়ক হয়েছেন।

বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ।

শপথ গ্রহণের পর প্রায় সাড়ে তিন বছরে এলাকার উন্নয়নে বিধানসভায় গঠনমূলক বিরোধিতা করেছেন। ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৪ টাকা উন্নয়নের কাজে খরচ করেছেন। বিধায়ক তহবিলের ৩৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। সোলার লাইট, হাসপাতাল গেট, হাইমাস্ট সোলার লাইট, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, কালভার্ট সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণে উপকৃত হয়েছেন বাসিন্দারা। এছাড়া এলাকার নানা সমস্যা নিয়ে দুশোর বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে বিধানসভার অধিবেশনে 'কলিং অ্যাটেনশন' এবং 'মেনশন' দিয়েছেন।

আস্থা জাগিয়েছেন

- ইতিমধ্যে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৪ টাকা উন্নয়নের কাজে খরচ করেছেন
- বিধায়ক তহবিলের ৩৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ চলছে
- জনসংযোগে খামতি নেই মনোজের
- জনস্বার্থ রক্ষায় বিধানসভার অধিবেশনেও সরব তিনি
- যে কারণে সাধারণ মানুষের আশাভরসার মুখ হয়ে উঠছেন এই দলবদলু নেতা

এসবের পাশাপাশি জনসংযোগেও খামতি নেই মনোজের। ডাক পেলেই দলীয় কর্মী থেকে শুরু করে বাসিন্দাদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন। সে দুর্গম এলাকাই হোক বা প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ। মনোজের পাশের পাড়ার এক ব্যক্তি বলেন, 'ওঁকে দীর্ঘদিন দিন ধরেই দেখছি। ওঁকে ভিআইপি বলে মনেই হয় না। প্রচণ্ড মিশুকে। সবাইকেই সময় দেন। এলাকার সার্বিক উন্নয়নে মনোজের মতোই স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক দরকার।'

বিষয়টি নিয়ে মনোজের বক্তব্য, 'বর্তমানে বাম দলগুলির যা পরিস্থিতি, তাতে তৃণমূলেরই সুবিধে হচ্ছে। নানা দুর্নীতিতে ডুবে থাকা তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে সবাইকে একত্রিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বিজেপি শ্রেষ্ঠ বিকল্প। এই ভাবনা থেকেই আমার দল বদল। বিজেপিতে আরও আগে আসতে পারলে মানুষের জন্য আরও কিছু করতে পারতাম।'

পাড়বাঁধের দাবি বঞ্চুকামারিতে

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : গরম নদীর ভাঙনের জেরে প্রায় ৬০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এখনই এই অবস্থা, বর্ষার সময় এলে জমির অস্তিত্বটুকু থাকবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছে বঞ্চুকামারিবাসীর।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের অন্তর্গত বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/১১৬ নম্বর বুথে ভাঙন যেন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। নদীর পাড়বাঁধের ব্যবস্থা না করা হলে বাড়ি এবং চাষাবাদের জমি সবই নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার সেই এলাকায় গিয়ে দেখা যায় নদীর পাড় ভেঙে বিপজ্জনক অবস্থা। সেখানেই বাড়ি মঙ্গল ওরাওঁয়ের। এটা আবার সরকার থেকে পাওয়া ঘর। একমাত্র সম্বল সেই বাড়ির মাত্র দশ থেকে পনেরো ফুট দূরেই নদী। মঙ্গল বলেন, 'সামনের বর্ষাতেই হয়তো সব হারাতে হবে।' এসব ভেবে আর চোখের জল আটকাতে পারলেন না তিনি। ছলছল চোখে বললেন, 'বর্ষার দিনগুলিতে আতঙ্কে দিন কাটে আমাদের। বর্ষা এলেই গৃহবন্দি হই আমরা। একটু জল নামলে সপ্তাহখানেকের জন্য বাজার করে নিয়ে আসতে হয়। জলে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আর চাষাবাদের প্রশ্নই ওঠে না। দ্রুত নদীর পাড়বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা না হলে আগামী বর্ষায় জানি না কী করব।'

সেই এলাকারই আরেক বাসিন্দা লোচন কুজুরের কথায়, 'ইতিমধ্যে ৬০ থেকে ৭০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। নতুন করে সব শুরু করতে হবে। কিন্তু তার আগে পাড়বাঁধ না দিলেও সবকিছু হারাতে হবে আমাদের। বর্ষার সময় আমাদের করার আর কিছু থাকে না।'

তাঁর অভিযোগ, 'নদীর বাঁধ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কাছে অনেকবার আবেদন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একটি অংশে পুরোনো বাঁধের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে, যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে দ্রুত নদীর পাড়ের বাঁধের ব্যবস্থা করা হলে আমরা এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাব।'

অন্যদিকে, ১২/১১৬ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা যশোমতী ওরাওঁ বললেন, 'এলাকাবাসীর রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। পাড় এলাকায় প্রায় ৪০টি বাড়ি ভাঙনের কবলে। তাছাড়া গোটা এলাকায় বর্ষার সময় বাড়িগুলিতে জল ঢুকে যায়। প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে দিন কাটান তাঁরা। এই কারণে কার্যত বাড়িতে বন্দি হয়েই থাকতে হয় তাঁদের।'

এই বিষয়ে সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমরেশকুমার সিংয়ের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করা হবে। তারপর জরুরি পদক্ষেপ করা হবে।'

গরম নদীর ভাঙনে প্রায় ৬০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- নদীর পাড় এলাকার বাড়িগুলি ভাঙনের কবলে পড়ার আশঙ্কা
- চাষাবাদের জমি, ঘরবাড়ি সমস্তই নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা
- বর্ষাকালে জল ঢুকে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয় এলাকাবাসীর
- পাড়বাঁধ না হলে হয়তো সবকিছুই হারাতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী

চলো ঘুরে আসি।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন গোপাল বৈদ্য।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রেলের উচ্ছেদ নোটিশ

ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় জবরদখলকারীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : বিভিন্ন জায়গায় রেলের জমিতে অবৈধ পাকা নির্মাণ গড়ে উঠছে। যা রেলের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেজন্য মাঝে মাঝে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠাচ্ছে রেল। আলিপুরদুয়ার জংশন সহ বিভিন্ন জায়গায় গত দু'মাসে বেশ কয়েকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই ব্যবসায়ীরা উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও ময়নাগুড়িতে রেলের জায়গায় জবরদখল উচ্ছেদে জোর লাগাচ্ছে রেল। আর তা দেখেই ভীত স্থানীয়রা।

চলতি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ধাপে ধাপে নোটিশ দেওয়ার কাজ চলছে। এমনকি মঙ্গলবারও একাংশ বাসিন্দাকে নোটিশ দেওয়া হয়। এর আগে নোটিশ পেয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরও দ্বিতীয় নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে এক মাসের মধ্যে রেলের জায়গা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। নর্থ পয়েন্ট এলাকার দোকানদার শুভ মণ্ডল, অজিত দাস, দেবব্রত দেবনাথ, নবকুমার মুখোপাধ্যায়দের বক্তব্য, আসানসোল, চিত্তরঞ্জনপল্লি, ময়নাগুড়ির মতো জায়গাতে সম্প্রতি রেলের উচ্ছেদ অভিযান চলছে। এখানেও রেল কর্তৃপক্ষ তেমটাই করতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রেলের জমিতে তাঁদের ব্যবসা ও বসতি। এখন কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। সংশ্লিষ্ট বাসিন্দারা জানালেন, ইতিপূর্বে কয়েকবার একই রকম নোটিশ পেয়েছেন।

এদিকে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ করে রেলের ইয়ার্ড তৈরি ও সোলার প্যানেলের কাজের জন্য রেলের জায়গার প্রয়োজন। তাই রেলের এই বসতি উচ্ছেদ নোটিশ। পরপর দুটি নোটিশ পাঠানো হয়। তারপরও কেউ জমি খালি না করলে আইনের পথে যাওয়া হতে পারে। আদালতে এ বিষয়ে তথ্যও পেশ করা হবে। আদালতের নির্দেশ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলেই খবর। তবে তার আগে নোটিশের মাধ্যমে বাসিন্দাদের বিষয়টি অবগত করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। রেল নোটিশ পাঠালেও এখনই জোর করে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার সৌরভ দত্ত বলেন, উচ্ছেদের বিষয়টি আইন মেনেই করা হবে।

সম্প্রতি অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পের কাজ চলছে। সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গার দরকার। এদিকে রেলের জায়গা দখল হয়ে থাকায় সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে কংক্রিটের আবাসন গড়ে ওঠায় সমস্যা আরও বেড়েছে। আলিপুরদুয়ার শহর সহ জংশনের বিভিন্ন এলাকায় রেলের জমির ওপর কংক্রিটের আবাসন ও দোকানপাট চিন্তা বাড়াচ্ছে। যেগুলি উচ্ছেদ করা সহজ হবে না।

আলিপুরদুয়ার বড়বাজার সংলগ্ন রেলগেট এলাকায় একাধিক তিনতলা অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। সেখানে রাস্তা সম্প্রসারণ বা রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়াও ডাবললাইন তৈরি করার ক্ষেত্রেও জায়গার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই রেলের জায়গায় কত বসতি রয়েছে, কারা কারা রয়েছেন সেসব চিহ্নিত করে তাঁদের কংক্রিটের আবাসন তৈরিতে বিরত রাখার জন্যই এই নোটিশ বলে মনে করা হচ্ছে।

নর্থ পয়েন্ট এলাকায় জবরদখলকারীরা রেলের নোটিশে চিন্তায়। - সংবাদচিত্র

চিন্তার বিষয়

- বড়বাজার সংলগ্ন রেলগেট এলাকায় একাধিক তিনতলা অট্টালিকা তৈরি হয়েছে
- সেখানে রাস্তা সম্প্রসারণ বা রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে
- এছাড়াও ডাবললাইন তৈরি করার ক্ষেত্রেও জায়গার সমস্যা দেখা দিতে পারে

পাগলাবাবার মেলায় ভিড়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : কয়েক হাজার পুণ্যার্থীর ভিড়ে মঙ্গলবার কেশাপাগলেরমেলা অনুষ্ঠিত হল ফালাকাটায়। এদিন ঐতিহ্যবাহী কেশাপাগলেরমেলায় অসম, ত্রিপুরা থেকেও ভক্তরা এসেছিলেন। সারাদিনভর চলে পাগলাবাবার আরাধনা, প্রসাদ খাওয়া। মেলাকে কেন্দ্র করে ফালাকাটার সুভাষপল্লি রেলগেট এলাকা এদিন বেশ জমজমাট ছিল।

পাগলাবাবার ধাম কমিটির প্রধান সেবিকা রাজবালা গোস্বামী বলেন, 'বাংলাদেশের কেশাপাগলের শিষ্য আমরা। দেশভাগের পর আমরা এখানে চলে এলেও পূজার্চনা এখনও ধরে রেখেছি। এবারও আমাদের এখানে বিভিন্ন জায়গার কয়েক হাজার ভক্ত এসেছিলেন। জগতের মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্যেই আমরা কেশাপাগলের আরাধনা করি।'

ফালাকাটা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রতন সরকার বলেন, 'ফালাকাটার পাগলাবাবার ধামের পূজার্চনা এবার ২১ বছরে পড়ল। পৌষ সংক্রান্তির দিনই মূলত এখানে মেলার আয়োজন করা হয়। কোনও ধামকে কেন্দ্র করে সম্প্রতির এমন ছবি জেলায় দেখা যায় না।'

ফালাকাটা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি রেলগেট এলাকায় আছে কেশাপাগলের মন্দির। জানা গিয়েছে, আজ থেকে ২১ বছর আগে এখানে মন্দির তৈরি করা হয়। প্রধান সেবিকার দায়িত্বে আছেন রাজবালা গোস্বামী। এছাড়াও এলাকার সৌগত সাহা, হরলাল সাহা রায়, বাবলু দাস প্রমুখ ভক্তরাও পাগলাবাবার ধাম কমিটির সঙ্গে জড়িত। মঙ্গলবার এখানে একেবারে সূর্য ওঠার আগে থেকেই পাগলাবাবার পুজো শুরু হয়। একটু সকাল হতেই দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদের ঢল নামে মন্দিরে। এমনকি অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও এদিন ভক্তরা সুভাষপল্লির রেলগেট এলাকার মন্দিরে এসেছিলেন। একদিকে চলে পুজো, আরেকদিকে চলে কয়েক হাজার ভক্তকে প্রসাদ খাওয়ানো।

ডুয়ার্স দিবস পালন

আলিপুরদুয়ার ও হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : জেলার একাধিক জায়গায় সাড়ম্বড়ে পালিত হল ১৪তম ডুয়ার্স দিবস। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের উদয়ন বিতানের গুরুকুল যোগ সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছোটদের যোগাসন, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি সন্দীপ বর্মা, শিক্ষারত্ন প্রবীর দত্ত প্রমুখ। উদ্যোক্তারা জানান, ডুয়ার্স দিবসের মূল উদ্দেশ্য ডুয়ার্সের ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। বক্তব্যে সুমন ভারত-ভুটান সীমান্তে একটি নদী কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

এদিন হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীবাড়ি ময়দানেও ডুয়ার্স ধরোহার ও সংস্কৃতি সুরক্ষা সদনের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হয় ডুয়ার্স দিবস। এবছর প্রথম ডুয়ার্স দিবস পালনের জন্য পৃথক কালচিনি ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কয়েকটি সামাজিক সংগঠন একত্রিত হয়ে নতুন মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শোভাযাত্রা বের করা হয়। টোটো, রাভা, গারো, আদিবাসী সহ সাতটি জনজাতির শিল্পীরা লোকসংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে কালচিনি ব্লকের ১১টি সংঘ ও ১টি মহাসংঘের অধীনে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তিনশোর বেশি মহিলাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সাতদিন ধরে ডুয়ার্স দিবস পালন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক ধনীরাম টোটো।

তিনটি দুর্ঘটনায় আহত ৪

বীরপাড়া, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বীরপাড়া থানা এলাকায় তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বীরপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডের রামঝোরা চা বাগানের কাছে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন তুলসীপাড়া চা বাগানের লালু ওরাওঁ এবং গ্যারগান্ডা চা বাগানের রাজা ওরাওঁ নামে দুই তরুণ। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় মোটরবাইকটি রাস্তায় পড়ে যায়। দুজনকেই বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদিকে, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ডিমডিমা হাটখোলায় বাসের ধাক্কায় আহত হন ওই চা বাগানের বাসিন্দা জনসন হেমব্রম নামে এক তরুণ। তিনিও বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাসটি আটক করেছে পুলিশ। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওই হাইওয়েতেই ডিমডিমা সেতুর কাছে পেছন থেকে ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন এক স্কুটারচালক। চালক সামান্য আঘাত পেলেও স্কুটারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দৃষ্টিহীন হয়েও ঘর মেলেনি

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৪ জানুয়ারি : সরকারি আবাসন নিয়ে যেন অভিযোগের শেষ নেই। অনেক এলাকাতেই দেখা যাচ্ছে প্রকৃত গরিব অসহায়রাই সরকারি আবাসন থেকে বঞ্চিত। যেমন শালকুমারহাটের বীণা বসাক দৃষ্টিহীন। বাবা-মা অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। এক বোনের বিয়ে হয়েছে। ৩৮ বছর বয়সি বীণা একাই একটি ভাঙাচোরা ঘরে থাকেন। প্রতিবেশীরা সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। সবাই আশায় ছিলেন যে, এবার হয়তো বীণা ঘর পাবেন। কিন্তু তালিকায় বীণার নাম নেই। তাই মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে বীণা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেন নিজের সমস্যার কথা জানালেন। যদিও স্থানীয় প্রশাসন বলছে, আগামীতে সমীক্ষা হলে বীণা অবশ্যই ঘর পাবেন।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শালকুমারহাট বাজারের পাশেই বীণার বাড়ি। তবে বাড়ি বলতে শুধু একটি টিনের চালা দেওয়া ভাঙাচোরা ঘর। প্রতিবেশীরা জানালেন, তাঁর বাবা অনেক আগেই মারা যান। আট বছর আগে মা-ও প্রয়াত হন। বাবা-মা অবশ্য স্বাভাবিক ছিলেন। বীণার এক বোনও স্বাভাবিক। সেই বোনের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বীণার বিয়ে হয়নি। বছরের পর বছর ধরে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় বীণা একাই থাকেন। এমন একজন অসহায় বিশেষভাবে সক্ষম সরকারি আবাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। তাই স্থানীয়দের পরামর্শেই বীণা ঘর থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে জানান।

অভিযোগ জানাবার পর বীণা বলেন, 'প্রতি মাসের ভাতার টাকা ও র‍্যাশন দিয়েই আমার একার সংসার চলে যায়। আর অন্য কোনও উপার্জন নেই। ভেবেছিলাম, এবার সরকারি ঘর পাব। শান্তিতে থাকতে পারব। কিন্তু সেটাও আর হল না। ঘরের তালিকায় নাকি আমার নামই নেই। তাই বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে সব জানালাম।'

এমন একজন অসহায় ঘর থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দা পরিতোষ রায় বলেন, 'এমন একজন সরকারি আবাস থেকে বঞ্চিত হলেন। এটা জেনে খুবই খারাপ লাগছে। আমরা তো ভেবেছিলাম ঘরের তালিকায় বীণার নামই প্রথম দিকে থাকবে।'

দৃষ্টিহীন বীণা বসাক। শালকুমারহাটের ভাঙাচোরা বাড়িতে।

যদিও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা বলেন, 'এই আবাসনের সমীক্ষা ২০১৮ সালে হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে উপভোক্তাদের নামের তালিকা হয়। কিন্তু তখন আমরা দায়িত্বে ছিলাম না। তবে বীণা বসাকের মতো অসহায়রা যাতে ঘর পান সেটা আমরাও চাই। এজন্য প্রত্যেক বুথের পঞ্চায়েত সদস্যদের এরকম বঞ্চিত গরিবদের নামের তালিকা জমা দিতে বলেছি। আগামীতে ফের সমীক্ষা হলে যাতে তাঁরা অগ্রাধিকার পান, সেই চেষ্টা করব।'

হাতি নিয়ে সচেতন করতে ভরসা নাটক

সমীর দাস

কালচিনি, ১৪ জানুয়ারি : সম্প্রতি হাতি-মানুষের সংঘাত অনেকটাই বেড়েছে চা বাগান ও বনবস্তি অধ্যুষিত কালচিনি ব্লকে। হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে এক বনকর্মী ও এক পুলিশকর্মীর। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) উদ্যোগে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে ও বনবস্তিতে নাটক ও গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। এই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মেচপাড়া, চুয়াপাড়া, রাধারানি চা বাগানের শ্রমিক লাইনে ও পানা বনবস্তিতে নেপালি ভাষায় নাটক ও গানের মাধ্যমে শ্রমিক ও বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কালচিনি ব্লকের লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। লোকশিল্পী পুষ্পল ভুজেলের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠান হয়।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে জানিয়েছেন, বুধবার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান, ভাটপাড়া চা বাগান সহ রায়মাটাং বনবস্তি ও বিজয়পুর বস্তিতে একইভাবে বাসিন্দাদের সচেতন করা হবে। তিনি বলেন, 'হাতি জঙ্গল থেকে জনবসতির কাছে চলে এলে যাতে সাধারণ মানুষ তাকে না তাড়িয়ে সোজা বন দপ্তরে খবর দেন, সে বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়াও কোনও চা বাগানের সেকশনে চিতাবাঘ এলেও বন দপ্তরে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মূলত যে কোনও বন্যপ্রাণী লোকালয়ে বের হয়ে এলে যাতে দ্রুত বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয় সেই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে। কোনও এলাকায় বন্যপ্রাণী হঠাৎ করে ঢুকে পড়লে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।'

গত ১২ ডিসেম্বর থেকে প্রায় এক মাসে কালচিনি ব্লকেই মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতি ও বাইসনের হামলায়। তার মধ্যে অবশ্য ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল ছাড়াও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের জঙ্গলের ভেতরে। এতে উদ্বেগ বেড়েছে বন দপ্তরে। গত শনিবার মধ্যরাতে দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে পুলিশকর্মী সিন্টু টিগ্গার মৃত্যু হয় হাতি তাড়াতে গিয়ে। আবার ২ জানুয়ারি কালচিনি চা বাগানে হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বনকর্মী মদনকুমার দেওয়ানের। এত কম ব্যবধানে বন্যপ্রাণীর হামলায় কালচিনি ব্লকে এতজনের মৃত্যু এই প্রথম। এতে বন দপ্তরের পাশাপাশি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যাতে কোনওভাবেই সাধারণ মানুষ না ঢোকেন, সেই বিষয়েও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে সচেতনতা প্রচার চলছে। -সংবাদচিত্র

পরপর মৃত্যু

- ১২ ডিসেম্বর থেকে প্রায় এক মাসে কালচিনি ব্লকেই মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতি ও বাইসনের হামলায়
- এর মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে
- গত শনিবার মধ্যরাতে দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামে পুলিশকর্মী সিন্টু টিগ্গার মৃত্যু হয় হাতি তাড়াতে গিয়ে
- ২ জানুয়ারি কালচিনি চা বাগানে হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বনকর্মী মদনকুমার দেওয়ানের

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৭ সংখ্যা, বুধবার, ১ মাঘ ১৪৩১

বেসুরের ভবিতব্য

বড়ই সাধের নামকরণ করা হয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স।' সংক্ষেপে 'ইন্ডিয়া।' ভাবটা যেন বেঁধে বেঁধে চলা, ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিচ্ছবিই হল বিরোধী জোট। ২৬টি দলের একজোট হওয়া সত্যিই ভয় জাগিয়েছিল শাসক শিবিরে। রাতারাতি ইন্ডিয়া'র বদলে দেশটাকে ভারত নামে পরিচিত করাতে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছিল যেন। কেন্দ্রীয় সরকারি স্তরে। বিজেপির উদ্যোগেও। তাদের সেই মরিয়া ভাব ফিকে হয়েছে অনেকদিন।

'ইন্ডিয়া'র বাঁধনও আলগা যে। বেঁধে বেঁধে চলার বদলে খান খান হয়ে ভেঙে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রতি মুহূর্তে। গত কয়েকদিনে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব ছাড়া আর কারও মুখে 'ইন্ডিয়া'র জয়গান শোনা যায়নি। বরং বিভেদের সুর বেশি বাজছে। দেশের একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে কার্যত জোট ভেঙে দেওয়ার সওয়াল শোনা গেল ওমর আবদুল্লার মুখে। যাতে যোগ্য সংগত করলেন তেজস্বী যাদব। লালু-পুত্রের কথায়, জোটটা হয়েছিল শুধু লোকসভা নির্বাচনের জন্য।

সেই ভোট শেষ। অতঃপর জোটও অকেজো। বরং ফারুক-পুত্র ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর তাও জোট রাখতে হলে এখনও বেঁধে বেঁধে চলার পক্ষপাতী। সমস্যাটির সূত্রপাত দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও আপ-এর পৃথকভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর একটি বৈঠকও না হওয়া জোটের জন্য যে ভালো সংকেত নয়, তাও স্পষ্ট করে বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে আরও কিছু বেসুর শোনা গিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরে। মহারাষ্ট্রে 'ইন্ডিয়া' ছাড়াও মহা বিকাশ আঘারি নামে আরও একটি জোট আছে। যাতে শামিল কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ও উদ্ধবপন্থী শিবসেনা আছে। এরা সবাই আবার 'ইন্ডিয়া'র শরিক। কিন্তু মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে চরম বিপর্যয়ের পর ঐক্যের বাঁধনটাকে ফসকা গেরো মনে হচ্ছে। শারদ পাওয়ারের মুখে মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কিছু প্রশংসা শোনা গিয়েছে।

উদ্ধবের দল আবার অন্তত পুর নির্বাচনে একা লড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কংগ্রেসও পালটা বলতে শুরু করেছে, তাদের দলটা এনজিও নয় যে, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জোট রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে ওমরের মুখে খোদ নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' প্রবাদের মর্মবস্তুকে উসকে দিয়েছে। 'দিল' (হৃদয়) ও দিল্লির দূরত্ব প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরে কমিয়ে এনেছেন বলে ওমরের মন্তব্য কার্যত বিরোধী জোটের শরিকদের সবসময়ের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কংগ্রেস সহ অনেক বিরোধী দলই মোদির 'জুমলা'র কথা বলে থাকে। যার মোদ্দা কথা হল, প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখেন না। ওমর কিন্তু উলটো পথে হেঁটে জোটের কিছু শরিকের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিলেন। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে ক্রমাগত দূরত্ব বাড়িয়ে গিয়েছে তৃণমূল। জোট নিয়ে অনেকটা ম্রিয়মাণ 'ইন্ডিয়া' গঠনের অন্যতম কান্ডারি লালুপ্রসাদ যাদব।

এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে কিংবা সিপিএম সহ বাম দলগুলির কাছে জোট থাকা না থাকার তেমন ফারাক নেই। ডিএমকে নিজের তাকতে তামিলনাড়ুর শাসক। সিপিএম সাকুল্যে টিকে কেরলে। তাও আসন্ন নির্বাচনে থাকবে, এমন সম্ভাবনা কম। জোট নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর। হেমন্ত সোরেন নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সুরক্ষায় কংগ্রেসের হাত ধরে আছেন শুধু। সর্বভারতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া'র অস্তিত্ব থাকল কী গেল, তাতে শিবু সোরেনের পুত্রের কিছু যায় আসে না।

'ইন্ডিয়া'র কফিনে আরও একটা বড় পেরেক পুঁতে দিলেন রাহুল গান্ধি। ভিয়েতনামের ব্যক্তিগত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরেই দিল্লিতে নির্বাচনি জনসভায় মিথ্যাবাদী অভিযোগে তিনি একই বন্ধনীতে মোদি ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ফেলে বিষোদ্গার করেছেন। ফলে 'ইন্ডিয়া' ঐক্যবদ্ধ আছে বলে অখিলেশের মন্তব্য যেন পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে। শরিকদের গলায় এত বেসুর নিয়ে কোনও জোটের পথ চলা অসম্ভব বৈকি। 'ইন্ডিয়া'র ভবিতব্য তাই স্পষ্ট।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

আলোচিত

ইন্ডিয়া জোট ভাঙার প্রশ্ন আসছে কী করে? আমাদের বৈঠকে কখনও রাজ্য বা স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের কথা ওঠেনি। ইন্ডিয়া জোট শুধু জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে কাজ করবে বলে ঠিক হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনেও কী পরিস্থিতি হবে, সেটা ঠিক হবে ৮-১০ দিনের মধ্যে।

-শারদ পাওয়ার

ভাইরাল

সম্ভবত রাস্তাটা ডুয়ার্সেরই। এক তরুণ বড় রাস্তার মধ্যে হাতি আসছে দেখেও সরে যাননি। বরং হাতির সঙ্গে মজা করছিলেন নানা ভঙ্গি করে। হাতি ব্যাপারটা ঠিকভাবে নেয়নি। সে তাড়া করে। পালান তরুণ। অনেকেই তাঁর কাজকে কড়া সমালোচনা করেছেন।

আজ

১৯৩৮

কিংবদন্তি চুনী গোস্বামী আজকের দিনে জন্মেছিলেন।

২০০৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট পরিচালক তপন সিংহ।

সোজা-সাপটা

সাপুড়েদের ভেক নিয়ে অনেকে বাড়িতে এসে বলে, ঘরে সাপ আছে। তারা বলে সাপটি বের করে দেব, কিছু চাই না শুধু সাপটা আমাদের দিতে হবে। এটা আসলে হাতসাফাই এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট।

ম্যাজিককে আশ্রয় করে ঠকিয়ে ব্যবসা অনুচিত

পি সি সরকার

মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক ঈশ্বর অথবা শয়তান—এসব নিয়ে ওঝা, পুরোহিত, কাপালিকের ক্রিয়াকলাপ, যা সেকালে চলত বলে প্রমাণিত, তাকে আমি বলি 'যাদু'। আর একালে একজন ম্যাজিশিয়ান যখন সেদিনের জাদুকরের অভিনয় করেন, সেটা হল জাদু। ম্যাজিশিয়ানের কোনও অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তিনি 'জাদুকরে'র মতো অভিনয় করেন। তার সব কাজই বিজ্ঞানভিত্তিক। মনস্তত্ত্ব, যান্ত্রিক কৌশল এবং অভিনয় নৈপুণ্য সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে, জাদু-ময় এক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের মনোরঞ্জন করাই তার উদ্দেশ্য। সেযুগের 'যাদু'র উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এ যুগের জাদু এখানে স্রেফ বিনোদন। মানুষকে নিষ্পাপ আনন্দ দেওয়াই তার কাজ। একসময় যাদুটোনা ইত্যাদির দারুণ মাহাত্ম্য ছিল। ছিল সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব। সেদিন মানুষ প্রকৃতির রহস্য জানত না, তাই প্রাকৃতিক ঘটনার সবকিছু দেখেই ক্রমাগত বিস্মিত হত। ক্রমশ আবিষ্কার তাকে একইসঙ্গে জ্ঞানী এবং ম্যাজিশিয়ান বানাল। প্রকৃতির কিছু রহস্য কেউ একজন জেনে ফেললেই চারপাশের মানুষ তাকে বিস্ময়ের চোখে দেখত। 'জ্ঞানী' এবং 'যাদু-ওস্তাদ' তখন সমার্থক ছিল। পাশ্চাত্যে যাদুকরদের বলা হত 'উইজার্ড'। এই উইজার্ড কথাটা এসেছে 'ওয়াইজ মেনস আর্ট' কথাটা থেকে।

আরও পুরোনো কথায় যাওয়া যাক। ধরা যাক, প্রস্তর যুগের মানুষের কথা। তখন মানুষ লোহা চিনত না। পাথরের টুকরো ছিল তখন তাদের কাছে অস্ত্র। সেই অস্ত্র ছুড়ে তারা শিকার করত। 'অস্ত্র' সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে আনত। ধরা যাক, পাহাড়ের এক অংশে বজ্রপাত হয়েছে। সেখানে ছিল লোহার আকর। বাজ পড়ে ন্যাচারাল আয়রন হয়তো সেখানে চুম্বক হয়ে আছে। তখন মানুষ চুম্বক কাকে বলে জানে না। সেখানে পাথর কুড়োতে গিয়ে লোহার ঢ্যালা তুলতে গিয়ে দেখল, পৃথিবী সেটা দিতে চাইছে না। জোর করে তুলে নিলে হাত ফসকালেই আবার ফিরিয়ে নিচ্ছে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! যেখানে পাথর আটকে যায়, সেটা হয়ে গেল 'দেবস্থান'। যিনি ওই চৌম্বকীয় রহস্যকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন তিনি হয়ে গেলেন 'পূজারি'। সেই পূজারি কয়েকদিন পর যখন বুঝতে পারল সেখানে কোনও অলৌকিক পুরুষের কারসাজি নেই, আকর্ষণটা ওই বিশেষ পাথরের ধর্ম—তখন সেকথা গোপন রেখে নিজেকেই অলৌকিক শক্তিধারী পুরুষ বলে অথবা ঈশ্বর কিংবা শয়তানের এজেন্ট বলে দাবি করে অন্যান্য সবাইকে ভড়কে নিজের আধিপত্য সৃষ্টি করতে লাগল। দাবি করল, ছাগল দাও, মুরগি দাও, খাবার দাও। আমি দেবতা বা অপদেবতার সঙ্গে কমিউনিকেশন করার মন্ত্র জানি, মঙ্গল করে দেব, বিপদ থেকে উদ্ধার করব।

পুরোনো আমলে ইজিপ্টের নাম ছিল 'কেম'। ওখানকার পুরোহিতদের বলা হত 'কেমিয়া'। কেমিয়ারা রাসায়নিক ব্যাখ্যা না জেনেও নানারকম আশ্চর্য রাসায়নিক খেলা দেখাতে পারত। এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে রং বদলে দিত। দেবতাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তারা নানারকম

মঞ্চে পি সি সরকার সিনিয়ার। চলছে তরুণীকে কেটে ফেলার ম্যাজিক।

ট্রিক ব্যবহার করত। ফ্যারাও তাদের তোয়াজ করত। সেখানকার প্রাচীন অনেক মন্দিরের পিছনে ল্যাবরেটরির খোঁজ পাওয়া গেছে। এই 'কেমিয়া' থেকেই 'কেমিস্ট্রি' কথাটা এসেছে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেও অনেক ম্যাজিক আছে। রামায়ণের মারীচের পরিচয় কী, না সে একজন মায়াবী। মায়াবী মারীচ থেকে সোনার হরিণ সবই ম্যাজিক। সীতাহরণের সময় রাবণ রামের গলা নকল করে, লক্ষ্মণকেও বিভ্রান্ত করে দিল, কত বড় ভেন্ট্রিলোকুইস্ট। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হল সামান্য ব্যাধের তিরে। অথচ তার আগে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ বাণ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারল না। পঞ্চবাণের মধ্যে আছে 'বশীকরণ সম্মোহন'—সেও ম্যাজিক। অথর্ববেদ তো ম্যাজিকের ভাণ্ডার। আসলে সেকালের সব ম্যাজিক পেঁয়াজের খোসার মতো ছাড়াতে ছাড়াতে, মানে ক্রমশ অনুসন্ধানে, বিজ্ঞান হয়ে গেছে। আজ যা ভাবছি ম্যাজিক, কাল তা হয়ে যাবে বিজ্ঞান। তবু বিজ্ঞানের এই যুগেও আকর্ষণ কমেনি ম্যাজিকের। মানুষের জ্ঞানের পরিধি এখন বহুদূর বিস্তৃত, পাশাপাশি তার জীবনে জটিলতা, সমস্যাও বেড়ে চলেছে। মানুষ তাই রূঢ় বাস্তব থেকে মাঝে মাঝে মুক্তি চায়। সে চায় অভাবিত কিছু ঘটুক। রূপকথার মতো। সে নিজে যা পায় না, সে চায় সেটা তার জীবনে আসুক। যেমন করে রূপকথার নায়ক-নায়িকারা সব বাধা ভেঙে এগিয়ে যায়। হয়তো সেজন্যই অরণ্যদেবের কমিকস স্ট্রিপ এত জনপ্রিয়। পাঠকের কাছে তার অমোঘ আকর্ষণ।

বিজ্ঞান হল বর্তমান। জাদু, কল্পবিজ্ঞানকে বিশ্বাস করায়। ভবিষ্যৎকে নাগালে এনে দেয়। শিশুরা চায় 'সব পেয়েছির দেশে' যেতে। সব মানুষই শিশু। কঠিন বাস্তব আর সমাজের ঠোক্কর থেকে বাঁচতে বয়স্ক মানুষের খোলস-পরা এক শিশু। তাই ম্যাজিক জনপ্রিয়তা হারায় না। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি ম্যাজিককে আশ্রয় করে সমাজকে ঠকিয়ে বেশ কিছু মানুষ ব্যবসা করতে চায়। আমার অবিরত লড়াই চলছে চলবে এদের বিরুদ্ধে। যেমন সাপুড়েদের ভেক নিয়ে অনেকে বাড়িতে এসে বলে, ঘরে সাপ আছে। গৃহস্থ চমকে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভয় পায়। তারা বলে সাপটি বের করে দেব, কিছু চাই না শুধু সাপটা আমাদের দিতে হবে। ও সাপ ধরে। ভীত, কৃতজ্ঞ গৃহস্থ বকশিশ দেয়। আসলে সাপটা ওদের সঙ্গেই থাকে, ফাঁক খুঁজে প্লেস করে দেয়। হাতসাফাই এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট।

ফিলিপিন্স থেকে একজন হাতুড়ে এসেছিলেন, যিনি অস্ত্র ছাড়াই শল্য চিকিৎসা করতেন। কলকাতারই একজন বড় পুলিশ অফিসারের নাকি পেটে টিউমার হয়েছিল। লোকটি তার পেটে হাত বুলিয়ে টিপে নানা কায়দাকানুন করতেই রক্ত বেরিয়ে এল। তুলোয় সেই রক্ত নিয়ে পাশে ফেলে রেখে সে বলল, আপনি ভালো হয়ে গিয়েছেন। অস্ত্র নেই অথচ রক্ত বেরোল! রোগী বিস্মিত। মানসিকভাবে খানিকটা সুস্থতাও এল। টাকাপয়সাও গেল। তুলোয় মাখানো সেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সেটা সত্যি সত্যিই রক্ত। আসলে কিন্তু রক্ত হলেও তা ওই রোগীর নয়। এটা একটা লোক ঠকাবার পুরোনো কায়দা। হাতুড়ের আঙুলে আলপিন ঢোকানো থাকে, যখন সে রোগীর পেট চটকায়, সেই চাপে রক্তটা বেরিয়ে আসে। তবে হ্যাঁ, দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। ওরা যে সবসময় নিজের আঙুলে পিন ফুটিয়ে নিজের রক্ত মাখিয়ে দেখায় তা নয়। সেটা করে প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে। নইলে নকল খোলস বুড়ো আঙুলের ভেতর স্পঞ্জে করে রক্ত রেখে চিপে চিপে তা বের করে দেখাবার পদ্ধতিও ওরা ব্যবহার করে। বিদেশে একবার নাকি হাতেনাতে ধরাও পড়েছিল। এরকম 'চিকিৎসা' হামেশাই হয়।

আবার উলটো ব্যাপারও হয়। একবার ট্রেনে করে যাচ্ছি। একজন জোয়ান ছেলে পয়সার ম্যাজিক দেখাচ্ছে। একটা একটা করে মুদ্রা থেকে অনেকগুলো মুদ্রার খেলা। সবাই বেশ বড় বড় চোখ করে দেখছে। খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা যখন যাত্রীদের কাছ থেকে আধুলি, সিকি হিসেব করছে তখন এক ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি একটা কয়েন থেকে অতগুলো কয়েন করে দিলে, তোমার আবার টাকার কী দরকার?' ছেলেটা হাসল। হাসির মধ্যে বেদনা যতটা না তার চেয়ে বেশি বাস্তবতা। 'ওটা তো ম্যাজিক। আসলে কি আর আমি কয়েনের জন্ম দিতে পারি? পারি না।' সত্যিই তাই এবং ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যের। ম্যাজিকের মজা বা শিল্পসৃষ্টির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আমাদের বর্তমান সমাজ শিল্প হিসাবে না বুঝে নিজের অজ্ঞতা এবং অন্ধকার অংশ দিয়ে মেপে বাস্তবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

এই যে আমি দিনের পর দিন মঞ্চে তরুণীর পেট কেটে জোড়া লাগাচ্ছি, এটা দেখে কেউ যদি ট্রেনে কাটা পড়া কোনও লাশ এনে আমাকে বলে জোড়া দিতে, আমি কি পারব? পারব না। আমি তো অলৌকিক শক্তিধারী কোনও অতিমানব নই। আমি একজন অভিনেতা, জাদুকরের অভিনয় করি। সেই অভিনয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে নানারকম বিজ্ঞানের জিনিস, মনোবিজ্ঞানের প্রলেপ এবং অভিনয়ের চড়া রং ব্যবহার করি। সব মিলিয়ে যে রেজাল্ট পাই, তা দেখে মানুষ আমার কাজকর্মকে ম্যাজিক বলে ভাবেন। যত বেশি ম্যাজিক বলে ভাবেন, ততই বুঝি আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। একইসঙ্গে আবার বুঝিয়ে বলি যে আমার সবকিছুই অভিনয়। আমি বাস্তব জীবনে এসব করতে পারি না। আমার যা কিছু একটা নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট আলো ও যন্ত্রের শব্দের সাহায্যে। আমাদের এমন মায়া সৃষ্টি করতে হয়, যা দেখলে মনে হয় বাস্তবের কাছাকাছি।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, ম্যাজিকের আসল রহস্যটা কী? এটা কি শুধু ট্রিকস, সম্মোহন নাকি বশীকরণ? নাকি কোনও অলৌকিক শক্তি? আমার মন্তব্যে অনেকেই হয়তো অবাক হতে পারেন, আসলে মঞ্চে, মনোরঞ্জনের আসরে সম্মোহন সম্ভব নয়। সম্মোহন করার জন্য দরকার একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। যা পাবলিক ফাংশনে পাওয়া অসম্ভব। তাই মঞ্চের ম্যাজিকে কোনও সম্মোহন সম্ভব নয়। গণসম্মোহন আবার বেআইনি। কারণ, এটা করার জন্য দরকার হয় এমন একটি গুজবের যা মানুষের মস্তিষ্ক এবং মজ্জাকে অবশ বা বিপথগামী করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। তাদের দিয়ে খুন করানো যায়, লুঠ করানো যায়। স্টেজে এই 'গণসম্মোহন' হয় না। এটা জাদুকরের মনোরঞ্জনের এক্তিয়ারের বাইরে। এটা করে থাকেন ধর্মের পথপ্রদর্শকরা, রাজনৈতিক নেতারা, ড্রাগস ব্যবসায়ীরা এবং যুদ্ধবাজরা। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে গণসম্মোহন হচ্ছে একটা কাব্যিক বা রোমান্টিক অভিব্যক্তি, প্রেমিকের যেমন প্রেমিকার ভালোবাসায়। 'সব খুইয়ে বসা'র মানে ধনসম্পত্তি, জামাকাপড় সব বিসর্জন দিয়ে দেউলিয়া হওয়া নয়, তেমনি জাদুকরের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া বা সম্মোহিত হওয়াও মন্ত্রের বা সম্মোহনের জোরে অবৈজ্ঞানিক কিছু ঘটা বা ঘটানো নয়। ওটা আসলে একটা রস-মাপের অভিব্যক্তি।

জনমত

ধুবড়ি-কলকাতাগামী ট্রেন দ্রুত চালু হোক

উত্তরবঙ্গ থেকে বর্তমানে কলকাতাগামী যে ক'টি ট্রেন চলে তার কোনওটিতেই অন্তত এক মাস আগে টিকিট না কাটলে সংরক্ষিত আসনের টিকিট পাওয়া যায় না। এমনকি কলকাতা থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ফেরার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বাধ্য হয়ে লোকজন বেশি টাকায় তৎকাল বা প্রিমিয়াম তৎকাল কাটছেন। অনেক ক্ষেত্রে বেশি টাকা দিয়েও তৎকাল এসি ২ টিয়ার, ৩ টিয়ার টিকিট পাওয়া যায় না। সম্প্রতি এই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং বাধ্য হয়ে বাসে যেতে হয়েছে।

অপরদিকে, ধুবড়ি-কলকাতাগামী একটি ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের। রেলমন্ত্রককে এ নিয়ে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে খবরও বেরিয়েছে। বর্তমানে ধুবড়ি থেকে নিউ কোচবিহার (ভায়া তুফানগঞ্জ) রেলপথ ওভারহেড ইলেক্ট্রিফায়েড হয়েছে। পরিকাঠামোগতভাবে রেলপথ তৈরি। সকাল অথবা রাতেরবেলা ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার একটি সুপারফাস্ট নতুন ট্রেনের সূচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের রেল আধিকারিক এবং কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদদের সক্রিয় উদ্যোগ কামনা করি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
তুফানগঞ্জ, নিউটাউন।

বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ শুনছেন?

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত বেহালার অর্পণ সমাদ্দারের খোলা চিঠিটা পড়লাম। তিনি খুব ভালোভাবে একটি সমস্যা তুলে ধরেছেন। সত্যিই তো, সঙ্গে ক্যামেরা থাকাটা তো কোনও দোষের নয়। আমরা অনেকেই ছবি তুলতে ভালোবাসি। ক্যামেরাও আছে। দিনকে দিন ক্যামেরার বাড়বাড়ন্ত। প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, নানা জিনিসের আকার কমছে। ক্যামেরারও। আমার দুটি মিররলেস ক্যামেরা রয়েছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এসে অর্পণবাবুর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, একই অভিজ্ঞতা আমারও।

কিছুদিন আগে বেঙ্গল সাফারি পার্কে গিয়েছিলাম পরিবারের সবাইকে নিয়ে। সবার কাছেই মোটামুটি ভালো ধরনের মোবাইল ফোন রয়েছে। আমার কাছেও সেদিন ছিল। সঙ্গে শখের ক্যামেরাটাও নিয়ে গিয়েছিলাম। পার্কে ঢুকতে গিয়েও বিপত্তি। নিরাপত্তারক্ষী সাফ জানিয়ে দিলেন ক্যামেরার জন্য টিকিট না কাটলে সেটি নিয়ে কোনওমতেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অগত্যা, কী আর করা! কড়কড়ে ১০০ টাকা খসিয়ে একটি টিকিট কাটতে হল। সে না হয় ঠিক আছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, সবাই

মোবাইল ফোনে দেদার ছবি তুলছেন, ভিডিও বানাচ্ছেন। তাঁরা কেউ কিন্তু এজন্য আলাদা টিকিট কাটেননি। শুধু ক্যামেরা আছে বলেই আমার কাছে আলাদাভাবে টিকিট কেন নেওয়া হল? এটাই আমার প্রশ্ন।

কীভাবে পরিষেবার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে সবার মতামত নেয়। আমার পরামর্শ, এভাবে ক্যামেরার জন্য টিকিট নেওয়া বন্ধ করুন। এটি পুরোপুরিভাবে অর্থহীন। হয় যাঁরা মোবাইল ফোনে ছবি তুলছেন তাঁদের কাছেও টাকা নিন নইলে ক্যামেরাধারীদেরও রেহাই দিন। সম্ভব হলে আমার টিকিটের (ক্যামেরার) দামটি ফেরত দেবেন।

গিরীশ সেন, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

গাল-কথা

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'প্রিয়াংকার গালের মতো রাস্তা বানাব' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে একটুও রাগ হল না। সেইসঙ্গে 'হেমা মালিনীর গালের মতো রাস্তা' লাইনটিও চোখে পড়ল। যেহেতু বক্তব্য দুটো দেশের গণ্যমান্য দুজন ব্যক্তির তাই আনন্দ হল এটা ভেবে যে, এঁদের হাত ধরেই দেশটা তরতর করে এগিয়ে যাবে। তবুও অনুদার মন বলেই একটা ঝটকা লাগল মগজে। একটা সুন্দর মসৃণ রাস্তার সঙ্গে মহিলাদের গালের তুলনা? মেনে নেওয়া যায় না। প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, এটা কোন শিক্ষার ফসল?

আমরা জানি শিশুরা বাচনশৈলীর পাঠ পরিবার থেকেই পায়। পরবর্তীকালে শিশু যখন পূর্ণবয়স্ক হয় তার আচরণের মধ্যে পরিবারের শিক্ষার একটা ছাপ থাকে। এখানে দুটো উক্তির মধ্যে না আছে শিক্ষার ছাপ, না আছে রুচির নামগন্ধ। 'আমরা পুরুষ' এই অস্মিতার বশবর্তী হয়ে মহিলাদের গাল আর রাস্তা শব্দ দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এভাবেই কি গালের নাগাল পেতে চাইছেন? নিজেদের 'মানুষ' ভাবলে হয়তো এমন পুরুষালি মন্তব্য করতে পারতেন না। এ যেন উচ্ছ্বাসের কদর্য উৎসব। অনুগত পরিমণ্ডলের মাঝখানে নিজেকে পুরুষসিংহ প্রমাণ করার একটা মরিয়া প্রয়াস থেকেই কি জন্ম নিল অশ্লীল শব্দমালা? বাকস্বাধীনতা মানে অশ্লীল শব্দের চাষ নয়। আমজনতা ওজন করে কথা না বললে খেতাব-টেতাব দিয়ে শ্রীঘরে জামাই-আদরে রাখা হয়। খাস-আদমির সুবচন তো খাস-খবরের জন্য। সেখানে বিশ্রী আনন্দ আর বিজাতীয় তৃপ্তি সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। তার ওপর তিনি যদি পুরুষ হন তবে তো নারী বেআব্রু! আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, ক্ষমতায় থাকা মানুষের ভাষা বদলায় না। শ্লীল আর অশ্লীলের মাঝের দেওয়ালটাও থাকে না।

এবার পরের অধ্যায় অতিনাটকীয়। বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদি চারপাশে গুঞ্জন ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে 'বলা কথা ফিরিয়ে নিলাম' দায়সারা উক্তি। কী আসে যায় 'ফিরিয়ে নিলাম' বললে? হাতের ঢিল ছোড়ার পর ফিরিয়ে আনা যায় কি? যায় না তো। কথাও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের জনপ্রতিনিধি যা বলেন আর যা করেন সব তো দেশের ভালোর জন্যই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেই হয় যা বলেছেন দেশের-দশের ভালোর জন্যই বলেছেন। ভালো না লাগলে সেটা বক্তার সমস্যা নয়। সমস্যা শ্রোতার।

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। লোক দেখানো অশ্রুপাত, কপট কান্না ৫। জাঁকালো, জোরালো, উত্তেজনাপূর্ণ ৬। সর্বসাধারণ, সর্বশ্রেণির মানুষ ৮। আবির, উৎসববিশেষ ৯। সম্মান, সম্ভ্রম, দম্ভ, গর্ব ১১। বকজাতীয় পাখি যুগল, খুব অন্তরঙ্গ দুই ব্যক্তি ১৩। অহংকারী, গর্বী ১৪। একেবারে নষ্ট, বাতিল।

উপর-নীচ : ১। বিচারাসন, বিচারালয় ২। প্রহর, বুদ্ধের তপস্যায় বাধাসৃষ্টিকারী অপদেবতাবিশেষ ৩। স্থির, অনড়, মজবুত, প্রতিষ্ঠিত ৪। বিধান বা নিয়মকর্তা, ব্রহ্মা, ঈশ্বর বা বিধি ৬। অগ্রভাগ, আগুন ৭। চালাক, চতুর, সমঝদার ৮। পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান ৯। ফেন, কাই, আঠা ১০। জ্যোৎস্না ১১। হাতি ১২। উলুধ্বনি, চিত্রিত বাড়তি তাস ১৩। প্রতিশোধ, চর্মরোগবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৩৯

পাশাপাশি : ১। হানাদার ৩। নফর ৫। চলনবলন ৬। বদর ৭। কানাচ ৯। বাধ্যবাধকতা ১২। বর্তিকা ১৩। কম্বুবর।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। রসুল ৩। নবাব ৪। রসুন ৫। চর ৭। কাতা ৮। চরাচর ৯। বান্ধব ১০। বাটিকা ১১। কটক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নির্দেশ

ট্রাম রক্ষা করতে মঙ্গলবার হাইকোর্টের আগের নির্দেশ অনুযায়ী ট্রামলাইনগুলি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ।

দেহ সংরক্ষণ

সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি মৌসম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। দেহ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

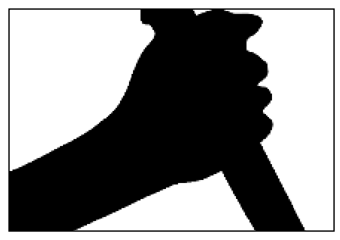

আক্রোশে খুন

মেয়েকে এক তরুণ প্রায়শই বিরক্ত করত। তাই অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন বাবা। সেই আক্রোশে বাবার ওপর ছুরি চালায় ওই তরুণ। ২৫ দিন পর মৃত্যু হল তাঁর।

ক্ষোভ

নিম্ন আদালতের পরিকাঠামোর দুরবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি জানান, মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না।

মহাকুম্ভ সত্ত্বেও গঙ্গাসাগরে ভক্তের ঢল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের জন্য এবছর গঙ্গাসাগরে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড় কম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত ৮৫ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে এসেছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এদিন সকাল থেকে পুণ্যার্থীরা শাহি স্নানে নামেন। দিনভর চলে এই স্নান। বুধবার সকালে শেষ হবে এবারের শাহি স্নান। এবার গঙ্গাসাগরে এসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম রামরতন গিরি। বেনারসের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম আখড়া পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর তথা পশ্চিমবঙ্গের আখড়া প্রধান ও কুম্ভমেলার অন্যতম আহ্বায়ক স্বামী পরমাত্মানন্দ এদিন গঙ্গাসাগরে আসেন। তিনি রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমুদ্র ভাঙন থেকে মন্দিরকে বাঁচাতে প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দেখা করবেন বলে জানান।

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার দাবি আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'জাতীয় মেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন জানাতে হবে। এমনি এমনি জাতীয় মেলা ঘোষণা হবে না।' সুকান্তর অভিযোগ, মেলায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছবি দেওয়া চারটি গেট তৈরির জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুমতি মেলেনি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পালটা বলেন, 'উনি হাফপ্যান্ট মন্ত্রী। ওঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা কাউকে ছবি দিয়ে গেট বানাতে বাধা দিইনি।'

রাজ্য সরকার আশা করেছিল এবার গঙ্গাসাগরে অন্তত এক কোটি তীর্থযাত্রী আসবেন। প্রাথমিকভাবে সেই সংখ্যা কম থাকলেও দিন যত এগিয়েছে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা তত বেড়েছে। মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি তীর্থযাত্রী এসেছেন। ইতিমধ্যেই তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। বুধবার তা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা রাজ্য সরকারের। তীর্থযাত্রীদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। তাতে ভীষণই খুশি তাঁরা। বিশেষ করে তীর্থযাত্রীরা অসুস্থ হলে এবার যেভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে খুশি সকলেই। ইতিমধ্যেই ৭ অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে কপ্টারে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর পাশাপাশি সমুদ্র ভাঙন রোধেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা দেখে খুশি পঞ্চায়েতি মহানির্বানি আখড়ার প্রধান স্বামী পরমাত্মানন্দ। তিনি এদিন বলেন, 'কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এই ভাঙন রোধ করা যাবে না।'

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে...

সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। পৌষের শেষ দিনে গঙ্গাসাগরের দুই ছবি। (নীচে) কলকাতার বাবুঘাটেও ভিড় পুণ্যার্থীদের। মঙ্গলবার। - পিটিআই ও আবির চৌধুরী

স্যালাইন কাণ্ডে নীরব অভিষেক

ব্যস্ত সেবাশ্রয়ে, কৌতূহল ঘরে-বাইরে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রজুড়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি 'সেবাশ্রয়' মঙ্গলবারও লাগাতার সাড়া জাগিয়েই চলছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের পক্ষ থেকে রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা ছবি ও খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জানানোও হচ্ছে। এদিন তা দ্বাদশ দিনে পড়ল। চলবে আরও কিছুদিন।

তারই মাঝে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাক্ষেত্রে 'বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ড' আচমকাই তাল কেটেছে। সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের সর্বস্তরে আলোড়ন ফেললেও এদিন পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি দলের 'সেনাপতি' অভিষেক। আরজি কর কাণ্ড ঘটে যাওয়ার সময় কিছুদিন পর হলেও তা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি দলে সামান্য হলেও বিতর্কের

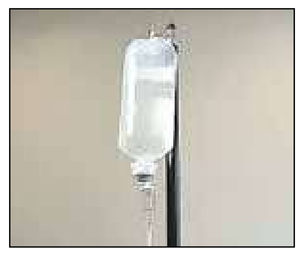

সূত্রপাত করে। আরজি কর কাণ্ডে ঘটনার শুরুতে অভিষেক ছিলেন দেশের বাইরে। ফিরে এসে তিনি প্রতিক্রিয়া জানান। এবার সরকারি হাসপাতালে 'বিষাক্ত স্যালাইন' নিয়ে এখনও তিনি নীরব থাকায় দলে ও বাইরে রীতিমতো জল্পনা ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। দলে ও বাইরে বিষয়টি কৌতূহল বাড়িয়েছে।

এমনিতেই রাজ্যে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও দলেরই সাংসদ অভিষেকের তরফে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ও বাইরে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেহাল দশার ছবিই পরোক্ষে স্পষ্ট হচ্ছে 'সেবাশ্রয়'-র সাফল্যে? রাজ্যের সমান্তরাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিষয়টিও বিতর্কে উঠে এসেছে। এবার 'বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ড' নিয়ে অভিষেক মুখ খোলেন কি না তা নিয়ে ক্রমেই কৌতূহল বাড়ছে দলের ঘরে-বাইরে সর্বত্র।

প্রসূতি মৃত্যুতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে নাড্ডাকে চিঠি সাংসদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যে বেআইনি ওষুধের ব্যবসার অভিযোগ সামনে এসেছে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মাহাতো লিখেছেন, 'শুধু মেদিনীপুরেই নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই বেআইনি ওষুধের রমরমা কারবার চলেছে। শাসকদলের মদতে তাদের ছত্রছায়ায় থাকা অসাধুচক্র রাজ্যজুড়ে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল ওষুধের কারবার চালাচ্ছে।

এক্ষেত্রেও রিংগার সলিউশন নামে নিষিদ্ধ স্যালাইনটি অভিযুক্ত যে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস নামে কোম্পানির তৈরি তার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। আরজি কর কাণ্ডের মতোই এক্ষেত্রেও গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ও প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। শুধু তাই নয়, সিআইডি তদন্তের নামে আন্দোলনকারী মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তারদের ভয় দেখানো

> আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে তৃণমূলের এক জেলখাটা নেতা চমকাচ্ছেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছি।
>
> **জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো**
> *বিজেপি সাংসদ*

হচ্ছে। এই ইস্যুতে আরজি কর আন্দোলনে রাতজাগাদের কোনও যোগ আছে কি না সিআইডিকে তা খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

এদিন মাহাতো বলেন, 'আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে তৃণমূলের এক জেলখাটা নেতা চমকাচ্ছেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছি।' আরজি কর কাণ্ডেও তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইপিএস ট্রেনিং অ্যাকাডেমিকে চিঠি দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। শিক্ষা ও খাদ্য দুর্নীতির কারণে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের দৃষ্টান্ত দিয়ে আরজি কর কাণ্ডে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জেরা করার দাবি তুলেছিলেন তিনি। যদিও কাজের কাজ কিছু হয়নি। মেদিনীপুর কাণ্ডে ইতিমধ্যে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে সিপিএম। এমনকি স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করে সাড়া ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস। তখন প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে দলের তরফে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আন্দোলনে সেভাবে দেখা যায়নি।

এই বিষয়ে মাহাতো বলেন, 'সাংসদ হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নজরে আনা আমার দায়িত্ব। আন্দোলনের বিষয়ে রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতাই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।' বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, রাজ্য সভাপতি থেকে বিরোধী দলনেতোরা মকর সংক্রান্তি, গঙ্গাসাগর নিয়ে ব্যস্ত। তাই হয়তো এই ধরনের ইস্যুতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা এখনও করে উঠতে পারেননি।

মমতা-চামলিং সাক্ষাৎ নবান্নে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : নবান্নে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং। একথা নিজের সমাজমাধ্যমে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে সিকিমের যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পবন। সিকিম ও বাংলা যাতে পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে কাজ করে, সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এদিন পবনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়েও।

সম্প্রতি কেরলের নির্দল বিধায়ক তৃণমূলে যোগদান করায় ভিন রাজ্যের দলের শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এদিন পবনের নবান্ন সাক্ষাৎও এক ভিন্ন রাজনৈতিক মাত্রা জুড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। জানা গিয়েছে, সিকিমের ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রধান পবন এদিন নবান্নে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামীদিনে সিকিমে পবনের দল ও তৃণমূল কংগ্রেসের একসঙ্গে চলার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এতে জাতীয় ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোটে মমতার প্রাধান্যও বাড়বে।

বিচার শুরু

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় মঙ্গলবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫৪ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল। এদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। ব্যাংকশাল আদালতে ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নামের তালিকা জমা দিয়েছিল ইডি। এরমধ্যে এদিন একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান নেওয়া হয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ১৬ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে অনামী একটি সংগঠন। ওইসময় গঙ্গাসাগর থেকে তীর্থযাত্রীরা ফিরবেন। ফলে এই ধরনের কর্মসূচি হলে যানজট হবে। ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন করেন ভরতকুমার মিশ্র নামে এক ব্যক্তি।

ফের অসুস্থ এক প্রসূতি

মেদিনীপুর মেডিকেলে তদন্ত শুরু সিআইডি'র

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : স্যালাইন কাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় ডাক্তারদের কর্তব্যে গাফিলতিকেই দায়ী করা হচ্ছে। সোমবারই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বলেছিলেন, কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করব না। মঙ্গলবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও ডাক্তারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেন। স্যালাইন কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এদিনই সিআইডির একটি দল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ জয়ন্ত রাউত ও স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

আরজি কর কাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। সেই মামলার রায় এখনও বের হয়নি। তারই মধ্যে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন অসুস্থ হওয়ায় নতুন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠল। এক্ষেত্রে 'রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন (আরএল)'-এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই স্যালাইন ব্যবহারের ফলে মামণি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ফের সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিরোধী বিজেপি এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর গোটা ঘটনার তদন্তে ১৩ সদস্যের এক কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি সিআইডি তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে।

এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ফের আন্দোলনের আশঙ্কা করেই আসরে নেমেছে সরকার ও শাসক তৃণমূল। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, 'আমরা মনে করি, সরকারি নির্দেশ মানা হয়নি। এছাড়া স্যালাইনের পাশাপাশি নিয়ম মেনে অক্সিটোসিন দেওয়া হয়েছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' মঙ্গলবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিভ্রান্তি আর নজর ঘোরানোর খেলা বরদাস্ত করবেন না। বাস্তবটা জানুন।' তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে কুণাল ৬টি তথ্যও দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, গোটা কেলেঙ্কারি চাপা দিতে স্যালাইন ও অন্যান্য দিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতেই পরিবারকে দিয়ে মুচলেকা লেখানো হয়। মুখ্যসচিব বলেছেন, কেন মুচলেকা লেখানো হয়েছিল, তা তদন্তসাপেক্ষ। এই কাজে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এখনও ভর্তি রয়েছেন রেখা সাউ নামে এক প্রসূতি। মঙ্গলবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা হলেও তিনি ফের জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় ছুটি দেওয়া হয়নি।

তাঁর স্বামী সন্তোষ সাউ জানিয়েছেন, রেখার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁদের সদ্যোজাত সন্তান মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এনআইসিইউ-তে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি। অপরদিকে মৃত প্রসূতি মামণি রুইদাসের সদ্যোজাত পুত্র খানিকটা সুস্থ হওয়ায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফের অসুস্থ হওয়ায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : হাতি সংরক্ষণে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্য রাজ্যগুলিতে হাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করা হয়, এরাজ্যে সেই বিষয়ে সরকারি উদাসীনতা রয়েছে বলে মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বলেন, 'শ্রীলঙ্কা, কেরলে হাতি সংরক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাবার, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকে। তাই এই বিষয়ে আরও সংবেদনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে রাজ্যের।'

ঝাড়গ্রামে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাতি লোকালয় থেকে জঙ্গলে ছাড়ার সময় মৃত্যুর ঘটনায় এবং অন্তঃসত্ত্বা হাতির মৃত্যুতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, হাতি লোকালয়ে ঢুকলে তাকে সরানোর জন্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্র্যাঙ্কুলাইজেশন, ক্রেনে করে ঝুলিয়ে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার মৃত্যু হচ্ছে। সংরক্ষণের বিষয়ে সরকার তার ভূমিকা এড়াতে পারে না।

এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী রৈবত বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, উত্তরবঙ্গে 'জয়রাইড' হিসেবে হাতি ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে মানুষের সঙ্গে হাতির দ্বন্দ্বের বিষয়টি খুব স্বাভাবিক। অনেক সময় হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তখনই নৃশংসভাবে পুনর্বাসনের কারণে হাতির মৃত্যু হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, পশু অধিকার সুরক্ষিত করতে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নয়তো এভাবে হুলা পার্টি, মশাল ব্যবহার সহ অবৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে আরও হাতির মৃত্যু হবে। ২০২৩ সালে ঝাড়গ্রামে অন্তঃসত্ত্বা হাতির মৃত্যুতে রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। সেই রিপোর্টে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।

এদিন তিনি এও মন্তব্য করেন, 'আগে মানুষকে দোষারোপ করা উচিত। কারণ, বন্যপ্রাণীদের বসবাসের জায়গায় বসতি গড়ে তোলা, জায়গা দখলের জন্য লোকালয়ে হাতি প্রবেশের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এভাবে হাতির মৃত্যু দুঃখজনক।' এদিন আদালতে শুনানিতে জিনাতের প্রসঙ্গও ওঠে। আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জিনাতকে ধরার বিপুল আয়োজন করা হল। হাতি স্বভাবগত যাযাবর প্রকৃতির। তারা একদিনে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে। কিন্তু তারা বাঘের মতো লুকিয়ে রয়েছে এই বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের চোখের সামনে দেখা যায়। তাই তাদের সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' প্রধান বিচারপতি তিন সপ্তাহ পর রাজ্যের থেকে এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন।

আইসি-কে ক্লোজ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : জমি দখলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় নিউটাউন থানার আইসিকে ক্লোজ করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে জানাল রাজ্য। ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এদিন রাজ্য রিপোর্টে জানায়, ওই আধিকারিককে ক্লোজ করা হয়েছে। অভিযুক্তের জামিন খারিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিচারপতি রিপোর্ট দেখে সন্তোষপ্রকাশ করেন।

জমিজট থাকলে কাজ শুরু করছে না রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : জমি নিয়ে সমস্যা বা জটিলতা থাকলে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগেই আপাতত হাত গুটিয়ে নিচ্ছে সরকার। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অফিসার, আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মৌখিকভাবে বলা হচ্ছে জমি সংক্রান্ত সমস্যা বা জটিলতা থাকলে সেটা আপাতত এড়িয়ে চলতে হবে। এই গেরোয় নবান্নে পূর্ত দপ্তরের একাধিক রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প শুরুই হতে পারছে না। অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও এইসব রাস্তা তৈরির কাজ পড়ে আছে দীর্ঘদিন।

মঙ্গলবার নবান্নে পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, এমনিতেই রাস্তা নির্মাণের চাহিদা দিনের পর দিন বাড়ছে। অথচ জমির অভাবে এই নিয়ে জটিলতা বেড়েই চলেছে। নতুন রাস্তা তৈরি করতে, বর্তমান রাস্তা চওড়া করতে বা রাস্তায় লেনের সংখ্যা বাড়াতে আগে প্রয়োজন জমি। অধিগ্রহণে বাধা আসবেই। সেই ক্ষেত্রে সরকারকে সরাসরি জমি কিনে নেওয়ার পথে যেতে হবে। এতেও অনেক ক্ষেত্রে বাধা আসছে। মামলা-মোকদ্দমাও হচ্ছে। এই জটিলতায় না গিয়ে প্রকল্প শুরু করার আগে হাত গুটিয়ে নেওয়াকেই শ্রেয় মনে করছে সরকার।

জমি-জট নিয়ে উদ্ভূত এই সমস্যার বিষয়টি অবশ্য এড়িয়ে যাননি পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের কাজে জোর করে জমি নেওয়া হবে না। সরাসরি জমি কিনে নেওয়া সরকারের ঘোষিত নীতি। এর বাইরে যাওয়া যাবে না। ফলে সমস্যা, জমি নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। তাই ঠিক হয়েছে জমি নিয়ে সমস্যা থাকলে কোনও

প্রকল্পের কাজে হাতই দেওয়া হবে না। বিষয়টি পুরোপুরিভাবে মিটলে কাজে হাত দেওয়া হবে। কাজ শুরু করে মাঝপথে রাস্তার কাজ বন্ধ রাখা বরদাস্ত করা যাবে না। এটা বলে দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সবাইকে।'

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বরাবরই এই জমি জট নিয়ে বিদ্ধ রাজ্য সরকার। শুধু রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ক্ষেত্রে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ শুধু জমির অভাবেই ব্যাহত হচ্ছে। এই নিয়ে প্রায়ই দিল্লি অভিযোগ করে থাকে রাজ্যের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের অভিযোগ সবথেকে বেশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রেলমন্ত্রীর সরাসরি অভিযোগ, রাজ্য জমি দিতে পারছে না বলে একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রস্তাবিত একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরুই হচ্ছে না। রাজ্যে এই মুহূর্তে দুর্গাপুর-বাঁকুড়া, পানাগড়-দুবরাজপুর ভায়া ইলামবাজার সহ একাধিক রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করার আগে শুধু জমির অভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। কালনা থেকে শান্তিপুরের মধ্যে ভাগীরথীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের পরও বন্ধ করা হয়েছে শুধু সেতুর দু'ধারে জমির অভাবে। নির্মীয়মাণ বিশাল বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের কাজ অধিকাংশ শেষ হয়ে গেলেও জমির অভাব কোথাও কোথাও বাদ সেধেছে।

জোট শুধু লোকসভা ভোটের জন্য : পাওয়ার

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : লোকসভা ভোটের পর বিধানসভা নির্বাচনেও মহারাষ্ট্রে জোট বেঁধে লড়াই করেছিল ইন্ডিয়া জোটের ৩ শরিক শিবসেনা-ইউবিটি, এনসিপি-এসপি এবং কংগ্রেস। নির্বাচনে বিজেপি, শিবসেনা, এনসিপি জোটের কাছে ধরাশায়ী হয় কংগ্রেস জোট মহাবিকাশ আঘাড়ি। এরপর থেকেই বিরোধী জোটের অন্দরে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মুম্বই পুর নির্বাচনে একক শক্তিতে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা-ইউবিটি। এবার এনসিপি-এসপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও শিবসেনা-কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন। একধাপ এগিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন মারাঠা স্ট্রংম্যান। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির (আপ) পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন শারদ পাওয়ার। এবার দিল্লিতে বিজেপি-আপের সঙ্গে কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়া জোটের বেশ কয়েকটি শরিক ইতিমধ্যে দিল্লি-ভোটে আপকে সমর্থনের

> ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল লোকসভা ভোটের কথা ভেবে। স্থানীয় নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা নিয়ে সেখানে কোনও আলোচনাই হয়নি।
>
> **শারদ পাওয়ার**

কথা জানিয়েছে। এবার একই অবস্থান নিলেন শারদও।

কিছু দিন ধরে উদ্ধব ঠাকরে এবং শারদ পাওয়ার বিজেপি শিবিরে শামিল হতে পারেন বলে জল্পনা চলছে মারাঠা রাজনীতিতে। প্রবীণ নেতার মন্তব্য সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। মঙ্গলবার তিনি বলেন, '৮-১০ দিনের মধ্যে মহাবিকাশ আঘাড়ির শরিক দলগুলির নেতাদের বৈঠক হবে। সেখানেই ঠিক হবে স্থানীয় নির্বাচনে আলাদাভাবে প্রার্থী দেওয়া হবে নাকি আসন সমঝোতা হবে।' এরপরেই শারদ বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছিল লোকসভা ভোটের কথা ভেবে। স্থানীয় নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা নিয়ে সেখানে কোনও আলোচনাই হয়নি। আমরা শরিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করছি। খুব তাড়াতাড়ি এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর অজিত পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে মিশে যেতে পারে শারদ পাওয়ারের দল। অন্যদিকে, শিন্ডে গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত না মেলালেও বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আগ্রহী উদ্ধব ঠাকরে। সেক্ষেত্রে শুধু ইন্ডিয়া নয়, মহারাষ্ট্রে মহাবিকাশ আঘাড়ির ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে পড়বে।

দিল্লিতে আপের পাশেই অধিকাংশ ইন্ডিয়া শরিক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আর স্পষ্ট হয়ে উঠল। কংগ্রেসের পরিবর্তে ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ আঞ্চলিক দলই সমর্থন জানাল আম আদমি পার্টিকে। তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি (এসপি) দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকে (আপ) সমর্থন করেছে আগেই। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী) জানিয়েছে, দিল্লিতে আপই শক্তিশালী। এবার এনসিপি(এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারও সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের কেজরিওয়ালকে সাহায্য করা দরকার।' ন্যাশনাল কনফারেন্স, আরজেডির মতো জোটের কোনও কোনও শরিক ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন যে তোলেনি, তা নয়। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার, দিল্লি ভোটের ক্ষেত্রে আপের পাশেই অধিকাংশ শরিক।

বস্তুত এব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো অবস্থানই আবার উঠে এসেছে। তৃণমূলনেত্রী বারবার আঞ্চলিক দলগুলির শক্তি বৃদ্ধির কথাই বলেছেন, জাতীয় রাজনীতিতে বিকল্প সমীকরণ গড়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন। মমতার মতে, যেখানে যে দল শক্তিশালী,

সেখানেই সেই দল ভোটে নেতৃত্ব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করেই দিল্লিতে আপকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল। সেই পথ অনুসরণ করে ইন্ডিয়া জোটের বাকি আঞ্চলিক দলগুলিও একে একে সমর্থন জানাতে শুরু করেছে। এই সিদ্ধান্ত জোটের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় এবং কৌশলগত আলোচনা করেই নেওয়া হয়েছে বলে ইন্ডিয়া জোট সূত্রে দাবি। যদিও আঞ্চলিক দলগুলির আম আদমি পার্টিকে সমর্থন পুরোটাই প্রতীকী, কারণ তাদের কারোরই দিল্লিতে কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। এরই মধ্যে, কেজরিওয়াল ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'আপনাদের সমর্থন নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করতে পারব।'

ইন্ডিয়া জোটের এক বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল এর সহযোগী দলগুলির মধ্যে নীতি ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ঐক্যের অভাব। জোটের কোনও স্পষ্ট যৌথ লক্ষ্যও নেই। এই কারণেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে জোট প্রায় ভাঙনের মুখে।' জানালেন, আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই দিল্লিতে কংগ্রেসের পরিবর্তে আম আদমি পার্টিকে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রুশ সেনা থেকে ভারতীয়দের ছাড়তে ফের বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিদেশে কাজ দেওয়ার নামে রাশিয়ায় সামরিক বাহিনীতে যুক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার কর্মরত সব ভারতীয়কে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ফের রুশ কর্তৃপক্ষকে বার্তা দিল মোদি সরকার। রুশ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাসের কাছে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত থেকে রাশিয়ায় চাকরি করতে যাওয়া ১০ ভারতীয় মারা গিয়েছেন। তাঁরা সবাই চাকরি পাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কাজের সন্ধানে রাশিয়ায় যাওয়া কয়েকজনের পরিবার প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গত বছর পুতিনের সঙ্গে দুটি বৈঠক করেছিলেন মোদি। দুবারই তুলেছেন রাশিয়ায় ভারতীয় নাগরিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামানোর কথা। রুশ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি নয়াদিল্লির রুশ দূতাবাসকেও বিষয়টি জানানো হয়।

রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা রাশিয়ায় পড়ে থাকা ভারতীয়দের দ্রুত ছাড়ার দাবি ফের জানালাম।' বর্তমানে রাশিয়ায় ঠিক কতজন ভারতীয় সামরিক বিভাগে রয়েছেন তা জানা যায়নি।

লাইনচ্যুত ট্রেন, প্রাণে বাঁচলেন ৫০০ যাত্রী

ভিলুপুরম, ১৪ জানুয়ারি: বড় রেল দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল তামিলনাড়ুর লোকাল ট্রেন। ফলস্বরূপ প্রাণে বাঁচলেন প্রায় ৫০০ জন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে ভিলুপুরম রেলস্টেশনের কাছে পুদুচেরিগামী লোকাল ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে চালকের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৫. ২৫ মিনিট নাগাদ ভিলুপুরম রেলস্টেশন থেকে ট্রেন এগোতেই রেললাইনে বিকট শব্দ হয়। সঙ্গে প্রবল ঝাঁকুনি। চালক দ্রুত ট্রেন দাঁড় করান। নিকটবর্তী স্টেশনে খবর দেওয়ায় ঘটনাস্থলে এসে রেলকর্মীরা যাত্রীদের ট্রেন নামতে সাহায্য করেন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকো নিহত বা আহত কেউই হননি। তবে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

থাইল্যান্ডে ভারতীয় বধূর দেহ বাথটাবে

লখনউ, ১৪ জানুয়ারি : থাইল্যান্ডের এক হোটেলের বাথটব থেকে উদ্ধার হল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার দেহ। মৃতের নাম প্রিয়ংকা শর্মা। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে স্বামী আশিস শ্রীবাস্তবের সঙ্গে থাইল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিলেন প্রিয়ংকা। আশিস উত্তরপ্রদেশের ওরাই মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক। আশিস পুলিশকে জানিয়েছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে প্রিয়ংকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বাথটাবের জলে কীভাবে ডুবে মৃত্যু হল। তবে প্রিয়ঙ্কার বাবা সত্যনারায়ণ শর্মা কন্যাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন। আশিসের বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগও এনেছেন। আশিসের বিরুদ্ধে আগে হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল থানায়। ২০১৭ সালে আশিসের সঙ্গে বিয়ে হয় প্রিয়ংকার।

জেলে ফোন রুখতে জ্যামার বসাবে কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যের জেলগুলিতে বাংলাদেশি জঙ্গিদের কার্যকলাপ ধরা পড়ার পর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কারা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বৈঠকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে জেলগুলিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর নজরদারি বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। কেন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী, জেলে নতুন ধরনের জ্যামার বসানো প্রয়োজন, যা মোবাইল ফোনের সিগন্যাল ব্লক করবে এবং জঙ্গি কার্যকলাপ ঠেকাতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যের কারা দপ্তর ইতিমধ্যে জেলগুলিতে জ্যামার বসানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে জেলে অবৈধ যোগাযোগ রোধ করতে মোবাইল ফোন জ্যামার ইনস্টল করা ছাড়াও একটি নতুন সিস্টেম, 'হর্মোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম'-এর প্রস্তাব করেছে, যা কারাগারের ভিতর থেকে কোনও অ-স্বীকৃত কল ব্লক করতে সাহায্য করবে। তবে আপাতত 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসাবে তা হতে চলেছে প্রেসিডেন্সি জেল এবং দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

এদিকে বর্তমানে জেলগুলিতে কারা দপ্তর নতুন প্রযুক্তি দিয়ে জ্যামারগুলির আপগ্রেডেশন শুরু করেছে।

রাহুলের হয়ে ময়দানে বিজেপি, দাবি কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : কংগ্রেসের সঙ্গে বাকি শরিক দলগুলির আকচা-আকচির ঠেলায় ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দেওয়ার কথাবার্তা চলছে জোরকদমে। প্রায় প্রতিদিনই জোটের অন্দরের অশান্তি বেআব্রু হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কখনও আপ, কখনও শিবসেনা (ইউবিটি), একাধিক জোটসঙ্গীর সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের প্রচারে নেমে বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কেজরিকে একযোগে বিঁধেছেন তিনি।

মোদি নীরব থাকলেও লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে জবাব দিতে দেরি করেননি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপিকেও। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপকে হারাতে বিজেপি-কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে বলে ফের অভিযোগ করেছেন তিনি। আপকে চাপে ফেলতে বিজেপি রাহুল গান্ধির ঢাল হওয়ার চেষ্টা করছে বলে মঙ্গলবার এক্স পোস্টে দাবি করেছেন কেজরিওয়াল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমি রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মাত্র একটি লাইন বলেছিলাম। তার জবাব বিজেপির তরফে এসেছে। দেখুন বিজেপি কত সমস্যার মধ্যে রয়েছে। দিল্লির এবারের নির্বাচন কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পর্দার আড়ালে চলা যুগলবন্দিকে প্রকাশ্যে এনে দেবে।'

চলতি টানাপোড়েনের সূত্রপাত সোমবার। ওইদিন সীলামপুরে কংগ্রেসের এক নির্বাচনি জনসভায় রাহুল বলেছিলেন,'কেজরিওয়াল কখনও আদানির বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন? তিনি একটি শব্দও বলেন না। জাতভিত্তিক জনগণনা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি এবং অরবিন্দ

> আমি রাহুল গান্ধি সম্পর্কে মাত্র একটি লাইন বলেছিলাম। তার জবাব বিজেপির তরফে এসেছে। দেখুন বিজেপি কত সমস্যার মধ্যে রয়েছে। দিল্লির এবারের নির্বাচন কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে বছরের পর বছর ধরে পর্দার আড়ালে চলা যুগলবন্দিকে প্রকাশ্যে এনে দেবে।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

কেজরিওয়ালের মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোয় না। দুজনেই চান দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের যেন ভাগীদারি না থাকে।' রাহুল আরও বলেন, 'আপনারা কেজরিওয়ালকে প্রশ্ন করুন। উনি কি সংরক্ষণ বাড়াতে চান? জাতিভিত্তিক জনগণনা করতে চান। কেজরিওয়াল যখন দিল্লিতে প্রথমবার প্রচারে এসেছিলেন, তখন এখানে প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের সরকার ছিল। কেজরিওয়াল তখন বলতেন, দিল্লিকে পরিষ্কার করবেন। দুর্নীতিকে মুছে ফেলবেন। দিল্লিকে প্যারিস বানাবেন। কিন্তু এখন রাস্তায় হাঁটাচলা করা যায় না এত দূষণ। অর্ধেক লোক অসুস্থ। ক্যানসার বাড়ছে। উনি বলেছিলেন দুর্নীতি দূর করবেন। উনি কি দিল্লিতে দুর্নীতি বন্ধ করেছেন?'

কংগ্রেস নেতার তোপ, 'মোদি যেভাবে মিডিয়ার প্রচার করেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, কেজরিওয়ালও সেই একই কৌশল নিয়েছেন। শীলা দীক্ষিত যে কাজ করেছিলেন তা কেজরিওয়াল বা বিজেপি করতে পারবে না। দিল্লির সত্যিটা আপনাদের সামনে রয়েছে।' রাহুলকে কটাক্ষ করে কেজরিওয়াল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'রাহুল গান্ধি আমাকে গালি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর মন্তব্যের জবাব দেব না। তাঁর লড়াই কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য, আমি দেশকে বাঁচানোর জন্য লড়ছি।' এরপরই কেজরিওয়ালের উদ্দেশে বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'দেশ নিয়ে পরে চিন্তা করবেন। আগে নিজের নয়াদিল্লির আসন বাঁচান।' বিজেপি নেতার সেই পোস্টকে হাতিয়ার করেই এদিন 'এক ঢিলে' কংগ্রেস-বিজেপিকে নিশানা করলেন কেজরিওয়াল। এবার নয়াদিল্লি কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র পরবেশ ভার্মা এবং সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস।

খুদেকে কোলে তুলে নিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার কাশ্মীরের আখনুরে। -পিটিআই

কংগ্রেসের ঠিকানা বদল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : প্রায় পাঁচদশক পর কংগ্রেসের ঠিকানা পরিবর্তন হতে চলেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে লুটিয়েন দিল্লির ২৪ আকবর রোড এবং কংগ্রেস সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। এবার তাতে ছেদ পড়তে চলেছে। আকবর রোডের পাট চুকিয়ে কংগ্রেস উঠে যাচ্ছে ৯এ, কোটলা রোডের ঠিকানায়। মকরসংক্রান্তির পরেরদিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি দলের নতুন সদরদপ্তর ইন্দিরা গান্ধি ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। ওই অনুষ্ঠানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ ছাড়াও থাকার কথা কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদেরও।

প্রথমে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে কংগ্রেসের নতুন ৬ তলা ভবনের প্রবেশপথ ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির তাত্ত্বিক নেতার নামাঙ্কিত রাস্তা দিয়ে দপ্তরে ঢুকতে রাজি হননি কংগ্রেস নেতারা। তাই কোটলা রোডের দিক দিয়ে দলীয় দপ্তরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বার্তা রাজনাথের

জম্মু, ১৪ জানুয়ারি : পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকা ছাড়া কাশ্মীরকে ভাবা যায় না। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া ভূস্বর্গ অসম্পূর্ণ বলে জানিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়া অসম্পূর্ণ। ভারতের মুকুটমণি। তাছাড়া পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের কাছে একটি বিদেশি অঞ্চল ছাড়া আর কিছু নয়।'

মঙ্গলবার জম্মুর আখনুর সেক্টরে তান্ডা আর্টিলারি ব্রিগেডের নবম সশস্ত্র বাহিনী প্রবীণ দিবসে ভাষণ দেন রাজনাথ। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 'তথাকথিত' প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ারউল হকের সাম্প্রতিক মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান ১৯৬৫ সাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে আসছে। তারা অবৈধভাবে আমাদের এলাকা দখল করেছে এবং পিওকে'র নিরীহ মানুষদের নাগাড়ে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর দাবি, '১৯৬৫ সালে ভারত হাজি পিরে তেরঙা পতাকা তুলেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকারের কূটনৈতিক টেবিলে সেই সাফল্য হারিয়ে গিয়েছে।'

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের প্রসঙ্গ টেনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে কাজ শুরু করেছে। তাঁর কথায়, 'আজ জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে।'

দিল্লি ও কাশ্মীরের দূরত্ব মোছার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের। আগের সরকারগুলি কাশ্মীরকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু আমরা দিল্লি ও কাশ্মীরকে সমানভাবে দেখি। কাশ্মীরকে দিল্লির কাছাকাছি আনতে দারুণ কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর।' যদিও ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের দিনে উপত্যকায় অশান্তি এড়াতে অন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সঙ্গে ওমরকেও গ্রেপ্তার করেছিল রাজনাথের সরকার!

আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ

'মিশন মৌসম' মোদির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ১৫০ বছর পূর্ণ করল ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে 'ভূমিকম্পের জন্য উন্নততর সতর্কতা ব্যবস্থা' নির্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে। এই বিজ্ঞানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

১৮৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি পথচলা শুরু মৌসম ভবনের। সার্ধশতবর্ষ পূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তে আবহাওয়াবিদদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বদেশি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অফুরান মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে দেশের মৌসম বিভাগ আজ বিপুল উন্নতি করেছে।

এক দশক আগে দেশের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ মানুষ আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারত। কিন্তু আজ দেশের প্রতিটি মানুষ আবহাওয়া কেমন থাকবে, তা নিমেষের মধ্যে জানতে পারেন। কারণ তাঁদের হাতে এখন মেঘদূত অ্যাপ।

এর ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গিয়েছে।' শুধু ভারত নয়, চিন, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মতো পড়শি দেশগুলিও দিল্লির মৌসম ভবনের কাছে সাহায্য নিয়ে থাকে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার আগে ভারতের অংশ ছিল পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ।

স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে এই সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না বলে আগেই জানিয়ে দেয় ঢাকা। সরকারি খরচে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশি কর্তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রতিনিধিরা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানের দক্ষতা সর্বাধিক করতে হবে। উন্নত বিজ্ঞান এবং তার নির্ভুল ব্যবহার একটি দেশের স্বনির্ভরতার প্রতীক।' ভারতের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের ফ্ল্যাশ ফ্লাড গাইডেন্স সিস্টেম নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো পড়শি দেশগুলিরও হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতকে 'আবহাওয়া প্রস্তুত ও জলবায়ু স্মার্ট' রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মিশন মৌসম' প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতকে আবহাওয়া-প্রস্তুত ও জলবায়ু-স্মার্ট করতে মিশন মৌসম চালু করেছি। এর লক্ষ্য উন্নত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার, পরবর্তী প্রজন্মের রেডার এবং উপগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।'

পাশাপাশি মৌসম ভবনের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করেন স্মারক মুদ্রা ও ১৫০ টাকার ডাকটিকিট। একইসঙ্গে আবহাওয়া সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য আইএমডি ভিশন ২০৪৭ নথি প্রকাশ করা হয়।

জখম ৬ সেনা

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর লাগোয়া রাজৌরি জেলার নওশেরার ভবানী সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ। যার জেরে ভারতীয় সেনার ছ'জন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহত সেনাদের রাজৌরি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক জনের চোট গুরুতর। বাকিরা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, অসাবধনতার বশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভূস্বর্গে অজানা জ্বরে ১০ শিশু সহ মৃত ১৩

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : অজানা জ্বরে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ জন শিশু সহ এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নানা বয়সের অনেকে। কী ধরনের সংক্রমণ ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি। সংক্রামিতদের থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার জম্মুর সীমান্তবর্তী রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অজানা জ্বরেই তাদের মৃত্যু হয়েছে মনে করা হচ্ছে। শনিবার একই পরিবারের ৬ জন শিশুকে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার মধ্যে বছর পাঁচেকের এক শিশুকন্যার শারীরিক অবস্থা ছিল সংকটজনক। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিল সে। রবিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এরপর একে একে আরও অনেক শিশুর মৃত্যুর খবর আসতে থাকে রাজৌরির বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে। মহম্মদ ইউসুফ নামে এক প্রবীণেরও মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে রহস্যময় জ্বরের বলি ১৩ জন।

একনজরে

- অজানা ভাইরাস সংক্রমণেই রহস্যময় জ্বর
- এখনও পর্যন্ত রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে তিনটি পরিবারের মধ্যেই সংক্রমণ সীমাবদ্ধ
- ইতিমধ্যে ১২ হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে
- গ্রামের পানীয় জল পরীক্ষায় কোনও জীবাণু মেলেনি
- মৃতদের ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষা চলছে

জম্মুর সরকারি মেডিকেল কলেজ, এসএমজিসি হাসপাতাল সহ রাজৌরির কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছে অনেককে। সংক্রামক রোগ বিষয়ক চিকিৎসক আশুতোষ গুপ্ত জানান, আক্রান্তদের মধ্যে জ্বর, সর্দি-কাশি, বমি বমি ভাব, শরীরে জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে রোগীদের, অনেকেই ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে শিশু ও প্রবীণদের সংখ্যাই বেশি।

রাজৌরির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মনোহর লাল জানিয়েছেন, রহস্যময় রোগটি আপাতত গ্রামের তিনটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আক্রান্তরা অসুস্থ হওয়ার আগে এক ধরনের খাবার খেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ঝুঁকি না নিয়ে রাজৌরির ঘরে ঘরে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় লোকজনের থুতু-লালার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পানীয় জলের নমুনাও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ল্যাবরেটরিতে। জল ও খাবার থেকে রোগ ছড়িয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলিকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে নতুন মেডিকেল দল। একইসঙ্গে বদহাল গ্রামের ৫৭০০ বাসিন্দার ওপর নিবিড় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

লাল আরও জানান, ইতিমধ্যে ১২ হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এবং গ্রামের পানীয় জল পরীক্ষায় কোনও জীবাণু পাওয়া যায়নি। মৃতদের ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টের অপেক্ষা চলছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় অনুমান করা হচ্ছে, কোনও ভাইরাসের সংক্রমণেই এমনটা ঘটেছে। কী ধরনের ভাইরাস, তা জানতে সংগৃহীত নমুনা পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পাঠানো হয়েছে। দিল্লির এইমস ও ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) থেকে আসা চিকিৎসক দল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া তাদের জীবনচক্র, জিনের গঠন এমনভাবে বদলে নিচ্ছে, যার নাগাল পেতে কালঘাম ছুটছে চিকিৎসকদের। ফলে চিকিৎসা শুরুর আগেই মৃত্যু হচ্ছে রোগীর।

গত বছর ডিসেম্বরেও এমনই এক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায়। সেইসময় মৃত্যু হয়েছিল একই পরিবারের মোট ৮ জনের। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল অনেককে।

মহাকুম্ভে অমৃত স্নানের তিন দৃশ্য... হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হচ্ছে ফুলের পাপড়ি। মহাযজ্ঞে আনন্দে সাধুর বেশে কিশোর। পুণ্য অর্জন করতে প্রার্থনা এক বিদেশিনীর। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

অমৃত স্নানের টানে মহাকুম্ভে জনজোয়ার

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : সোমবারের পুনরাবৃত্তি ঘটল মঙ্গলবার। তবে আরও ব্যাপকভাবে। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের হিসাব বলছে, মহাকুম্ভের দ্বিতীয় দিনে সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত ত্রিবেণি সঙ্গমে অমৃত স্নানে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন প্রথামাফিক স্নানপর্বের সূচনা করেন নাগা সন্ন্যাসীরা। শোভাযাত্রা করে সঙ্গমতটে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। নাগা সন্ন্যাসীদের দেখতে পথের দু-ধারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। এরপর একে একে বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসীরা স্নান করেন। প্রতিটি আখড়ার সদস্যদের স্নানের জন্য ৪০ মিনিট করে সময় বেঁধে দিয়েছিল প্রশাসন।

সাধুসন্তদের স্নানপর্ব শেষ হতেই সাধারণ মানুষ জলে নামেন। তাঁদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গোলাপের পাপড়ি বৃষ্টি করা হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় স্নান করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। অর্জুন গিরি নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মেলা চত্বর সংলগ্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার জনকে। কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলেও অধিকাংশকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ বলেন, 'আজ যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করেছেন। দেশের মঙ্গল কামনা করেছেন সকলে।' মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের অভিনন্দন জানাই। তাঁরা প্রয়াগরাজে 'মহাকুম্ভ ২০২৫'-এ মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পবিত্র সঙ্গমে পুণ্যস্নানে অংশ নিয়েছেন। আজ অমৃত স্নানে সাড়ে ৩ কোটির বেশি সাধক ও ভক্ত ত্রিবেণিতে স্নান করে পুণ্য অর্জন করেছেন।' অমৃত স্নান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় সব আখড়া, প্রশাসন, পুলিশ, সাফাইকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মহাকুম্ভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দপ্তরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার বিশ্বের বহু দেশ থেকে মহাকুম্ভে এসেছেন ভক্তরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল। সোমবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেন নিরঞ্জনী আখড়ার স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্যা লরেন। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গমে স্নান করার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই অসুস্থবোধ করেন লরেন। আশ্রমে বিশ্রাম করছেন তিনি। সুস্থ হলেই ত্রিবেণিতে ডুব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, বুধবার পর্যন্ত নিরঞ্জনী আখড়ায় থাকবেন লরেন। ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি।

কুম্ভে ডুব অসুস্থ স্টিভ-জায়ার

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াগের মহাকুম্ভে জনাকীর্ণ পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অ্যাপল-এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোবসের স্ত্রী লরেন পাওয়েল জোবস। তাঁর সারা গায়ে অ্যালার্জি বেরিয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও মহাস্নানের জন্য গঙ্গায় ডুব দিলেন। এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিরঞ্জনী আখড়ায় স্বামী কৈলাসনন্দ গিরি মহারাজের উপস্থিতিতে ব্যাসানন্দ গিরি মহারাজের পট্টাভিষেক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। পাওয়েল জানিয়েছেন, মহাকুম্ভের কলপবাসের প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য পালন করতে তিনি প্রস্তুত।

কেন্দ্রবিন্দু যখন আইআইটি বাবা

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি : নিজের মন ও মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার পথ হল আধ্যাত্মিকতা। এটা বুঝেই বম্বে আইআইটির প্রাক্তনী অভয় সিং ওরফে মাসানি গোরখ তাঁর পেশা ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। দেবাদিদেব শিবের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এবছরের মহাকুম্ভ মেলায় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস তিনি। মেলা চত্বরে তিনি কিন্তু 'আইআইটি বাবা' নামে পরিচিত। সকলে এই নামেই তাঁকে ডাকছেন।

কুম্ভমেলার জনজোয়ারেও অভয় সিংকে চিনতে অসুবিধে হবে না। তাঁর হাসিমাখা মুখ, চোখের দ্যুতিতে অনির্বচনীয় প্রশান্তি, সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলা, কথার মধ্যে বোধের প্রকাশ বুঝিয়ে দেবে ইনি সেই আইআইটি বাবা। আইআইটি বম্বে থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। চর্চা করেছেন পদার্থবিদ্যার। পড়ানোর কাজ করেছেন। এমনকি আলোকচিত্রী হিসেবেও একসময়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাই নিজেকে বুঝতে প্রয়াসী হন। মহাজগতের ঐশ্বরিক অনুভূতি অর্জনে সন্ন্যাস নেন। মহাকাশের জগৎ ছেড়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন মহাদেবের চরণে।

জীবনের মানে বোঝার জন্য তিনি দর্শন, উত্তর আধুনিকতাবাদ, সক্রেটিস, প্লেটো পড়েছেন। আইআইটি বাবা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বহু নেটিজেন অনলাইনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। অর্থের পরিবর্তে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা চ্যাটিং চলিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে।

এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও দেখছি, গোটা বিশ্ব শূন্য। শিবই চিরন্তন সত্য। আমার এই মনোভাবনার জীবন্ত উদাহরণ আইআইটি মহারাজ। তিনি কুম্ভমেলায় এক জীবন্ত দর্শনের মতো।' এক নেটিজেনের কথা, 'কজন পারেন সুললিত স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে এমন কৃচ্ছ্রসাধন করতে?'

ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি

মেটার কাছে ব্যাখ্যা চায় সংসদীয় কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছিলেন মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গ। সেই মন্তব্যের জেরে এবার মেটার কাছে ব্যাখ্যা চাইল সংসদের স্থায়ী কমিটি। কমিটির তরফে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মঙ্গলবার বলেন, 'আমার কমিটি এই ভুল তথ্যের জন্য মেটাকে ডাকবে। ভুল তথ্য যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এজন্য সেই সংস্থাকে ভারতীয় সংসদ এবং এখানকার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সাক্ষাৎকারে জুকেরবার্গ জানিয়েছিলেন, করোনা মহামারির প্রভাব এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গোটা বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছে। যার জেরে ২০২৪-এ ভারত সহ বিভিন্ন দেশে যেসব নির্বাচন হয়েছে তাতে শাসকদলগুলি পরাজিত হয়েছে। মেটা প্রধান বলেন, 'মার্কিনিদের অনেকেই এটিকে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল) আমেরিকার ঘটনা বলে মনে করছেন। তবে আমার মতে, করোনা সংক্রমণের প্রভাব বিশ্বের অনেক দেশের সরকারে ভাঙন ধরিয়েছে। বেড়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। কারণ ২০২৪ ছিল নির্বাচনের বছর।' তিনি আরও বলেন, 'অনেক দেশের মতো ভারতেও নির্বাচন হয়েছে। সেখানে ক্ষমতাসীনদের প্রায় প্রত্যেকে হেরে গিয়েছেন।' আর জুকেরবার্গের এই বয়ান নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির।

বস্তুত গত বছর লোকসভা ভোটে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে লড়াইয়ে বেশ কিছু আসন হারালেও কেন্দ্রে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি। তবে লোকসভায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। সরকার চালাতে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ-র সমর্থন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। জুকেরবার্গের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত ২০২৪-এ নির্বাচনের আয়োজন করেছিল। ভোট দিয়েছিলেন ৬৪ কোটির বেশি মানুষ। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের প্রতি ফের আস্থা দেখিয়েছে।' বৈষ্ণো-বার্তার রেশ ধরেই এবার মেটার কাছে ব্যাখ্যা চাইল নিশিকান্ত দুবের সংসদীয় কমিটি।

> আমার কমিটি এই ভুল তথ্যের জন্য মেটাকে ডাকবে। ভুল তথ্য যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। এজন্য সেই সংস্থাকে ভারতীয় সংসদ এবং এখানকার জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

পোঙ্গল উৎসবে শুরু হয়ে গেল প্রিয় জাল্লিকাট্টু খেলা। মঙ্গলবার মাদুরাইয়ে।

৩৩ পণবন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস

জেরুজালেম, ১৪ জানুয়ারি : তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়ে যাক, এটাই চাইছেন ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি তাঁর শপথ। তাঁর আশা ছিল। সেটাই হল। মঙ্গলবার দোহায় হওয়া যুদ্ধবিরতির খসড়া চুক্তি গ্রহণ করল প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। তাতে ইসজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩৩ জন ইজরায়েলি পণবন্দি মুক্তি পাবেন। ইজরায়েলের উপবিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুসংবাদ পাবেন তাঁর দেশের মানুষ। ইসরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে কাতার।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প তাঁর ভাবমূর্তি খাড়া করতে বার বার বলেছেন, তিনি যুদ্ধ চান না। তিনি আগামী চার বছরের জন্য মার্কিন মসনদে বসার আগে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি চাইছেন। ৩৩ পণবন্দি ইজরায়েলির মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি তারই লক্ষণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকদের একাংশ।

এক প্রথম সারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম কিন্তু ইজরায়েলি আধিকারিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হবে ৪২ দিনের। তাতে ৩৩ জন মুক্তি পাবেন। চুক্তির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মঙ্গলবার দোহায় আলোচনা চালাচ্ছেন বাইডেন প্রশাসনের দূত ব্রেট ম্যাকগার্ক, কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও ইজরায়েলি কর্মকর্তারা।

এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে খসড়া প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। হামাস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গতবছর ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা আচমকা কয়েকশো ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ছুড়ে পণবন্দি করেছিল শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা সহ কয়েকশো ইজরায়েলিকে। তেল আভিভ জানিয়েছে, এখনও ৯৪ জন পণবন্দি হামাসের ডেরায় বন্দি রয়েছেন। ইজরায়েলের অনুমান, তাঁদের মধ্যে অন্তত ৩৪ জনকে হামাস জঙ্গিরা মেরে ফেলেছে।

ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারে আমরা খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তারা পারস্পরিক করমর্দনের জায়গায় পৌঁছেছে। সম্ভবত সপ্তাহের শেষদিকে আমাদের আশা মিটবে।'

পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশে অবৈধভাবে বাস করছেন ৩০ হাজার বিদেশি নাগরিক। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এই বিদেশিরা মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানাননি। গোয়েন্দা সংস্থা, অভিবাসন ও পাসপোর্ট অধি দপ্তরের (ডিআইপি) ভিসা শাখা সূত্রে একথা জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বৈধ নথি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বেঁধে দেওয়া তারিখের পর অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহম্মদ খোদাবখস চৌধুরীর স্বাক্ষর করা বিজ্ঞপ্তিতেও অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, যাঁরা গত ২৬ ডিসেম্বরের জারি করা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থান বা কর্মরত থাকার কাগজপত্র সংগ্রহ করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অবৈধ বিদেশি

শান্ত ভারত সীমান্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগে সীমান্তে বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ায় বাধা দিয়েছিল বিজিবি। সীমান্তে দু-পারের বাসিন্দাদের পরস্পরকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছে। যার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার একাধিক এলাকায়। উত্তেজনা কমাতে বেড়া দেওয়ার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে বিএসএফ। গোটা ঘটনাকে নিজেদের 'সাফল্য' বলে প্রচার করছে ইউনূস সরকার। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর কথাতেও সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, 'ওরা (বিএসএফ) আর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে না। স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। আমরা বলেছি, আগামী মাসে বিজিবি ও বিএসএফের ডিজি পর্যায়ে একটি মিটিং আছে, সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।'

এদিকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার ওপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না ইউনূস শিবির। মঙ্গলবার হাসিনা ও তাঁর পুত্র জয়ের বিরুদ্ধে আলাদাভাবে ২টি মামলা দায়ের করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তথ্য গোপন করা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা করে মোট ২০ কাঠার প্লট বরাদ্দের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে জয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তারা।

হাসিনার বিরুদ্ধে ফের মামলা

৫ অগাস্টের পালাবদলের পর নানা ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েনে জড়িয়েছে বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক পদক্ষেপ দিল্লির উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, একদিকে ভারতবিরোধী প্রচারে ঝড় তুলে, অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোয় সংস্কারের কথা বলে জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মাধ্যমে তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের নতুন দল গঠন এবং জামাতকে সংগঠন গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বাড়তি সময় দিতে চাইছে। যে কারণে প্রায় সব ইস্যুতে ছাত্রনেতা ও মৌলবাদীরা ইউনূস সরকারের হয়ে সুর চড়াচ্ছেন। শাসক শিবিরের কৌশলে শুধু আওয়ামি লিগ নয়, বর্তমান বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসা বিএনপির পক্ষেও ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ হচ্ছে।

ইউনূস সরকারের কৌশল আঁচ করছে বিএনপিও। এদিন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'আমরা বারবার বলছি, নির্বাচিত সরকারের কোনও বিকল্প নেই। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মনে করি, এই বছরের মাঝামাঝি অর্থাৎ জুলাই-অগাস্টের মধ্যেই নির্বাচন করা সম্ভব। এজন্য আমরা সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারে।'

স্বাধীনতা মন্তব্যে বিতর্কে ভাগবত

ইন্দোর, ১৪ জানুয়ারি : ভারত স্বাধীন হয়েছিল কবে, জানেন? আপনি বলবেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট। ভুল। ঠিক উত্তরটা হল, অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই বক্তব্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'রাম মন্দিরের 'প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী' দিনটিকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে উদযাপন করা উচিত।'

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অযোধ্যায় রামলালার মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী উদযাপিত হয় এ বছরের ১১ জানুয়ারি। ইন্দোরের অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, '১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর লিখিত সংবিধান তৈরি হয়। তবে সেই সংবিধান ওই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। ভারত বহু শতাব্দীর শোষণের শিকার ছিল। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনই সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পায়।'

সরসংঘচালকের এহেন মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল শুরু করেছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটিকে স্বাধীনতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হিসাবে তুলে ধরে আরএসএস আসলে স্বাধীনতার ভিন্ন বয়ান তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা কড়া সমালোচনা করেছে ভাগবতের। দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, 'রামলালা আরএসএস আনেননি এবং মোহন ভাগবত সংবিধান লেখেননি। রামলালা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে আছেন। আমরা তাঁর জন্য সংগ্রাম করেছি। তবে রামলালা মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার। এই নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।'

> রাম মন্দিরের 'প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী' দিনটিকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে উদযাপন করা উচিত।
>
> **মোহন ভাগবত**

ব্র্যাড পিট সেজে মহিলার ৭ কোটি লুট

প্যারিস, ১৪ জানুয়ারি : ব্র্যাড পিটের নাম ভাঙিয়ে এক ধনী ফরাসি মহিলার কাছ থেকে ৮ লক্ষ ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) হাতিয়ে নিল এক অনলাইন প্রতারক। ওই প্রতারক নিজেকে হলিউড অভিনেতা ব্র্যাড পিট পরিচয় দিয়ে ৫৩ বছর বয়সি ওই মহিলার আস্থা অর্জন করে তাঁর কাছ থেকে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেন।

পেশায় ডিজাইনার অ্যান (ছদ্মনাম) জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ইনস্টাগ্রামে একজন নিজেকে ব্র্যাড পিটের মা পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব জমান। একটি বিলাসবহুল স্কি ট্রিপের পোস্ট দেখে প্রতারকের নজরে পড়েন অ্যান।

এর কয়েকদিন পর অ্যানের কাছে ব্র্যাড পিটের নাম ব্যবহার করা আরেকটি প্রোফাইল থেকে বার্তা আসে। সেই ব্যক্তি বলেন, 'হ্যালো আমি ব্র্যাড পিট। মায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে, শুনলাম। তিনি আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলেছেন। আপনি খুব বড় মনের মানুষ।' প্রথম দিকে ভুয়ো বলে মনে হলেও কথার ভাঁজে জড়িয়ে পড়েন অ্যান। ধীরে ধীরে কাব্যিক বার্তা ও ছবি এমনকি অন্তরঙ্গ ভিডিও দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে অনুরাগের ছোঁয়া পায়। অ্যানের কথায়, 'কথা এভাবে ভোলাতে পারে এমন লোক আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। মনে হত একে সব দেওয়া যায়।'

এক সময় নকল ব্র্যাড পিট বিবাহবিচ্ছিন্না অ্যানকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আরও জানান, তিনি দুরারোগ্য কিডনির ক্যানসারে ভুগছেন। তাতে কী! ব্র্যাডের মতো পাত্র কি চাইলেই পাওয়া যায়! করুণায় উথলে ওঠে অ্যানের মন। এরপর আসে সেই মোক্ষম প্রস্তাব। ইথার-প্রেমের অভিজ্ঞানস্বরূপ অ্যানকে একটি বস্তুগত উপহার পাঠাতে চান ব্র্যাড। যাতে তাঁকে চিরকাল মনে থাকে অ্যানের। মহামূল্যবান উপহারটি পেতে হলে অ্যানকে কাস্টমস ফি হিসাবে ৯ হাজার ইউরো জমা দিতে হবে। এইভাবে জালিয়াতদের চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েন অ্যান। সেই পথেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় ৮ লক্ষ ইউরো।

পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং শুরু

আকস্মিক ছাত্রমৃত্যুর জেরে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : রিয়েশ রাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের হস্টেল পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা জরুরি বলে মনে করেছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এজন্য তুফানগঞ্জ হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের বিশেষ টিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল। টিমের সদস্যরা বেশ কিছুক্ষণ পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করেন। এরইমধ্যে নয়া শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সহ পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একাধিক নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দেবব্রত বসু বলেন, 'এদিন পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ে তুফানগঞ্জ থেকে চিকিৎসকরা এসেছিলেন। তাঁরা হস্টেলের সবার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা বেশ কিছু পড়ুয়ার বিশেষ যত্নের কথা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার হস্টেলের ৮-১০ জন পড়ুয়াকে তুফানগঞ্জে পাঠানো হবে।' এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেবিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপাচার্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দিয়েছিলেন। এরপরই মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ হাসপাতাল থেকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করাতে বিশেষজ্ঞ টিম গিয়েছিল। ছাত্ররা কমবয়সি। বন্ধুর মৃত্যু ওদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। ওদের এই সমস্যা ধীরে ধীরে কেটে যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ নানা বিষয়ে এদিন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সহ আধিকারিকদের নিয়ে অনেকক্ষণ বৈঠক করেন। পরে জানা যায়, এবার থেকে পড়ুয়াদের বিস্তারিত শারীরিক তথ্য নিয়ে তারপর সেখানে ভর্তি করানো হবে। ভর্তির সময়ই পড়ুয়াদের মেডিকেল চেকআপও করানো হবে। ফি-বছর অন্তত একবার ক্যাম্পাসেই মেডিকেল ক্যাম্প করা হবে। একইসঙ্গে শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপকদের হেলথ ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হবে। একইসঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স আনার বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়। এতদিন মাঝিয়ান কোনও অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো অ্যাম্বুল্যান্সটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে বৈঠক সূত্রে খবর।

ছাত্রমৃত্যুর জেরে এবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত ছাত্রের বাড়িতে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দেওয়ার পর তাঁর স্মৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকসভা করা হবে বলে খবর।

> পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ে তুফানগঞ্জ থেকে চিকিৎসকরা এসেছিলেন। তাঁরা বেশ কিছু পড়ুয়ার বিশেষ যত্নের কথা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার হস্টেলের ৮-১০ জন পড়ুয়াকে তুফানগঞ্জে পাঠানো হবে।
>
> **দেবব্রত বসু**
> ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
> উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

টুসু আমার চিন্তামণি...

পৌষের শেষ দিনে নদিয়ার শান্তিপুরে টুসু গানে লৌকিক দেবীর আহ্বায়নে ঝুমুর শিল্পীরা। মঙ্গলবার। -পিটিআই

চিকিৎসা নিয়ে

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে এখনও মজুত রয়েছে। সেগুলি মঙ্গলবার রাতেই পৃথক করে ফেলা হয়েছে।

কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের কথায়, 'আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। প্রয়োজনমতো বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' আলিপুরদুয়ার জেলাতেও এই স্যালাইন আগে ব্যবহার করা হত। তবে, কয়েক মাস আগে ফালাকাটায় এক প্রসূতির মৃত্যুর পর জেলার সব হাসপাতালেই ওই সংস্থার সমস্ত স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি মেডিকেলের সুপার কল্যাণ খানও বলেন, 'আমরা এই সংস্থার আরএল স্যালাইন ব্যবহার আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশের পরে বাকি স্যালাইনগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' মালদা মেডিকেল কলেজের সুপার প্রসেনজিৎ বর বলেছেন, 'নিষিদ্ধ তালিকার কিছু ওষুধ আমাদের এখানে ব্যবহার হচ্ছিল। এখন বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে কিছু ওষুধ কিনতে হতে পারে। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বুধবার বৈঠক ডাকা হচ্ছে।'

শুধু পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহার হত বলে রাজ্যের কোনও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অন্য কোনও সংস্থার ওই সমস্ত পণ্য নেই। বিতর্কিত সংস্থাটির তৈরি রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইন ব্যবহারে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে রোগীমৃত্যুর পর হইচইয়ের জেরে শেষপর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা। যদিও গত বছরের মার্চ মাসে কর্ণাটকে ওই স্যালাইন কালো তালিকাভুক্ত হলেও এ রাজ্যে এতদিন ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অভিযোগ ওঠার পর আরএল স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ করা হলেও স্বাস্থ্য দপ্তর মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত সংস্থার বাকি পণ্যগুলিকে নিষিদ্ধ করেনি। ফলে রোগী বা রোগীর পরিবার শুধু নয়, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত পণ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে বলা হয় রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল ও হাসপাতালকে।

জেলায় জেলায় নমুনা সংগ্রহ শুরুও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর প্রশান্ত বিশ্বাস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত স্যালাইন, ইনজেকশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই নির্দেশ পেয়ে রাতেই সব মেডিকেল এবং হাসপাতালে মজুত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের সমস্ত স্যালাইন সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

নেতাদের ভরসা

প্রথম পাতার পর

ঠিক কী কী কাজ করেন তাঁরা? স্থানীয় নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অনেক সময় অনেক কাজ করাতে হয় পুলিশের মাধ্যমে। সেটা কারও বিরুদ্ধে মামলা করা হতে পারে। কোনও মামলার গুরুত্ব কমানো-বাড়ানো হতে পারে। গ্রেপ্তারি এড়ানো বা গ্রেপ্তার করানোর মতো আরও অনেক কিছুই হতে পারে। এসব নিয়ে সরাসরি পুলিশের সঙ্গে কথা বলা যায় না। তখন সিভিক ভলান্টিয়ার বা ভিলেজ পুলিশরাই থানা বা ফাঁড়ির ওসি-তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে 'ব্যবস্থা' করিয়ে দেন।

এছাড়াও কোনও এলাকায় জুয়ার বোর্ড বসানো, বালি-পাথর পাচার, ইট পাচার, মদের ঠেক বসানোর ক্ষেত্রে মাসিক বন্দোবস্ত কী হবে, সেটাও ঠিক হয় এই সিভিক বা ভিলেজ পুলিশদের হাত ধরে।

থানা বা ফাঁড়িতে কোনও নতুন পুলিশ আধিকারিক এলে, তাঁর সঙ্গে নেতা বা প্রভাবশালীদের সম্পর্ক গড়ে তোলাও হয় এই ভিলেজে পুলিশ ও সিভিকদের মাধ্যমেই। নতুন-পুরোনো যে-ই হোক, পুলিশ আধিকারিকরাও ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন এই প্রথায়।

উদ্বেগ আলিপুরদুয়ারে

প্রথম পাতার পর

১৫-১৬ বছরের মেয়েরা বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে। সোমবার ফালাকাটাতে হোমের আবাসিক নবম শ্রেণির ছাত্রীটিও একই অবস্থার শিকার।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুদীপ্ত হালদার বলেন, 'কম বয়সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় শারীরিক জটিলতা তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভপাতও হচ্ছে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছে নাবালিকা মায়েরা। এমনকি কম ওজনের সন্তান হওয়ায় শারীরিক দিকটিও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।'

ফালাকাটার মঙ্গল চেয়ে মহাকুম্ভমেলায় স্নান

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : ফালাকাটার মঙ্গলকামনায় স্নান। তাও যেখানে-সেখানে নয়, একেবারে প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায়! মঙ্গলবার ভোরে এলাহাবাদের প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় স্নান সারলেন ফালাকাটার কয়েকজন ব্যবসায়ী। তাঁরাই এদিন ফালাকাটাবাসীর মঙ্গল চেয়ে পুজোও দেন। রীতিমতো হাতে পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের সেই পুজো দেওয়ার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

ফালাকাটা থেকে ১৫ জনের দল গিয়েছে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায়। গত ১২ জানুয়ারি দলটি ফালাকাটা থেকে রওনা দিয়েছিল। মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তির কাকভোরে ব্যবসায়ীদের ওই দলটি পুজো দেয়। এদিন ছবিতে দেখা গিয়েছে, তাঁদের হাতে ছিল পোস্টার। সেখানে লেখা আছে, 'ফালাকাটাবাসীর মঙ্গলকামনায় প্রয়াগের কুম্ভস্নানে আমরা।' ওই দলটির অন্যতম সদস্য তপন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা নিজ নিজ পরিবার, আত্মীয়পরিজনের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি ত্রিবেণিসংগমে জলে দাঁড়িয়ে ফালাকাটাবাসীরও মঙ্গলকামনা করেছি। এখানকার তীব্র হাড়কাঁপানো শীতে অবশ্য নদীতে স্নান করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।' দলের সদস্য মন্টু সূত্রধরের কথায়, '২০২৫-এর মহাকুম্ভের পৃথক ধর্মীয় মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব রয়েছে। তাই, হাতের সব কাজ ফেলে রেখে দলবেঁধে প্রয়াগে চলে এসেছি। মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে স্নান ও পুজো দিয়ে ফালাকাটাবাসীর মঙ্গলকামনা করেছি।'

প্রয়াগরাজে পোস্টার হাতে ফালাকাটার ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

বন্ধ ডলোমাইট কারবার

প্রথম পাতার পর

সরবরাহের কাজ চলছে। এদিন এই অভিযোগের সদুত্তর দিতে পারেননি ডিআরএম।

পরে মনোজ বলেন, 'যানজট, ডলোমাইট সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডিআরএমের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ডিআরএম-কে জানিয়েছি, যতদিন বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে না ততদিন এখানে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ থাকবে।'

আর ভয়েস অফ বীরপাড়ার সভাপতি চতুর পানোয়ার বলেন, 'ডিআরএম আমাদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। রেলমন্ত্রক একের পর এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছিল। আজ সাংসদ বলে দিয়েছেন, বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ থাকবে। বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করা আমাদের সংগঠনেরও প্রধান লক্ষ্য।' ডিআরএমের আসার খবর পেয়ে এদিন শয়ে-শয়ে মানুষ দলগাঁও স্টেশনে জড়ো হন। ভয়েস অফ বীরপাড়াকে ডিআরএম জানান, দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা দেখতে চাইলে কিন্তু ডিআরএম কিছুই দেখাতে পারেননি। এরপর স্থানীয় মহিলারা দাবি করেন, ডিআরএম-কে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বেহাল দশা খতিয়ে দেখতে হবে। এই ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মটি কেবলমাত্র মালগাড়ি দাঁড় করিয়ে ডলোমাইট তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই ওই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে না সাধারণ মানুষ। এদিন অবশ্য স্থানীয় মহিলাদের দাবি মানেননি ডিআরএম। তাই তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বীরপাড়াবাসী।

এদিকে, ডলোমাইট সরবরাহকারী সংস্থাটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেল থেকে প্রায় অর্ধেক ডলোমাইট সরবরাহ করা যায়নি। কারণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। এদিকে, সোমবার রাতে ভুটান থেকে ডলোমাইট আনা হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার সারাদিন সেই ডলোমাইট সরবরাহ করা যায়নি। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে প্রায় ১২ হাজার টন ডলোমাইট স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে ছিল।

তিনি যানজটে আটকে পড়াতেই কি এত বড় পদক্ষেপ? মনোজ বলছেন, '২০০৩ সাল থেকে বীরপাড়ায় ডলোমাইট দূষণ বন্ধে আন্দোলন করছি। কারণ দূষণ এবং যানজটে জেরবার সাধারণ মানুষ। রেলমন্ত্রকও বিকল্প জায়গায় প্রকল্পটি সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। রাজ্য সরকারের উচিত জমি দিয়ে রেলমন্ত্রককে সহযোগিতা করা।'

দুর্ঘটনা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার সকাল ন'টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার বিএমসি মাঠ ও এফসিআই গুদাম লাগোয়া বাঁধের উপর র‍্যাশনসামগ্রী বোঝাই একটি ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ট্রাকের খালাসি। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার জেরে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করেন। ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধ তুলে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গোয়ালে আগুন

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : গোয়ালের একপাশেই প্রায় হাজার আঁটি খড় কিনে মজুত করেছিলেন শামুকতলা বাজারের জীবন সরকার। মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎই সেখানে আগুন লেগে সব খড় পুড়ে যায়। গোয়ালটিরও অনেক পুড়ে গিয়েছে। তবে ঘটনার সময় সেখানে গোরু না থাকায় সেগুলি প্রাণে বেঁচে যায়। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

মানবিক উদ্যোগ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তিতে আলিপুরদুয়ারের দুর্গাবাড়ি কমিটির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, কাউন্সিলার পার্থ সরকার, দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিশেষ পুজো

জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : জয়গাঁ শহরের ছোট মেচিয়াবস্তি লাগোয়া গায়ত্রী শক্তিপীঠে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। এদিন মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন ভক্তরা। মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। তাতে আহুতি দেন ভক্তরা।

বলিদান দিবস

মাদারিহাট, ১৪ জানুয়ারি : শহিদ সেনা জওয়ান গঙ্গা বরা'র বলিদান দিবস পালিত হল মঙ্গলবার। মাদারিহাট ব্লকের মুজনাই চা বাগানের গঙ্গা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন তিনি। প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি তাঁর বলিদান দিবস পালন করেন পরিবারের সদস্যরা।

সংস্থার বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি এই সংস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের চুক্তি ঘিরে অস্বচ্ছতা রয়েছে দাবি করে তদন্ত চেয়েছেন। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দাবিও তুলেছেন।

এদিন চোপড়ার তিনমাইলহাটে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসে গিয়ে দেখা যায়, উৎসাহী অনেকে সেখানে ভিড় করেছেন। নিরাপত্তারক্ষীরা ভিতরে কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। সূত্রের খবর, কয়েকদিন ধরে সংস্থার কর্তারা কেউ না এলেও মাঝেমধ্যে তাঁদের তরফে কিছু নির্দেশ আসছে বলে জানা গিয়েছে।

এই সংস্থার অন্যতম কর্তা কৈলাস মিত্রুকার চোপড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই চা বাগান এবং কারখানা রয়েছে। সোনাপুর এলাকায় অতীতে তাঁর রাইস মিলের ব্যবসা ছিল। সেই সূত্রেই সোনাপুরের তিনমাইলহাটে জিয়াখুড়ি মৌজায় জাতীয় সড়কের ধারে তিনি প্রায় ৬ একর জমি কিনেছিলেন। এখানে প্রথমে চা কারখানা করার কথা ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তবে, ২০১৪ সালে এই জমিতে স্যালাইন কারখানা চালু হয়। এক দশকে তরতর করে বেড়ে ওঠে ব্যবসা। এ রাজ্যের সঙ্গে চুক্তির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্য, এমনকি বিদেশেও সংস্থার তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি হয়।

শ্রমিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যানেজমেন্ট থেকে কারিগরি বিভাগ পুরোটাই বাইরের কর্মীরা সামলালেও প্যাকেজিং, পণ্য ওঠানো নামানোর কাজ স্থানীয় শ্রমিকরাই করতেন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে দোষারোপ বিধায়ক গনির

নিউজ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : কালিয়াচকে শুটআউটের ঘটনা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জেলা তৃণমূল। কেউ বলছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আবার কারও বক্তব্য, দল নয়, সমাজবিরোধীদের কাজ। তবে বাবলা খুনের রেশ কাটার আগেই এদিনের ঘটনা তৃণমূলকে যেমন অস্বস্তিতে ফেলেছে, তেমন বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এদিন বিধানসভার বাইরে আবদুল গণি জানান, 'যতদূর খবর পেলাম, জাকিরকে যারা সমর্থন করে, তারাই এই খুনের পিছনে রয়েছে।'

তাঁর মতে, 'পঞ্চায়েত সমিতির একটি পদে নিজের লোককে বসাতে চাইছেন বকুল। বকুল খুবই প্রভাবশালী। কয়েক মাস আগে জাকিরের হাত ধরে দলে কিছু লোক যোগ দিয়েছিল। তারাই এদিনের ঘটনায় যুক্ত। তবে গনির দাবি, আসল মাথা ব্লকের এক কর্তা।'

স্বাভাবিকভাবেই এদিনের

সমর্থন পদ্মের

ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগকে সমর্থন করেছেন। শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় এলাকায় দখল নিয়ে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। কালিয়াচকে জালনোট, ড্রাগ, জমি জায়গার বেআইনি ব্যবসার হাব হয়ে উঠেছে। পুলিশ চুপ করে রয়েছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'কয়েকদিন আগেই বাবলা সরকারকে খুন করা হয়েছে। সেখানেও মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। জেলাজুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।'

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর দাবি, 'আসলে গোটা রাজ্যজুড়ে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছে তৃণমূল। হাওড়ার তপন দত্তের খুন থেকে যার শুরু। সেই সময়ও তপন দত্তের পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি তৃণমূল।' তবে তৃণমূলের মালদা জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর কথায়, 'যারা গুলি চালিয়েছে তারা যে তৃণমূলের এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। আমরা যাদের নাম শুনছি তারা কংগ্রেসের। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে নাম লিখিয়ে যদি কেউ নোংরামো করার চেষ্টা করে, তাদের দল কিংবা প্রশাসন ছেড়ে দেবে না। আর যারা সমাজবিরোধী, তাদের কোনও দল হয় না।'

যদিও জেলা তৃণমূল সভাপতির দাবি কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, জাকির তৃণমূলের কেউ না কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী। বিধানসভার আগে সুজাপুরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। এই ঝামেলা নিয়ে পুলিশ জানতো। পুলিশ নজর রেখেছিল। হঠাৎ এমনি অতর্কিত আক্রমণ হবে সেটা তো সবসময় বোঝা যায় না। আশা করছি, পুলিশ দ্রুত গ্রেপ্তার করবে সকলকে।

> তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লড়াই চলছে। কালিয়াচকে জালনোট, ড্রাগ, জমি জায়গার বেআইনি ব্যবসার হাব হয়ে উঠেছে। পুলিশ চুপ করে রয়েছে।
>
> **অম্লান ভাদুড়ি**
> সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি
> দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা

অন্যদিকে প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন দলের অন্দরের কোন্দল নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। বল ঠেলছেন জেলা নেতৃত্বের কোর্টে। তাঁর মতে, আমি সংগঠনের দায়িত্বে নেই, তাই এনিয়ে মন্তব্য করব না। তবে যা ঘটছে খুব দুর্ভাগ্যজনক। পুলিশ পদক্ষেপ নিক। তৃণমূলের লোক যুক্ত আছে, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর। তাঁর প্রতিক্রিয়া, ঘটনাটা শুনেছি। সবটা খতিয়ে দেখতে হবে। এসব ঘটনা আতঙ্কিত করছে মানুষকে। পুলিশকে আরও তৎপর এবং সক্রিয় হতে হবে।

রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, এই ব্যাপারে যা বলার জেলা সভাপতি বলবেন।'

(তথ্য সহায়তা-অরিন্দম বাগ ও সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল)

কালিয়াচকে ফের খুন তৃণমূল নেতা

প্রথম পাতার পর

গুলি করার পর হাসা রাস্তায় পড়ে আছেন। সেই অবস্থাতেই একদল লোক ইট দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে দিচ্ছে। বাধা দেওয়ার বদলে কিছু লোক সেই ছবি তুলতে ব্যস্ত!

খবর পেয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজার নেতৃত্বে র‍্যাফ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মাথায় গুলিবিদ্ধ বকুল ও তাঁর ভাইকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে গুলি চালানো ও মারধর করার বেশ কিছু দৃশ্য পাওয়া গিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এসারউদ্দিন স্পষ্ট দাবি করেন, কংগ্রেস থেকে সদ্য তৃণমূলে আসা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে জাকির হামলা করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, গোলমাল শুরুর পর হাসা প্রথমে পিস্তল বের করে ফায়ার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জাকির গোষ্ঠীর লোকজন সেই পিস্তল কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই তাঁর মাথায় গুলি চালিয়ে দেয়। বকুল পালানোর চেষ্টা করে, দুষ্কৃতীরা তাঁর মাথাতেও গুলি চালায়। এসারুদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়।

বকুল শেখের ভাই আজমাল শেখ এদিন বলেছেন, 'জাকির শেখকে নতুন করে দলে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরেই এলাকার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জাকির শেখ ও নাসিম শেখ যুক্ত রয়েছে। আমার দাদা বকুলকে খুন করে এলাকা দখল করতে চাইছে জাকির।' তাঁর অভিযোগ, জাকিরের এই বাড়বাড়ন্তের পেছনে তৃণমূলের কালিয়াচক-১ ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের মদত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সারিউলের প্রতিক্রিয়া, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। জাকির শেখ ও বকুল শেখের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ। কোনও পক্ষকে মদত দেওয়ার কিছু নেই।'

বনদুর্গা মন্দিরে হাতির আতঙ্ক, পণ্ড পুজো

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : হাতির হানাদারি ঘটল ফাড়াবাড়ি-নেপালি বস্তিতে। আতঙ্ক ছড়াল অন্তত পাঁচ কিলোমিটার দূরের বনদুর্গা মন্দির এবং লাগোয়া এলাকায়। আর এমন আতঙ্কের জেরে পুজোর উদ্যোক্তারা যেমন মন্দির চত্বর ফাঁকা করলেন দ্রুততার সঙ্গে, তেমনই পুজো না দিয়ে মাঝপথ থেকেই বাড়ির পথ ধরলেন অনেকে। মঙ্গলবারের এমন ঘটনায় এবছর বনদুর্গাপুজো ব্যতিক্রমী হয়ে থাকল।

বনের মধ্যে বনদুর্গা মন্দির হওয়ায় সবসময়ই হাতির আতঙ্ক থাকে। কিন্তু সোমবার পূর্ণিমার রাতে পুজোর ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাতই ঘটেনি। নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত কিছু হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার দিনের আলোয় পুজো দেবেন ভেবেছিলেন যাঁরা, তাঁরাই পড়লেন বিপাকে। এর মূলেই রয়েছে নেপালি বস্তি-ফাড়াবাড়িতে একটি হাতির উপস্থিতি। এখানে একটি হাতিকে রাস্তা পার হতে দেখেন এক ব্যক্তি। স্কুটি নিয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চাও ছিল। যদিও তাঁর কোনও ক্ষতি করেনি বন্যপ্রাণীটি। ওই ব্যক্তির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। আর এই ঘটনাই হাওয়া পেতে বেশি সময় লাগেনি। হাতির হানার খবর পৌঁছে যায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের বনদুর্গা মন্দির এলাকাতেও। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পুণ্যার্থীরা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মাঝপথে ছিলেন, তাঁরা বাড়ির পথ ধরেন। মন্দিরে থাকা মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন। পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে আসেন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও মঞ্জুলা তিরকে ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তড়িঘড়ি ভক্তদের মন্দির এলাকা থেকে বের করে দেন বনকর্মীরা ও পুলিশ। এডিএফওর বক্তব্য, 'লোকজন ঘাবড়ে গিয়েছিল। আসলে হাতিকে সামনে থেকে রাস্তা পার হতে দেখে ভয় পেয়ে যায় একটি ছেলে। এরপরেই হাতির খবর চারদিকে রটে যায়। তবে সকলকে একেবারে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এরপর আর কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।'

মন্দিরে পুজো দিতে আসা ভবেশ রায় বলেন, 'বনদুর্গা দেবীর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। পুজো দেওয়ার পর দুপুরের দিকে শুনতে পাই জঙ্গলে নাকি হাতি দেখা গিয়েছে। প্রথমটায় খানিকটা ঘাবড়ে যাই। তবে বনকর্মী, পুলিশ সকলেই সেখানে ছিলেন এবং সকলকে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে আসেন।'

হাতির হানাদারি ঘটল ফাড়াবাড়ি-নেপালি বস্তিতে। আতঙ্ক ছড়াল অন্তত পাঁচ কিলোমিটার দূরের বনদুর্গা মন্দির এবং লাগোয়া এলাকায়। আর এমন আতঙ্কের জেরে পুজোর উদ্যোক্তারা যেমন মন্দির চত্বর ফাঁকা করলেন দ্রুততার সঙ্গে, তেমনই পুজো না দিয়ে মাঝপথ থেকেই বাড়ির পথ ধরলেন অনেকে। মঙ্গলবারের এমন ঘটনায় এবছর বনদুর্গাপুজো ব্যতিক্রমী হয়ে থাকল।

মকর সংক্রান্তিতে বনদুর্গা মন্দিরে চলছে পুজো। মঙ্গলবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

পিঠে খেলে পেটে সয়...

১) কলেজ হল্টে হরেক স্বাদের পিঠের পসরা। ২) পৌষ সংক্রান্তিতে বাড়িতে পিঠে বানানো। ৩) মিষ্টির দোকানে রেডিমেড পাটিসাপটা। ও ৪) নিত্যদিনের ভাপা পিঠে। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

টুটিফ্রুটি পাটিসাপটা, গাদা পুলির বাহার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : কোথাও গোলাপ পিঠে, টুটিফ্রুটি পাটিসাপটা, ওটস মালপোয়া, ব্রাহ্মীশাকের পাটিসাপটা। কোথাও আবার চুসির পায়েস, মুগপুলি, সেদ্ধ পুলি, রসবড়া, ক্ষীরের পাটিসাপটা আর কত কী। একদিকে চিরাচরিত হরেক রকমের পিঠে, আরেকদিকে ফিউশন পিঠের বাহার। একবার হলেও চেখে দেখতে ইচ্ছে হবেই। কিন্তু খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ, কারণ সেগুলো আনা হয়েছে প্রতিযোগিতার জন্য। কলেজ হল্টে চলা পিঠেপুলি উৎসবের প্রথম দিনটা কিছুটা এমনই ছিল।

'শব্দ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব থাকবে বুধবারও। এখন সময়ের অভাবে আর পিঠে বানাতে পারেন না মহিলারা। তাই ভরসা রেডিমেড জিনিস। সেই পিঠে বানানোর ঐতিহ্য ধরে রাখতেই এই উৎসবের আয়োজন। কলেজ হল্ট এলাকায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ম-ম করে পিঠেপুলির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার জন্য পিঠের ডালিগুলো যখন একেক করে উৎসবের জায়গায় পৌঁছাচ্ছিল, তখন সুগন্ধে ভরে উঠেছিল এলাকা। উৎসবস্থলটি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল কোনও গ্রামের উৎসব।

ফিউশন-ক্লাসিকের লড়াই

শুধু প্রতিযোগিতা নয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও পিঠে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিক্রির জন্য। যা খেতেও ভিড় করেছিলেন অনেকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। স্থানীয় শিল্পীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সেখানে। ফিতে কাটার মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার, সাহিত্যিক পরিমল দে সহ বিশিষ্টরা।

জংশন থেকে আসা দোলা দে সরকার এই নিয়ে তৃতীয়বার অংশ নিলেন। এবার ওটস মালপোয়া, ঝাল ভাপা পিঠে, ভাপা পুলি, সরুচালের পিঠের সঙ্গে রাজস্থানের কাঁচা হলুদের সবজি নিয়ে এসেছেন। আবার উদয়ন বিতান এলাকার সোমা চক্রবর্তী বলেন, 'গাদা পুলি, রঙিন চুসি পিঠে, কমলা মালপোয়া নিয়ে এসেছি।' সৌমিতা সরকার গোকুল পিঠে, রসবড়া, কলার পিঠে নিয়ে হাজির। এবার নিয়ে পাঁচবার অংশ নেন তিনি।

শান্তিনগর এলাকার নন্দিতা সরকার গাজরের দুধপুলি, টুটিফ্রুটি পাটিসাপটা, গ্লাস ভাপা পিঠে প্রভৃতি ফিউশন পিঠের সম্ভার নিয়ে আসেন। আবার জংশনের নীলা মোদক কুণ্ডু তরঙ্গ মিষ্টান্ন, বিটের রস দিয়ে সাদা পিঠে, ব্রাহ্মীশাক পাটিসাপটার মতো ডিশ রেখেছেন। পিঠেপুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সব মিলিয়ে প্রায় ২০ মহিলা। ওই সংস্থার সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'চিরাচরিত পিঠের সঙ্গে নিত্যনতুন ভাবনার পিঠে নিয়ে এসেছেন সকলে। পিঠের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' এদিকে, পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের তরফে মিড-ডে মিলে পায়েস ও মালপোয়া খাওয়ানো হয়েছে। প্রায় ১৫০ জন অংশ নিয়েছিল। পিঠে সংস্কৃতি পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষক, শিক্ষিকারাই পড়ুয়াদের খাবার পরিবেশন করছিলেন।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৬
বি পজিটিভ	-	৯
ও পজিটিভ	-	৭
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

স্মরণসভা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াত শিক্ষক মানিকরঞ্জন সোমের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল তাঁর নিজ বাসভবনে। পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় তাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী ও আত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন। গত ২৪ ডিসেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি কলকাতার এক নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ম্যাক উইলিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করতেন মানিকরঞ্জন। স্মরণসভায় তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনী রায় বলেন, 'ছাত্রদের সঙ্গে বাবার এক আত্মিক যোগ ছিল। তাঁর অনেক ছাত্র আজ দেশে-বিদেশে সফল। আর এটা বাবার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এমনকি তাঁর মুখাগ্নি একজন প্রাক্তন ছাত্রই করেছেন।'

শিক্ষকের স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা জানান, কেবল অঙ্ক নয়, জীবনের পাঠ দিতেন তিনি। তাঁর শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও উৎসর্গের কথা স্মরণ করে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

প্রবেশদ্বার তৈরি নিয়ে বিতর্ক

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন পর্যটনক্ষেত্রগুলিতে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রবেশ তোরণ। যেমন উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি গেট, কোচবিহার গেট, পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা গেট, তারাপীঠ তোরণ ইত্যাদি। যদিও তার এক দশক আগে ২০০১ সালে আলিপুরদুয়ার শহর ও গ্রামীণ ক্ষেত্রকে পৃথক করা কালজানি নদীর উপর তৈরি সেতুতে একটি প্রবেশদ্বার বানিয়েছিল পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। সেটি শহরের প্রবেশদ্বার হিসাবে বহুলপরিচিত। ওই প্রবেশ তোরণটি রয়েছে পঞ্চায়েত এলাকায়। তৎকালীন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক নির্মল দাসের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে পূর্ত দপ্তর এটি তৈরি করেছিল। কিছুদিন আগে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, আলিপুরদুয়ার শহরের তিনদিকে তিনটি প্রবেশদ্বার তৈরি করা হবে। তার একটি বীরপাড়ায় তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলি সবই তৈরি হবে পুর এলাকায়। এরফলে, কালজানি সেতুর দু'প্রান্তে একশো মিটার ব্যবধানে থাকবে দুটি প্রবেশদ্বার। একই সেতুর উপর দুই প্রবেশদ্বার তৈরি নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি টাকা নয়ছয়ের কথাও উড়িয়ে দিতে পারছেন না পুর নাগরিকরা।

গত ২০০১ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমার ১২৫ বছর পূর্তিতে কালজানি সেতুর যে প্রান্ত থেকে গ্রামীণ এলাকা শুরু সেখানে তোরণটির উদ্বোধন হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস জানান, বহু প্রবীণ নাগরিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবি মেনে বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে তোরণটি তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি জানতে পেরেছেন, সেখানে আরও একটি

চর্চা শুরু

- ■ উত্তরবঙ্গে তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ি গেট, কোচবিহার গেট, পূর্ব মেদিনীপুর দিঘা গেট, বীরভূমে তারাপীঠ তোরণ
- ■ ২০০১ সালে বাম আমলে কালজানি সেতুর উপর হয় তোরণ
- ■ এবার শহরের তিনপ্রান্তে তিনটি নয়া তোরণ তৈরির প্রস্তাব

নয়া প্রবেশদ্বার তৈরি হবে। তাঁর পরামর্শ, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ভুলে পুরোনো তোরণটি সংস্কার বা সেটি নতুন করে তৈরি করলে ভালো হত।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আগে থেকে যে তোরণটি রয়েছে সেটি পুরসভার এক্তিয়ারে নেই। তাই, এবার শহরের সৌন্দর্যায়নে পুরসভা এলাকায় প্রবেশদ্বার তৈরির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কের দেয় অর্থে তৈরি তোরণটিতে এখনও জেলার বদলে মহকুমা শব্দটি লেখা রয়েছে।' নির্মলের কথায়, 'রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলেরই সরকার চলছে। এতদিনও তাঁরা কেন সেই ভুল সংশোধন করতে পারল না?' প্রাক্তন বিধায়কের দাবি, 'আলিপুরদুয়ার নামেই জেলা হয়েছে, এখনও পূর্ণাঙ্গ

> জেলা সদরের বহু রাস্তা সহ পরিকাঠামোগত উন্নতি এখনও সম্ভব হয়নি। তাই, লোকদেখানো উন্নতি না করে শহরবাসীকে পুর পরিষেবা প্রদান ও উন্নতির কথা ভাবলে ভালো হত।
>
> **শান্তনু দেবনাথ** *কংগ্রেস কাউন্সিলার*

জেলা হয়নি।' এ প্রসঙ্গে পুরসভার বিরোধী দল কংগ্রেসের কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ জানান, তিনি শহরের সৌন্দর্যায়নে প্রস্তাবিত প্রবেশদ্বার তৈরির বিরোধী নন। শহরে সবার আগে পরিকাঠামোগত উন্নতি জরুরি। তারপর সৌন্দর্যায়ন করলে ভালো হয়। তিনি বলেন, 'জেলা সদরের বহু রাস্তা সহ পরিকাঠামোগত উন্নতিসাধন এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই, লোকদেখানো উন্নতি না করে সঠিকভাবে শহরের মানুষকে পুর পরিষেবা প্রদান ও উন্নতির কথা ভাবলে সব থেকে বেশি ভালো হত।'

নাটক মঞ্চস্থ করছে প্রয়াস।

সচেতনতায় পথনাটক

ফালাকাটা, ১৪ জানুয়ারি : রক্তদান কতটা জরুরি, তা কমবেশি সকলেই জানেন। তাই তো বলা হয়, রক্তদান মানে জীবন দান। কিন্তু নানা কারণে বর্তমানে হাসপাতালগুলির ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই রক্তসংকট মেটাতে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাই তাঁদের মধ্যে রক্তদান নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে এবার পথনাটকের সাহায্য নিল ফালাকাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। মঙ্গলবার প্রয়াসের তরফে ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশন করা হয়। সংস্থার সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'রক্তদানে ভয়ভীতি অনেকের মধ্যে থাকে। তাই তাঁরা রক্তদান করতে পারেন না। আমরা তাই পথনাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রক্তদান করতে সচেতনতা গড়ে তুলছি। তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছি।'

এদিন ফালাকাটা হাইস্কুলের সামনে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও রক্তদানে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিয়ে পথনাটক করা হয়। 'মানবিকতায় রক্তদান' শীর্ষক এই নাটক এদিন শহরের আরও দুই-তিন জায়গায় উপস্থাপন করা হয়। গোটা জানুয়ারি মাস শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজার এবং জনবহুল এলাকায় এই পথনাটক মঞ্চস্থ করা হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

রাস্তার ওপর ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ভোগান্তি

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : রাস্তার ওপরেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। আর আলিপুরদুয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রধান রাস্তার ধারেই গড়ে ওঠা সেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের জন্য যানজট বাড়ছে এলাকায়। দিনভর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে থাকছে শহরের জামতলা বড় বাজার থেকে বাটা মোড় এলাকা।

ওই স্ট্যান্ডে তো একেবারে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকছে সাত-আটটি গাড়ি। বাকি গাড়িগুলো যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে গাড়ির ভিড়ে অলিগলিতেও ছড়িয়ে যাচ্ছে যানজট। নাকাল হচ্ছেন স্থানীয়রা। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বাজার জামতলা ট্যাক্সিস্ট্যান্ডটিকে কেন্দ্র করে যানজটে নাভিশ্বাস উঠেছে এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ এবং এলাকাবাসীর।

সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকারও সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওই গাড়িগুলো যত্রতত্র পার্ক করায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।' আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের সবচাইতে পুরোনো ট্যাক্সিস্ট্যান্ড এটি। সেটি যাতে সরানো যায়, সেজন্য পুরসভা পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে।

কাউন্সিলার পার্থ বলেন, 'আমরা কয়েকটি বিকল্প জায়গা খোঁজা শুরু করেছি। যাতে শহরের প্রধান রাস্তার ধার থেকে ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়া যায়। ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড না সরলে শহরের যানজট সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমি এই বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গেও কথা বলেছি। এবং প্রশাসনের কাছেও বিকল্প জায়গার জন্য আবেদন করেছি।'

জামতলা ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই আলিপুরদুয়ার টাউন রেলস্টেশন। রাস্তার ওপরই রয়েছে টাউন স্টেশন রেলগেট। দিনে অন্তত সাত-আটবার ট্রেন চলাচলের জন্য ওই রেলগেটটি বন্ধ রাখা হয়। রেলগেট বন্ধ হয়ে গেলেই যানজট সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, হেঁটে ওই এলাকা পার হতে গেলেও ১৫-২০ মিনিট সময় লেগে যায়। দুই চাকা, চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে যে কতখানি ভোগান্তি হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের মুখেও শোনা গেল কাউন্সিলারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। তিনিও বললেন, 'ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের জন্য বিকল্প জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে। ওই স্ট্যান্ডের জন্য গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তার ওপরই স্ট্যান্ড থাকায় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে, দ্রুত একটা সমাধানের পথ বের করা হবে।'

এই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে খুব বেশি গাড়ি রাখার জায়গা নেই। তাই গাড়িচালকরা আলোকদূত শিশু বিদ্যালয় থেকে মহামায়া মন্দিরের রাস্তায় গাড়িগুলো দাঁড় করিয়ে রাখেন। এর জেরে আপৎকালীন সময়ে ওই এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের গাড়ি পর্যন্ত চলাচল করতে পারে না।

গাড়িচালক বাবলু রহমান, সুনু দাস, তরুণ দত্তরা বললেন, আমরা বহুবার পুরসভা, প্রশাসনের এবং শাসকদলের নেতাদের কাছে জায়গার জন্য আবেদন করেছি।

সমস্যার কথা

- ■ জামতলা ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই আলিপুরদুয়ার টাউন রেলস্টেশন
- ■ রাস্তার ওপরই রয়েছে টাউন স্টেশন রেলগেট
- ■ দিনে অন্তত সাত-আটবার ট্রেন চলাচলের জন্য ওই রেলগেটটি বন্ধ রাখা হয়
- ■ রেলগেট বন্ধ হয়ে গেলেই যানজট সমস্যা আরও মারাত্মক হয়ে যায়
- ■ তখন হেঁটে ওই এলাকা পার হতে গেলেও ১৫-২০ মিনিট সময় লেগে যায়

> ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের জন্য বিকল্প জায়গা দেখার কাজ শুরু হয়েছে। ওই স্ট্যান্ডের জন্য গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তার ওপরই স্ট্যান্ড থাকায় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
>
> **প্রসেনজিৎ কর** *চেয়ারম্যান, আলিপুরদুয়ার পুরসভা*

কিন্তু আজও আমাদের সমস্যার সমাধান হয়নি। এটি শহরের সবচেয়ে পুরোনো স্ট্যান্ড। তবুও কারও এদিকে নজর নেই।

জামতলায় রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। আলিপুরদুয়ারে।

সুরের ছোঁয়া লাগল পৌষের খোলা ছাদে

খোলা ছাদে গানের আসর। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের লিচুতলায়।

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : 'চাঁদের আলো লাগে ভালো, চাঁদনিপসর রাতে, বিহানবেলা লাগে ভালো, পিঠা পুলি খাইতে'। সংক্রান্তির সন্ধ্যায় যদি কোনও বাড়ির ছাদ থেকে এমন গান ভেসে আসে, তাহলে মন আনচান না করে আর উপায় কী? সেই গানের সুর লক্ষ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই বোঝা গেল, গানের আসর বসেছে কোনও এক বাড়ির ছাদে। আলিপুরদুয়ার জংশনের লিচুতলা এলাকায় একটি বাড়ির ছাদে আয়োজন করা হয়েছিল এই রুফ কনসার্টের। কলকাতার দিকে এমন আয়োজন বেশ কয়েকবছর ধরে হচ্ছে। কোথাও কোথাও তো এমন অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিলাজিৎ, অনিন্দ্য-উপলদের মতো পরিচিত মুখরাও। আলিপুরদুয়ারের সেই ছাদের অনুষ্ঠানে এদিন ৩টি ব্যান্ড পারফর্ম করে। এককভাবে গান করেছেন ৮ জন। আর যৌথভাবে ৩ জন। এছাড়া বিট বক্সিং, র‍্যাপিং এসব তো ছিলই।

উদ্যোক্তাদেরই একজন বিশ্বনাথ বসাকের বাড়ির সেই ছাদটি গত কয়েকদিন ধরে এজন্য সাজানো হয়েছে গ্রাফিতি, ঘুড়ি, আলো ইত্যাদি দিয়ে। ছাদ সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রজাপতির ডানার মতো ডিজাইন। এদিন সেখানে গান গেয়েছে আলিপুরদুয়ারের লোকগানের ব্যান্ড মাটির গান। ওই ব্যান্ডের প্রাণপ্রিয় নন্দী বলেন, 'মকর সংক্রান্তির দিন এমন অনুষ্ঠানে অঙ্গ হতে পেরে ধন্য মনে হচ্ছে।'

হঠাৎ এমন আয়োজন কেন? আয়োজকদের মধ্যে বিশ্বনাথ বসাক, অভিষেক বসাক, রাকেশ বর্মন জানালেন, এই প্রথম এধরনের অনুষ্ঠান করছি। মকর সংক্রান্তিকে মাথায় রেখে এই ভাবনা নেওয়া হয়েছিল। পিঠেপুলির সঙ্গে এমন গানবাজনার অনুষ্ঠানের রেওয়াজ তৈরি হোক, সেটাই চান তাঁরা। বিশ্বনাথরা চাইছেন, খোলা ছাদেই নতুন প্রজন্মের গায়কদের গানবাজনা করার একটা মঞ্চ করে দিতে।

এদিন সেখানে একক গান করেন সায়নী বর্মা। তিনি বাংলা গানের পাশাপাশি ইংরেজি গানও গেয়েছেন। দর্শকদের থেকে ভালো সাড়া ও ভালোবাসা পেয়ে খুশি সায়নী। এদিন পারফর্ম করা ফিনিক্স ব্যান্ডের সৌরভ দাস বললেন, 'বাংলা লোকগান ও নিজের তৈরি করা সব মিলিয়ে ৫টি গান গেয়ে খুব ভালো লাগল। এরকম অনুষ্ঠান আরও হওয়া উচিত।' খোলা ছাদে র‍্যাপ গান পরিবেশন করে খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন বিরাজ দত্ত।

কার্তিক-জাহ্নবী জুটি বাঁধছেন

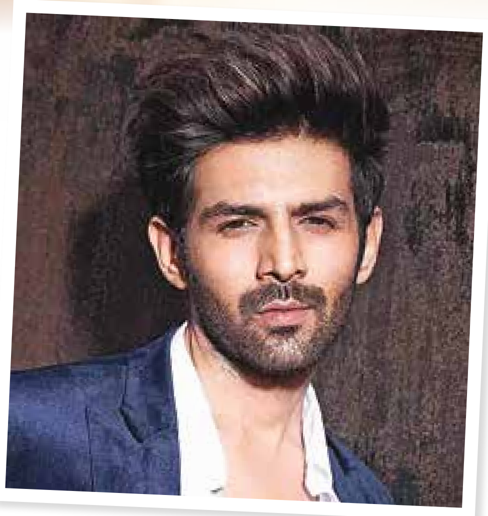

এই দুই তারকাকে পাপারাৎজিরা তাঁদের লেন্সে ধরলেন। একসঙ্গে নয়, আলাদাই। জাহ্নবী কালো পোশাকে, কার্তিক ক্যাজুয়ালে ছিলেন। তাঁরা যে দুটো ছবির জন্য জুটি বাঁধছেন, এ খবর নিয়ে জল্পনা চলছে। গত ডিসেম্বরে ধর্মা প্রোডাকশনের ঘোষণা ছিল তাদের তু নেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি ছবিতে কার্তিক-জাহ্নবী জুটিকে দেখা যাবে। এই রোমান্টিক কমেডি মুক্তি পাবে ২০২৬-এ। এবার আরও একটি ছবিতে এই জুটিকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। বহু প্রতীক্ষিত দোস্তানা ২ নিয়েই কথা হচ্ছে। সেই ২০০১-এ ধর্মা প্রোডাকশন জানিয়েছিল, পেশাগত কিছু সমস্যার জন্য আমরা দোস্তানা ২ নিয়ে কাজ আপাতত করছি না, এ নিয়ে কোনও কথাও বলছি না। ছবির অভিনেতাদের বদল হবে, নতুন অভিনেতাদের নিয়ে আবার ছবি হবে। পরিচালক লরেন্স ডি কুনহা।

পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। এরপর জানা যায় কর্তিক ও করণের মধ্যে বিবাদের কথা, যে কারণে ছবি থেকে কার্তিককে বাদ দেওয়া হয়। দুজনের মধ্যে কথাও ছিল না। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কার্তিক বরাবরই এড়িয়ে গিয়েছেন।

দক্ষিণী ছবিতে কারচুপি হয় : রামগোপাল

দক্ষিণী তারকা রামচরণের ছবির বাজার নিয়ে বেজায় খেপেছেন রামগোপাল। মুক্তির প্রথমদিনেই বক্স অফিস ছক্কা হাঁকিয়েছিল রামচরণ অভিনীত 'গেম চেঞ্জার'। মুক্তির প্রথমদিনে দেশীয় বক্স অফিসে এই ছবির আয় ছিল ৫১ কোটি টাকা। এদিকে দ্বিতীয় দিনে ছবির আয় হঠাৎ করেই ৫৭.৬৫ শতাংশ পড়ে যায়, ২য় দিনে ছবির আয় হয় মাত্র ২১.৬ কোটি টাকা। তৃতীয় দিনে আয় কমে হয় ১৫.৯ কোটি টাকা। ৪র্থ দিনে আয় আরও কমে দাঁড়ায় ৮. ৫ কোটিতে।

এদিকে 'গেমচেঞ্জার'-এর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই এই ছবির আয় নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন পরিচালক রামগোপাল বর্মা। রামগোপালের দাবি, 'গেমচেঞ্জার'-এর বক্স অফিস কালেকশন নিয়ে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা পুরোটাই 'ভুয়ো'। তাঁর কথায়, যে ছবির বাণিজ্যিক রিপোর্টে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে তা বেশ সন্দেহজনক। কারণ, প্রযোজকদের দাবি আর কালেকশন নিয়ে বের হওয়া রিপোর্টে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

রামগোপাল বর্মা লিখেছেন, 'গেম চেঞ্জার ছবির পিছনে থাকা লোকেরা এটা প্রমাণ করতে সফল যে দক্ষিণ জালিয়াতি ক্ষেত্রে অনেক বেশি দুর্দান্ত।'

রামগোপাল অবশ্য এই মিথ্যাচারের অভিযোগের ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার প্রযোজক দিল রাজুকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কারণ তিনি লেখেন, 'আমি জানি না এই অবিশ্বাস্য, নির্বোধ মিথ্যাচারের পিছনে আসলে কে রয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত, এটা কখনওই প্রযোজক দিল রাজু-র কাজ নয়, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন বাস্তববাদী মানুষ, উনি কখনওই জালিয়াতি করবেন না।

ঘুড়ি ওড়ালেন অক্ষয়-পরেশ

ভূত বাংলা-র শুটিং চলছে। প্রধান ভূমিকায় অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়াল। শুটিংয়ের ফাঁকেই মকর সংক্রান্তির শুভদিন উদযাপন করলেন দুই অভিনেতা ঘুড়ি উড়িয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ, শুটিংয়ের অবসর, বেশ খানিকটা সময় তাঁরা ঘুড়ির মতোই উড়লেন। অক্ষয় ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, পরেশের হাতে লাটাই। দারুণ এক বন্ধুত্বের মুহূর্তও বটে। ইন্সটায় এই ছবি শেয়ার করে ক্যাপশন লিখেছেন অক্ষয়, 'ভূত বাংলা-র সেটে মকরসংক্রান্তি উদযাপন করছি ঝলমলে উদ্দীপনায়, সঙ্গে বন্ধু পরেশ রাওয়াল। এখন ঘুড়ির মতোই হাসি, সদিচ্ছা সবকিছুই আকাশে উড়ছে। একইসঙ্গে পোঙ্গল, উত্তরায়ণ ও বিহু-র শুভেচ্ছা জানাই।'

ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন। ভূত বাংলা-র বিষয় একটি ভূতুড়ে বাড়ির মধ্যে থাকা হাসি আর থ্রিল। অক্ষয় তাঁর আসাধারণ কমিক টাইমিং নিয়ে আবার আসছেন। আশা করা যায়, তাঁর ম্যাজিক চার্ম আবার ফিরিয়ে আনবেন এই চরিত্রে। প্রিয়দর্শনও আবার তাঁর সেই সতেজ পরিচালনার ছোঁয়া আনবেন ছবিতে, এমনটাই আশা। এখন জয়পুরে শুটিং চলছে, সেখানকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশন ছবিতে ব্যবহার করা হবে। এখানেই অক্ষয় কুমার স্ত্রী টুইঙ্কল, পুত্র আরব ও কন্যা নিতারা-র সঙ্গে নতুন বছর উদযপন করেছেন ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময় বার করে। ভূত বাংলা মুক্তি পাবে আগামী ২ এপ্রিল।

একনজরে সেরা ৫

ভূত বাংলোতে যিশু

জানা গিয়েছে তাব্বু আছেন প্রিয়দর্শনের এই ছবিতে। নায়ক অক্ষয় কুমার। তাঁর পোস্ট থেকেই জানা গিয়েছে, ছবিতে আছেন যিশু সেনগুপ্তও। এখন তিনি হিন্দি, বাংলা, ও দক্ষিণী ছবির নিয়মিত মুখ। পারিবারিক গোলমালকে সরিয়ে তাঁর চোখ অভিনয়েই। ভূত বাংলার শুটিং হবে কেরল, শ্রীলঙ্কা, গুজরাটে। ছবির বিষয় ভূতুড়ে বাংলোতে হাসি এবং ভয়।

চুম্বনে রাজি, তাই...

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি কিলবিল সোসাইটির নায়িকা হলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিল মিমি। কিন্তু পর্দায় চুম্বনে প্রথমে আপত্তি করেন তিনি, পরে সময় পেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেন, তাই কৌশানীর নির্বাচন। নায়ক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ছবির নায়িকা কোয়েল মল্লিক দ্বিতীয় ছবিতে নেই। শুটিং ফেব্রুয়ারি থেকে।

শহিদের বাড়ি বীর

স্কাইফোর্স-এর অভিনেতা বীর পাহাড়িয়া। বেঙ্গালুরুতে মহাবীর চক্র প্রাপক স্কোয়াড্রন লিডার আজ্জামদ বি দেবাইয়ার ৯০ বছর বয়সী স্ত্রী সুন্দরী ও দুই মেয়ে স্মিতা ও পৃথার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দেবাইয়ার আদলে তৈরি হয়েছে তাঁর চরিত্র ট্যাবি। ইন্সটায় বীর লিখেছেন, তাঁর পরিবার বীরের উপাখ্যান শুনে মাথা নত করেছে।

তুলনায় রাশা

রবিনা ট্যান্ডন-কন্যা রাশা আজাদ ছবিতে ডেবিউ করছেন। তাঁর সঙ্গে জাহ্নবী কাপুর, সুহানা খানদের তুলনা হওয়ায় তিনি বলেছেন, 'ওঁরা আমার থেকে অভিজ্ঞ, ওঁদের কাছ থেকে আমার শেখার আছে। তুলনা করা ঠিক নয়।' আজাদ-এ অজয় দেবগণের ভাইপো আমন দেবগণও ডেবিউ করছেন। অজয়ও আছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।

সোনুর গান সলমনকে

দাবাং-এ চুলবুল পাণ্ডের চরিত্রটি সোনু সুদকে প্রথমে দেওয়া হয়। পরে সলমন ও আরবাজ খানের পছন্দ হলে চুলবুল হন সলমন। ভিলেন হতে বলা হয় সোনুকে। প্রথমে গররাজি হলেও সোনু বলেন, আইটেম সং থাকলে করবেন। গান-- মুন্নি বদনাম হুই। এই আবদারেও সলমন সম্মতি জানান। এক সাক্ষাৎকারে সোনু সম্প্রতি এ কথা বলেছেন।

গুরুতর সংকটে বাংলা অভিনেত্রী বাসন্তী

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ফের গুরুতর অসুস্থ। মাসখানেক আগেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। তাঁর অসুস্থতার কথা জানিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়।

ভাস্বর মঙ্গলবার সকালে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, 'আবার অসুস্থ, কাজ করতে পারছেন না। তার মধ্যে বাড়িতে পড়ে গিয়ে পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। নিদারুণ কষ্টে দিন কাটছে তাঁর।'

এমনকী, সরকারের সাহায্য ও সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন ভাস্বর। পোস্টে লিখেছেন, 'প্রতিবারের মত স্নেহাশিস চক্রবর্তীদা আপ্রাণ সাহায্য করছেন। এছাড়া, সবার কাছে আবেদন করছি যদি আপনারা আর্থিক সাহায্য কিছু পাঠান তাহলে ওঁর খুব সুবিধে হয়।' একইসঙ্গে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএসএসসি কোডও ভাগ করে নিয়েছেন ভাস্বর। বর্তমানে 'গীতা এলএলবি' সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে বাসন্তীকে। যদিও অসুস্থতার কারণে নিয়মিত শ্যুটে উপস্থিত থাকতে পারেন না।

জানা যায়, অর্থকষ্টের কারণে এই বৃদ্ধবয়সে এসে কাজ চালিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য বাসন্তীদেবী। বয়স এখন তাঁর ৮৫ বছর।

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগে দাপিয়ে কাজ করেছেন বাসন্তীদেবী। কাজ করেছেন মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে। প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার ছবিতেও কাজ করেছেন। 'মঞ্জরী অপেরা', 'ঠগিনী', 'আলো'র মতো ছবিতে

উজ্জ্বল তারা

পুরোনোদের কেউ কেউ নতুন করে নিজেকে চিনিয়েছেন, আবার কেউ কেউ নতুন হলেও জাত চিনিয়েছেন সম্প্রতি।

টোটা রায়চৌধুরী

ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক দিন হল আছেন। তবে গত বছর অন্যভাবে নিজেকে নতুন করে দেখেছেন, দেখিয়েওছেন। কখনও চালচিত্র-তে অপরাধী খোঁজা কণিষ্ক, ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর ছবিতে ফেলুদা, আবার টেক্কা-য় কম অবসরে নিজেকে প্রমাণ করা— গত বছরটা বাস্তবিকই টোটার।

রুক্মিণী মৈত্র

দেব-এর প্রেমিকা ছাড়াও নায়িকা হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন আগেই। গত বছর বুমেরাং-এ ঈশা ও নিশা—দ্বৈত চরিত্রে এসেছেন। একটি চরিত্রে আবার তাঁর মাথায় চুল নেই, নেড়া। তিনি প্রশংসাও পেয়েছেন। এরপর টেক্কা-তে তাঁর কঠিন পুলিশ অফিসার হয়ে ওঠাও দর্শক আনুকূল্য পেয়েছে। বিনোদিনীতেও চমকের পর চমক — বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন তিনি।

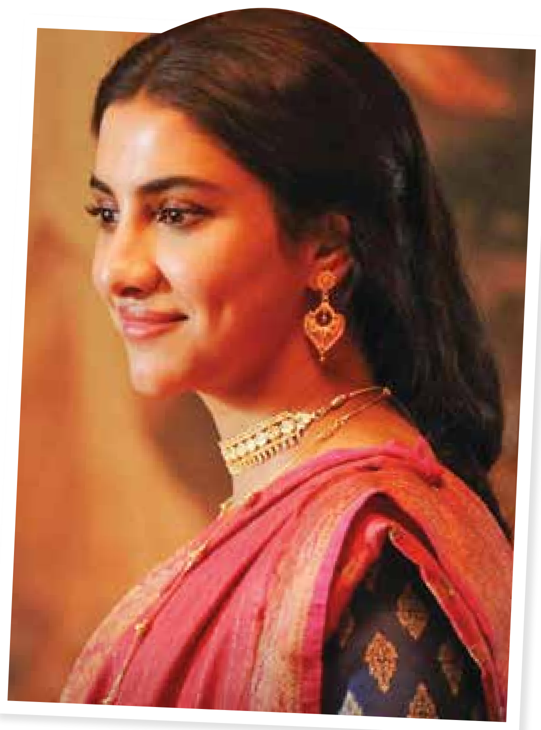

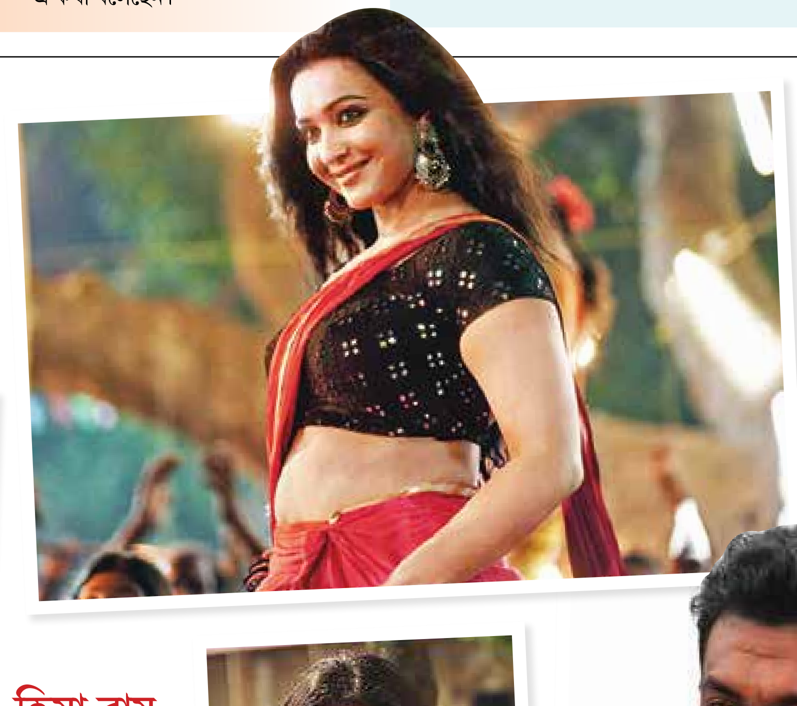

কৌশানী মুখোপাধ্যায়

ছবি করেছেন বেশ কিছু, বনি সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা সকলের সামনে থাকে, কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে তেমন জায়গা পাচ্ছিলেন না। বহুরূপী সেই অভাব পূরণ করল। তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন। দর্শকও বুঝেছেন, তিনি পারেন।

হিয়া রায়

ছোট থেকেই অভিনয় করতে চেয়েছেন। তালমার রোমিও জুলিয়েট-এ দারুণ সাহসী হয়ে প্রমাণ করেছেন নিজেকে। ছবিজুড়ে চুম্বন দৃশ্য, কসাইঘরে সঙ্গম— বাংলা ছবির চেনা চিত্রনাট্য নয়। বোঝা যাচ্ছে, এ মেয়ে দৌড়োতেই এসেছে!

অনুজয় চট্টোপাধ্যায়

নাটক দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু। আট বছর হল ইন্ডাস্ট্রিতে। লজ্জা, নিকষ ছায়া ইত্যাদি সিরিজ, তালমার রোমিও জুলিয়েট-এর মতো ছবি —তাঁর জমি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। যার শুরুটা হয়েছিল ২০২৪ থেকেই।

রাহানেদের সঙ্গে অনুশীলনে হিটম্যান

দল না গেলেও রোহিত পাকিস্তানে যাচ্ছেন

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলেনি।

গলার সম্ভাবনা আপাতত নেই। পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। তবে ভারতীয় দল না গেলেও প্রতিবেশী দেশে পা রাখছেন রোহিত শর্মা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ট্রফির সঙ্গে আট দেশের অধিনায়কদের নিয়ে ফোটোশুট রয়েছে। ভারত অধিনায়ক হিসেবে বাকি সাত অধিনায়কের সঙ্গে থাকবেন রোহিতও।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে ভারত। বড়সড়ো পালাবদল না ঘটলে রোহিতই অধিনায়ক থাকছেন। বাকি সাত দেশের অধিনায়কের সঙ্গে যে ফোটোশুটে অংশ নিতে পাকিস্তানে যাবেন। ফোটোশুটের পর অধিনায়কদের সম্মিলিত অফিশিয়াল প্রেস মিটেও অংশ নেবেন। সূত্রের খবর, দল না পাঠালেও রোহিতের পাক-যাত্রায় আপত্তি নেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও।

দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে কখনও ওয়াঘা পারের প্রতিবেশী দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়নি রোহিত শর্মার। অধিনায়কদের ফোটোশুটের সুবাদে হয়তো সেই স্বাদ পেতে চলেছেন হিটম্যান। পাকিস্তান থেকে ফের দুবাই। যেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান সেরেই ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণে নেমে পড়া।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাশাপাশি রোহিতের চোখ কেরিয়ারের শেষপর্ব রঙিন করে রাখায়। গত কয়েকটি সিরিজে রান পাননি। ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের মুখে। রোহিতের কেরিয়ার, অধিনায়কত্ব নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বোর্ডের তরফেও রোহিতকে 'সময়সীমা' বেঁধে দেওয়ার মতো খবরও ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

হারানো ছন্দ ফিরে পেতে এবং টিম ম্যানেজমেন্টের পরামর্শমাফিক ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন। ২০১৫ সালে শেষবার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন রোহিত। গত এক দশকে মুম্বইয়ের জার্সিতে দেখা যায়নি। এবার সিদ্ধান্ত বদলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ভাবনাচিন্তা। সেই লক্ষ্যে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে মঙ্গলবার নেমেও পড়েন।

মঙ্গলবার ওয়াংখেড়েতে প্র্যাকটিস ছিল মুম্বই রনজি দলের। সকালের যে অনুশীলনে মুম্বই দলের সঙ্গে হাজির রোহিতও। ওয়াংখেড়ের লাল রঙের মাঝের পিচে রাহানের সঙ্গে লম্বা সময় ব্যাটিং করতেও দেখা যায় ভারত অধিনায়ককে। অফস্টাম্পের বাইরের বলে বাড়তি সতর্কতার পাশাপাশি প্রিয় পুল শট ঝালিয়ে নেন।

সূত্রের খবর, সোমবার মুম্বই রনজি দলের হেডকোচ ওঙ্কার সালভির সঙ্গে কথা বলেন রোহিত। মুম্বইয়ের পরবর্তী রনজি ম্যাচ কবে, তা নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি দলের সঙ্গে অনুশীলনের কথা জানান। সেইমাফিক মঙ্গলবার সাতসকালেই ওয়াংখেড়েতে হাজির হিটম্যান। মুম্বইয়ের পরের রনজি ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি এমসিএ-বিকেসি গ্রাউন্ডে। নক আউট পর্বে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে যে ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ রাহানেদের জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো এক দশক পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দেখা যাবে রোহিতকে।

এদিকে, পাঞ্জাবের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন শুভমান গিলও। পঞ্জাবের টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছেন পরের ম্যাচের জন্য তাঁকে পাওয়া যাবে। ২৩ জানুয়ারি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে পঞ্জাব। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ফ্লপ শোয়ের পর রোহিত-বিরাটের মতো সমালোচনার মুখে পড়া শুভমানও ছন্দ ফিরে পেতে যে ম্যাচকে পাখির চোখ করতে চান।

গতবছরই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার ওপর জোর দিয়েছিল বিসিসিআই। রোহিত, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের মতো তিন ফর্ম্যাটে খেলা সিনিয়ারদের ছাড় দেওয়া হয়। তবে বিগত কয়েকটি সিরিজের ব্যর্থতায় সমীকরণ বদলেছে। রোহিত, শুভমানদের ঘরোয়া ক্রিকেটমুখী হওয়ার নেপথ্যে সেটাই।

বিরাট কোহলি (২০১২ সালে শেষবার দিল্লির হয়ে খেলেছেন) অবশ্য এই ব্যাপারে এখনও কোনও বার্তা দেননি। দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনওরকম যোগাযোগও করেননি। যদিও ডিডিসিএ চাইছে বিরাট কোহলি খেলুক দিল্লির হয়ে। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা বলেছেন, 'বিরাট এবং ঋষভ দুইজনের নাম শেষ দুই ম্যাচের প্রাথমিক দলে আছে। বিরাটের উচিত মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের পথে হাঁটা। মুম্বইয়ের জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলে। আমরাও চাই বিরাট দিল্লির হয়ে খেলুক।'

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর

ভাগ্য নির্ধারণ কোচ গম্ভীরের

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ।

অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ খোয়ানো। রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়দের হাতে তৈরি ভারতীয় ক্রিকেটের 'মধুচন্দ্রিমা'-য় ইতি গৌতম গম্ভীর জমানায়। যার জেরে রক্তক্ষরণ টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সঙ্গে কাঠগড়ায় হেডকোচ গম্ভীরও।

সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করছে গম্ভীরের ভাগ্য। সাফল্য এলে ভালো, নইলে তাঁকে নিয়ে মূল্যায়নে বসবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও কাঁচি চলতে পারে গম্ভীরের ওপর।

ইতিমধ্যেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনায় বসেছে বিসিসিআই। যেখানে রোহিত-গম্ভীরদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, পারফরমেন্স না থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষকর্তা জানান, খেলাধুলোয় ফলাফল মূল কথা। তা যদি না আসে, কড়া পদক্ষেপ আবশ্যিক।

দ্রাবিড় জমানায় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর গত জুলাইয়ে গম্ভীরের আগমন। যদিও গত কয়েক মাসে সাফল্যের চূড়া থেকে তলানিতে টিম ইন্ডিয়া। ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে হার। ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খোয়ানো। এক দশক পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিও হাতছাড়া।

সাজঘরের পরিবেশও প্রশ্নের মুখে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের হঠাৎ অবসর যা প্রকাশ্যে এনে দেয়। সিরিজের প্রথম টেস্টেই অভিজ্ঞ অশ্বীনকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো অনেকে ভালোভাবে নেননি। অভিযোগ, দলের মধ্যে তারকা-সংস্কৃতি ভেঙে ইয়াং ব্রিগেডকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট করছেন কোচ। গম্ভীরের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত, কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। তার ওপরই থাকা-না থাকা নির্ভর করবে।'

ক্ষোভ গম্ভীরের ব্যক্তিগত সচিবকে নিয়েও। তিনি নাকি অজি সফরে গম্ভীর এবং দলের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। গম্ভীরের সঙ্গে নির্বাচকদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার সময়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে। এমনকি অ্যাডিলেড টেস্টের সময় বিসিসিআইয়ের 'হসপিটালিটি বক্সে' সিট বরাদ্দ ছিল গম্ভীরের পিএ-র জন্য!

সূত্রের খবর, খেলোয়াড়দের স্ত্রী-পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়ার ওপরও কোপ পড়তে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার মতো লম্বা

গম্ভীর সংকট

- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলের পারফরমেন্সের ওপর নির্ভর করছে গৌতম গম্ভীরের ভাগ্য।
- সাফল্য না এলে তাঁকে নিয়ে মূল্যায়নে বসবে বিসিসিআই।
- ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও কাঁচি চলতে পারে গম্ভীরের ওপর।

নতুন ফতোয়া

- অস্ট্রেলিয়ার মতো লম্বা সফরে পুরো সময় রাখা যাবে না স্ত্রীদের।
- ৪৫ দিনের সফর হলে সপ্তাহ দুয়েক দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন রীতিকা-অনুষ্কারা।
- সফরের বাড়তি খরচের ভার নাকি নিতে হবে ক্রিকেটারদের।

অনুষ্কাদের বিদেশ সফরে কাটছাঁটের ভাবনা

পরিবেশ গুলিয়ে দিচ্ছেন।

অতীতে ভারত বা দিল্লির অধিনায়ক থাকাকালীন একই কাজ করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হিসেবেও একই পথে গম্ভীর। গ্রেগ চ্যাপেলের যে মানসিকতার খেসারত একদা চোকাতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে। গম্ভীর জমানাতেও 'গুরু গ্রেগের' ছায়া।

দল নির্বাচনেও গম্ভীর যেভাবে নাক গলাচ্ছেন, নিজের মতামত চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাও ভালোভাবে নিচ্ছে না বোর্ড। আগুনে ঘি ঢালছে দলের জঘন্য পারফরমেন্স (১০টি টেস্টে ৬টিতেই হার)। বোর্ডের এক কর্তা বলেও দিলেন, 'মানছি সফরে পুরো সময় রাখা যাবে না স্ত্রীদের। ৪৫ দিনের সফর হলে সপ্তাহ দুয়েক দলের সঙ্গে থাকতে পারবেন রীতিকা-অনুষ্কারা। শীঘ্রই এ ব্যাপারে নির্দেশিকা আসতে চলেছে। রাশ টানা হচ্ছে খেলোয়াড়দের খরচে। সফরের বাড়তি খরচের ভার নাকি নিতে হবে ক্রিকেটারদের।

প্রভাব পড়তে পারে খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামোতেও। পারফরমেন্সভিত্তিক বেতনের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এক্ষেত্রে কর্পোরেট স্টাইলে 'অ্যাপ্রেসাল সিস্টেম' চালু করা হবে বেতন নির্ধারণে। অর্থাৎ খারাপ খেললে কম বেতন, সাফল্যে পকেটে বাড়তি অর্থ।

দুই সেটে পিছিয়ে পড়ে হতাশায় র‍্যাকেট ভাঙলেন মেদভেদেভ।

জিতেও বিতর্কে মেদভেদেভ

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতেই শিরোনামে ড্যানিল মেদভেদেভ। থাইল্যান্ডের প্রতিপক্ষ কাসিদিত সামরেজকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে তিনি ৬-২, ৪-৬, ৩-৬, ৬-১, ৬-১ গেমে পরাস্ত করলেন বটে। তবে বিতর্ক এড়াতে পারলেন না। মেজাজ হারালেন কোর্টেই।

এদিন সামরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট হেরে যান মেদভেদেভ। তৃতীয় সেটের শেষ গেমে রুশ তারকা তখন পিছিয়ে ৪০-১৫ পয়েন্টে। এ সময়ে প্রথমবার গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট খেলতে নামা থাই খেলোয়াড়ের একটি শট নেটে লেগে গতিপথ পালটায়। কোনওমতে সেই শট ফেরালেও ফিরতি উইনারে পরাস্ত হন মেদভেদেভ। তাতেই মেজাজ হারান। নেটের ক্যামেরায় র‍্যাকেট দিয়ে সজোড়ে আঘাত করেন। ক্যামেরাটি ভেঙে যায়। ভেঙে যায় তাঁর র‍্যাকেটটিও। আম্পায়ার সতর্ক করার পর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কোর্টে ফেরেন। শেষ দুই সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পোড়েন মেদভেদেভ। পরে তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে বল স্পর্শই করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না, কী করব।' যদিও এই প্রথম নয়, রাশিয়ার তারকা টেনিস খেলোয়াড় এর আগেও একাধিকবার কোর্টে মেজাজ হারিয়েছেন। র‍্যাকেট ভেঙেছেন, আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন, এমনকি বিবাদে জড়িয়েছেন দর্শকদের সঙ্গেও। সেই মেদভেদেভ আরও একবার মেলবোর্ন পার্কের কোর্টে মেজাজ হারিয়ে বিতর্কে জড়ালেন।

কে যোগরাজ, তাচ্ছিল্য বিশ্বজয়ীর

বিরাট-ইস্যুতে নীরব কপিল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট মহল সরগরম বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে। দুই তারকার ক্রমশ লম্বা ব্যাডপ্যাচের জেরে নানান জল্পনা ডানা মেলছে। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব যদিও কোনও বিতর্কে নাক গলাতে নারাজ। বিরাট-রোহিতের খেলা চালিয়ে যাওয়া বা অবসর নিয়ে প্রাক্তনের প্রতিক্রিয়া, দুজনেই বড় ক্রিকেটার। খেলবেন নাকি ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন সেই সিদ্ধান্তটা নিজেরাই নিতে পারবেন। তিনি এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বিরোধী।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দল নিয়েও কপিলের একই অবস্থান। যশস্বী

জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থের জায়গা হয়নি ১৫ জনের দলে। অনেকেই অজিত আগরকার-গৌতম গম্ভীরদের যে ভাবনার মধ্যে ভুল দেখছেন। এক প্রশ্নের জবাবে কপিলের ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর, 'অন্যের নেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কেন মন্তব্য করতে যাব? এব্যাপারে নির্বাচকদের নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেইমতো পদক্ষেপ করেছে। কিছু বলা মানে ওদের সমালোচনা করা। আমি সমালোচনা করতে চাই না।'

নেতৃত্বের প্রশ্নে অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহর পাশেই দাঁড়ালেন। কপিলের যুক্তি, রোহিতের অবর্তমানে বুমরাহকে অধিনায়ক করা হয়েছে। সাফল্যও পাচ্ছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। সেক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় অবশ্যই দেওয়া উচিত অধিনায়ক বুমরাহকে।

বিরাট-রোহিত-যশস্বীদের নিয়ে 'রক্ষণাত্মক' মেজাজে থাকলেও যোগরাজ সিং প্রসঙ্গে ছক্কা হাঁকালেন ভারতের চিরশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার। কয়েকদিন আগে যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ দাবি করেন, কপিল ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নষ্ট করেছেন। অধিনায়কের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাঁকে দল থেকে ছাঁটাই করেছেন। যে জন্য বন্দুক নিয়ে নাকি কপিলকে গুলি করতেও গিয়েছিলেন।

এদিন যে প্রসঙ্গে কপিলের তোপ, 'কে যোগরাজ সিং?' প্রাক্তন টিম সতীর্থ যোগরাজকে পাত্তা না দিয়ে বিশ্বজয়ী অধিনায়কের পালটা প্রশ্ন, 'উনি কে? কী বলতে চাইছেন? কার কথা বলছেন?' প্রশ্নকর্তা তখন বলেন, 'যোগরাজ সিং, যুবরাজের বাবা।' ফের তাচ্ছিল্যের সুরে কপিলের উত্তর, 'আচ্ছা, আর কিছু?'

কামিন্সকে টপকে মাসের সেরা বুমরাহ

দুবাই, ১৪ জানুয়ারি : আইসিসি-র বিচারে ডিসেম্বর মাসে পুরুষদের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতে নিলেন ভারতের টেস্ট সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। গোটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেই বুমরাহ আগুনে ফর্মে ছিলেন। ৩১ বছরের পেসার গত মাসে ৩টি টেস্টে ১৪.২২ গড়ে মোট ২২টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর লড়াই ছিল মূলত অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে। ওই ৩ ম্যাচে কামিন্স নিয়েছিলেন ১৭টি উইকেট। পুরস্কার জিতে বুমরাহ বলেছেন, 'মাসের সেরার পুরস্কার পেয়ে আমি গর্বিত। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের জন্য স্বীকৃতি সবসময়ই আনন্দ দেয়।'

গিলকে পরামর্শ গিলির

'হেয়ারস্টাইল নয়, ব্যাটিংয়ে মন দাও'

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সঙ্গে শুভমান গিলের বর্তমান পারফরমেন্স আতশকাচের নীচে। প্রতিভার সঠিক বিচ্ছুরণ ঘটেনি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। ছিটকে গিয়েছেন প্রথম একাদশ থেকেও। ব্যর্থতা কাটিয়ে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের দাওয়াই- ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করো, হেয়ারস্টাইলে নয়।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ৫টি ইনিংস খেলে শুভমানের সংগ্রহ ৯৩। ব্যাটিং গড় মাত্র ১৮.৬০। যে ব্যর্থতা নিয়ে গিলক্রিস্টের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, একজন ক্রিকেটার সুন্দর হয়ে উঠুক বাইশ গজের সাফল্যের হাত ধরে। শুভমানের কেতাদুরস্ত হেয়ারস্টাইলের দিকে ইঙ্গিত করে ঘুরিয়ে গিলির বার্তা, 'ভেবেছিলাম শুভমানকে ৩ রেটিং দেব। কিন্তু দশে চার দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি না, কোনও ক্রিকেটারকে যেন হেলমেট খোলার পর হেয়ারস্টাইলের জন্য সুন্দর লাগুক।'

মাইকেল ভনও হতাশ শুভমানের চলতি ব্যর্থতায়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পর ১৬টি টেস্ট ইনিংসে মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের কথায়, শুভমান অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার। বড় স্কোর করে তা প্রমাণ করেছেন। যদিও গত ২ বছরে নিজের প্রতিভা, দক্ষতার প্রতি সুবিচারে ব্যর্থ তরুণ ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে আবার পড়েছেন মাইকেল ভন। অতীতে সমাজমাধ্যমে ভন-অশ্বীন দ্বৈরথ হাওয়া গরম করেছে। অবসরের পর সমাজমাধ্যমে আরও সক্রিয় অশ্বীন। সুযোগ পেলে পালটা দিতে ছাড়ছেন না। যা নিয়ে ভনের প্রতিক্রিয়া, 'সামাজিক মাধ্যমে এখন আরও বেশি করে সক্রিয় অশ্বীন। অবসরের পর কিছুদিন ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। কিন্তু অশ্বীন মাঠ ছেড়ে সমাজমাধ্যমেই দলের হয়ে অবদান রাখছে।'

নতুন বাড়িতে লহোরি উৎসবে বাবার সঙ্গে খোশমেজাজে শুভমান গিল। মঙ্গলবার।

'অজি সফরের ভুল থেকে শিক্ষা নিক'

ইংল্যান্ডে বাড়তি প্রস্তুতি ম্যাচের পরামর্শ সানির

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ভুল থেকে শিক্ষা নিক ভারতীয় দল।

অস্ট্রেলিয়া সফরের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন জুন মাসের ইংল্যান্ড সিরিজে না করে। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিতে পাঁচ ম্যাচের মূল সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে বাড়তি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলুক টিম ইন্ডিয়া। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে এমনই পরামর্শ সুনীল গাভাসকারের।

২০ জুন লিডসে প্রথম টেস্ট। পরবর্তী চারটি টেস্ট যথাক্রমে বার্মিংহাম, লর্ডস, ম্যাঞ্চেস্টার, ওভালে। লম্বা সফর এবং ইংল্যান্ডের প্রতিকূল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ থাকবে। কিংবদন্তির মতে, প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখলে ফের মুখ থুবড়ে পড়বে দল। পাশাপাশি সফরে যেন প্রথম থেকেই দলের সঙ্গে থাকে অধিনায়ক (অজি সফরে প্রথম টেস্টে ছিল না রোহিত শর্মা)।

গাভাসকার বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় যে ভুল করেছি আমরা, তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। পুরো দল যেন একসঙ্গে যায়। ৩-৪ গ্রুপে আলাদা আলাদাভাবে নয়। চোট সারিয়ে ফেরা দুই-একজনের ক্ষেত্রে ছাড় থাকতে পারে। তবে অধিনায়ক অবশ্যই যেন প্রথম থেকেই দলের সঙ্গে থাকে এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য টিমকে প্রস্তুত করে।'

টেস্ট ইতিহাসের প্রথম দশ হাজার রানের মালিকের কথায়, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট পায়নি ভারত। ফলে ইংল্যান্ড সিরিজের আগে বাড়তি সময় পাবে। গম্ভীররা যা কাজে লাগাক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে। বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের পরিবেশে বাতাসে বল বাড়তি সুইং করে। সিম মুভমেন্টও থাকে। নেট সেশন হয়তো মানিয়ে নিতে কিছুটা সাহায্য করে। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ম্যাচের বিকল্প নেই। ম্যাচ-পরিস্থিতিতে রান পাওয়া, উইকেট নেওয়া মানসিক রসদ জোগাবে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও জোগাবে আত্মবিশ্বাস।'

অতিরিক্ত প্লেয়ার নিয়ে যাওয়াও পছন্দ নয় গাভাসকারের। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় ২০ জনের টিম ছিল। কঠিন সফরের কথা মাথায় রেখেই হয়তো এই পদক্ষেপ। ভিন্ন টাইম-জোনের কারণে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। পরিবেশের ব্যবধান থাকলেও ইংল্যান্ডে এই সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে ১৬ জনের বেশি প্লেয়ার নিয়ে যাওয়া মানে ভুল বার্তা যাওয়া। দলের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না নির্বাচকরা।'

ইন্ডিয়া-ক্যাপের গুরুত্বের কথাও মনে করিয়ে দেন। গাভাসকারের কথায় ভিড় বাড়াতে গিয়ে যে কেউ ক্যাপ পেয়ে যাচ্ছে। বিদেশের প্রস্তুতির জন্য ভালো মানের নেট বোলার পাওয়া যায় না সেভাবে। বাড়তি কয়েকজন বোলার নেওয়া যেতে পারে। তাদের ভারতীয় দলের ট্রেনিংয়ের পোশাক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনই ইন্ডিয়া-ক্যাপ নয়। এই ক্যাপের গুরুত্ব বোঝা দরকার সবার।

> ইংল্যান্ডের পরিবেশে বাতাসে বল বাড়তি সুইং করে। সিম মুভমেন্টও থাকে। নেট সেশন হয়তো মানিয়ে নিতে কিছুটা সাহায্য করে। কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস ম্যাচের বিকল্প নেই। ম্যাচ-পরিস্থিতিতে রান পাওয়া, উইকেট নেওয়া মানসিক রসদ জোগাবে। প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও জোগাবে আত্মবিশ্বাস।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ক্ষমতা বাড়ল আম্পায়ারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : স্থানীয় ক্রিকেটে সামান্য ত্রুটি হলে বলির পাঁঠা করা হয় আম্পায়ারদের। এই প্রথায় বদলের উদ্যোগ নিল সিএবি। আজ সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও সচিব নরেশ ওঝা বাংলার আম্পায়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে আম্পায়ারদের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেখানে ম্যাচ পরিদর্শকের চেয়েও আম্পায়ারদের রিপোর্টকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান সিএবি সচিব নরেশ।

শনিবার কলকাতায় সূর্য-বাটলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আগামী শনিবার কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব, জস বাটলাররা। ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি২০ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যেই টিকিটের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। সেই চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে শনিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাবেন দুই দলের ক্রিকেটাররা।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা নেই। কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পরই তাঁরা টি২০ ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক পারফরমেন্সও ভালো নয়। কিন্তু তাতে কী? কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন মেন্টর গৌতম গম্ভীরের পাশে প্রায় ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া রিঙ্কু সিংদের ক্রিকেটের নন্দনকাননে খেলতে দেখার জন্য আবেগ, উৎসাহ থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সূর্য-অক্ষর প্যাটেলদের দেখার জন্য টিকিটের চাহিদাও বেশ ভালো। আজ বেলার দিকে ইডেনের চার নম্বর গেটের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট বিক্রি হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর দুই ঘণ্টার মধ্যে ছয় হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টিকিট বিক্রির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর দ্রুত বাংলার ক্রিকেটকর্তারা অনলাইনে টিকিট বিক্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। সন্ধ্যায় সিএবি-তে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'টিকিটের চাহিদা দারুণ। শেষবার একদিনের বিশ্বকাপের সময়ও টিকিটের এমন চাহিদা ছিল না। ২২ জানুয়ারি ইডেনের গ্যালারি ভর্তি থাকবে নিশ্চিতভাবেই।'

আগামীকাল-পরশুও ইডেনের চার নম্বর গেটের সামনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি হবে। আগামী ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি সিএবি-র সদস্য ও ক্লাবগুলির মধ্যে টিকিট বণ্টন করা হবে। স্যর ডনের দেশে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স যতই খারাপ হোক না কেন, ঘরের মাঠে ভারতীয় দলের মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে তিলোত্তমার আগ্রহ কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

রনজি স্কোয়াডে উত্তরবঙ্গের ঋষভ ও সুমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কিছুটা প্রত্যাশিত। কিছুটা চমক।

সবমিলিয়ে রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বের হরিয়ানা ম্যাচের জন্য আজ বাংলার দল ঘোষণা হয়ে গেল। দলে চমক হিসেবে রয়েছেন অনূর্ধ্ব-১৯-এর সফল ক্রিকেটার অলরাউন্ডার বিশাল ভাটি ও ওপেনার অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেক ও বালুরঘাটের সুমিত মহন্ত। দুজনই জোরে বোলার। দলের অধিনায়ক অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থাকা সত্ত্বেও বাংলার ২০ সদস্যের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, সুদীপের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট গুরুতর নয়। তাই বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ২৩ জানুয়ারি থেকে কল্যাণীতে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের স্কোয়াডে তাঁকে রেখেছেন। দল ঘোষণার পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'সুদীপ আমাদের দলের ব্যাটিংয়ের বড় ভরসা। ওর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ম্যাচের আগে ফিটনেস পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সুদীপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।'

রনজির প্রথম পর্বে বাংলা দলে ছিলেন না অভিমন্যু ঈশ্বরণ। টিম ইন্ডিয়ার সদস্য হিসেবে সেই সময় মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। আপাতত দেশে ফিরেছেন অভিমন্যু। রনজিও খেলবেন। ঋদ্ধিমান সাহাও রয়েছেন স্কোয়াডে। আগামী শুক্রবার বাংলা দল কল্যাণী চলে যাবে। সেখানেই শনিবার থেকে দলের অনুশীলন রয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী সেরা দল বেছে নিয়েছি আমরা। অনূর্ধ্ব-১৯ দল এবার সর্বভারতীয় ক্রিকেটে ভালো করেছে। সেই দলের দুই সেরা ক্রিকেটারকে রেখেছি আমরা। সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ঋষভ ও সুমিতও রয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে ওদের দলে রাখা হয়েছে।' হাওড়ার বিশালকে অসুস্থ শাহবাজ আহমেদের যোগ্য পরিবর্ত হিসেবে মনে করছে বাংলা ক্রিকেটমহল। অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলের কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি রাতের দিকে বলছিলেন, 'বিশাল ও অঙ্কিত চলতি মরশুমে বাংলা ক্রিকেটের আবিষ্কার। দুজনই দুর্দান্ত প্রতিভা। সিনিয়র পর্যায়ে ওরা সফল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

ঘোষিত বাংলা দল

অনুষ্টুপ মজুমদার (অধিনায়ক), ঋদ্ধিমান সাহা, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক পোড়েল, সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চট্টোপাধ্যায়, করণ লাল, অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, বিশাল ভাটি, মুকেশ কুমার, মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, ঋষভ বিবেক, রোহিত কুমার, সায়ন ঘোষ, সুমিত মহন্ত ও সৌম্যদীপ মণ্ডল।

মোহনবাগানে আজ কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আজ মোহনবাগান মাঠে সৈয়দ কিরমানি। বিকেল তিনটেয় তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী দলের উইকেটরক্ষক উদ্বোধন করবেন ক্লাবের নবনির্মিত ক্রিকেট পরিকাঠামোর। ক্লাবের মাঠের পিছনদিকে আধুনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে ক্রিকেটের নেট ও অন্যান্য পরিকাঠামো। তারই উদ্বোধন করবেন কিরমানি। চুনী গোস্বামীর জন্মদিনে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে প্রয়াত কিংবদন্তীর স্ত্রী বাসন্তী গোস্বামী থাকছেন এই অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনের পরেই তাঁকে সম্মান জানানো হবে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে থাকছে ক্লাবের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ও যেসব ক্রিকেটার মোহনবাগানের হয়ে খেলার সময়ে জাতীয় দলে খেলেছেন, তাঁদের সংবর্ধনা। সবশেষে পদ্মশ্রী ক্রিকেটার কিরমানিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁকে নিয়ে একটি টক-শো।

বিরাট-ইস্যুতে নীরব কপিল
-খবর তেরোর পাতায়

বেতন সমস্যায় জেরবার মহমেডান

দেরিতে অনুশীলনে ফ্রাঙ্কারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বিকাল ৪টা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে চেন্নাই ম্যাচের আগে শেষ দফার অনুশীলনে নামার কথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু সহ বাকি কোচিং স্টাফরা মাঠে নেমে পড়েছেন। কিন্তু পাত্তা নেই কোনও ফুটবলারের। মিনিট কুড়ি পরে দলের এক সিনিয়ার ফুটবলার জানিয়ে গেলেন, বকেয়া বেতন না মেটায় তাঁরা অনুশীলন করবেন না।

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
বনাম **চেন্নাইয়ান এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি দলের সিইও রজত মিশ্র যুবভারতীতে আসেন। ফুটবলারদের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষ হওয়ার পর পাঁচটা নাগাদ অনুশীলনে নামেন ফুটবলাররা।

ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠকের পর অবশ্য রজত দাবি করেন গেলেন, দলে কোনও সমস্যা নেই। অনুশীলন শেষে দলের কয়েকজন সিনিয়ার ফুটবলার জানিয়েছেন, বুধবারের মধ্যে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্লাবকর্তারা। তবে যাই হোক না কেন, বুধবার মহমেডান চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামবে, এটাও নিশ্চিত করেছেন তাঁরা।

ফুটবলারদের অপেক্ষায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ (বাঁয়ে)। বেতন সমস্যা মেটার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অনুশীলনে মিরজালোল কাশিমভরা।

এদিন দেরিতে অনুশীলন শুরু হলেও ফুটবলারদের দেখা গেল হাসিখুশি মেজাজে। ঘণ্টাখানেক চুটিয়ে অনুশীলন করলেন তাঁরা। দলের নির্ভরযোগ্য মিডিও অ্যালেক্সিস গোমেজকে অবশ্য সাইডলাইনে দেখা গেল। বুধবার ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। তাঁর পরিবর্তে দলে আসতে পারেন অমরজিৎ সিং কিয়াম। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কোচ চেরনিশভ বলেছেন, 'চেন্নাই খুব ভালো দল। ওদের কোচও অভিজ্ঞ। ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিন হতে চলেছে।'

এদিকে সূত্রের খবর, শুধু ফুটবলারদের বেতন বকেয়া নয়, টিম বাসের ভাড়াও বাকি ছিল। মঙ্গলবার ভাড়া পরিশোধ করায় টিম বাস ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলনে আসে। ফুটবলারদের বেতন সমস্যা মেটাতে বৃহস্পতিবার ক্লাবকর্তারা বিনিয়োগকারী সংস্থা ও ফুটবলারদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন।

ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে অনুশীলন শুরু রিচার্ড সেলিসের।

সেলিসের গতিই হতে পারে অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে সব নজর ছিল দলের নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিসের দিকে।

ভেনেজুয়েলা থেকে মাদ্রিদ হয়ে দোহা। সেখান থেকে ভায়া নয়াদিল্লি শনিবার গুয়াহাটিতে পা রেখেছিলেন সেলিস। রবিবার কলকাতায় ফেরার পর সোমবার পুরো দিনটা বিশ্রাম নেন। তবুও দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তির ছাপ এখনও চোখেমুখে রয়েছে। তাই নিয়েই এদিন দলের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন লাল-হলুদের ভেনিজুয়েলার নতুন বিদেশি। ইংরেজিটা বুঝলেও খুব একটা ভালো বলতে পারেন না। তবুও এদিনের অনুশীলন শেষে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যেটুকু বললেন তার বাংলা তরজমা করলে এটাই দাঁড়ায়, 'ইস্টবেঙ্গলের পরিবেশ ভালো লাগছে। দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য।' মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে ইস্টবেঙ্গলে এলেও মূলত উইংয়ে খেলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন রিচার্ড। পাশাপাশি সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবেও খেলতে পারেন। তবে অস্কার ব্রুজোঁ যেহেতু উইং নির্ভর ফুটবল খেলাতে চান তাই লাল-হলুদে পছন্দের পজিশনেই খেলার সুযোগ পেতে পারেন ২৮ বছরের সেলিস। প্রথম দিনের অনুশীলনে তাঁকে দেখে যতটুকু বোঝা গেল, একটা চোরা গতি আছে। প্রথম টাচটাও নেহাত মন্দ নয়। মানিয়ে নিতে পারলে ইস্টবেঙ্গলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন তিনি। এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ফেরেন লাল-হলুদের ছয় ফুটবলার।

ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : তাদের বিরুদ্ধে হওয়া খারাপ রেফারিং নিয়ে এবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

গত শনিবার আইএসএলের ফিরতি ডার্বি ম্যাচে আপুইয়ার হাতে বল লাগা সত্ত্বেও পেনাল্টি না পাওয়ার অভিযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সোমবার তাদের এই দাবি নস্যাৎ করে দেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটির প্রধান ট্রেভর কেটেল। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রেফারির পেনাল্টি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয় ক্লাবের তরফে। সেখানে শুধু ডার্বিই নয়, বিভিন্ন ম্যাচের ভিডিও ক্লিপিংস দিয়ে দেখানো হয়, কীভাবে তাদের নানাভাবে রেফারি বঞ্চিত করেছেন। যেখানে একই অপরাধে অন্য দলের ফুটবলারকে কার্ড দেখানো হয়নি কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার কার্ড দেখেছেন, এমন ঘটনার ক্লিপিংসও দেখানো হয়। ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার পরিষ্কার অভিযোগ করেছেন, 'দেশের সর্বোচ্চ লিগ একটি প্রাইভেট কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের ধনী ও ক্ষমতাশালী বন্ধুদের পছন্দ-অপছন্দ দেখছে এবং সুযোগ-সুবিধা দেখছে।' এক্ষেত্রে তিনি নাম না করে আইএসএলের সত্ত্বাধিকারী রিলায়েন্স এবং তাদের ধনী বন্ধু অর্থাৎ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। বারবার ফেডারেশনকে বলে বা চিঠি দিয়ে লাভ হয়নি বলেই এবার তাঁরা অভিযোগ জানাতে চান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে। যাঁর সময় চেয়ে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। শেষপর্যন্ত তিনি সময় দিলে গোটা বিষয়টি তাঁর কাছে তুলে ধরে সুবিচার চাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। ইস্টবেঙ্গলের এই অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমাদের সামনেই জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে খেলা। খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ। আমরা ওতেই মনসংযোগ করছি। কে কী বলল তাতে নয়।'

রেফারিং ইস্যু

এদিকে, হেক্টর ইউস্তের বদলি সম্ভবত এই মাসের শেষদিকে আসতে পারেন। এদিন ডিফেন্ডার বদলের প্রসঙ্গ তুললে দেবব্রতবাবু বলেছেন, 'এখনও জানুয়ারি মাস শেষ হতে প্রায় ১৬ দিন বাকি। আশা করা যায়, এর মধ্যেই কিছু হলেও হতে পারে।' মাহের হিজাজিকে চুক্তির জন্য ছাঁটাই করা না গেলেও ইউস্তে-বিদায় প্রায় নিশ্চিত।

E-Tender Notice

E-tenders are here by invited for **e-NIT NO:- WB/APD/APD-II/TGP-ET/03/2024-25 (SL NO. 1- 5) Dated : 13-01-2025.** Last date of e-NIT paper dropping : 20.01.2025 up to 14:00 hrs. Others details are available in website : www.wbtenders.gov.in & Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Turturi Gram Panchayat

NOTICE OF e-NIT

E-NIT is hereby invited by undersigned vide - e-NIT NO. 05, 06 & 07/PKGP/e-tender/2024-25, Dated: 13/01/2025. Period and Time for download of bidding documents : 14/01/2025 from : 14:00 hrs. To 21-01-2025 : 14:00 hrs.
Last date of e-NIT paper dropping : 21.01.2025 up to 14:00 hrs. Details are available at the notice board of Patlakhawa G.P. Office and also at www.wbtenders.gov.in website.

Sd/-
Pradhan
Patlakhawa Gram Panchayat

জামশেদপুর ম্যাচে মোলিনার ভাবনায় গ্রেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : জামশেদপুর এফসি ম্যাচে কি প্রথম একাদশে স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে দেখা যাবে? ডার্বির পরে সমর্থকদের মনে এই প্রশ্নটা উঁকি মারছে। এমনিতেই জামশেদপুরের পারফরমেন্স বেশ চিন্তায় রেখেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে। তাই ইস্পাতনগরীর দলটির বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পেতে হয়তো গ্রেগেই আস্থা রাখতে চলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার দলের অনুশীলনে জেমি ম্যাকলারেনের পাশে স্টুয়ার্টকেই খেলালেন মোলিনা। অনুশীলনের পর স্কটিশ মিডিওর সঙ্গে একান্তে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বললেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের হেডস্যর। ডার্বির আগে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠলেও স্টুয়ার্টকে অবশ্য প্রথম একাদশে রাখেননি মোলিনা। পরে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন তিনি।

এদিন অনুশীলনে দেখা গেল আপুইয়াকে। তিনি অবশ্য পুরো সময় অনুশীলন করেননি। আরেক মিডিও অনিরুদ্ধ থাপাও অনুশীলনে ছিলেন না। তাঁকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচের আগে মাঠে দেখতে পাওয়ার সম্ভবনা নেই। এদিকে, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন আশিক কুরুনিয়ান। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন বলেই ধারণা টিম ম্যানেজমেন্টের।

উত্তরের খেলা

কোয়ার্টারে স্যাফায়ার্স

বারবিশা, ১৪ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল মেটলি ব্লু স্যাফায়ার্স। মঙ্গলবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১৩৪ রানে সিএসকে শিমুলটাপুকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্লু স্যাফায়ার্স ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঋজু দত্তরায় ১৪৫ রান করেন। জবাবে সিএসকে ১৩.৫ ওভারে ১০০ রানে গুটিয়ে যায়। বাসুদেব চক্রবর্তী ৪৪ রান করেন। শেখর সূত্রধর ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে স্বস্তিক ট্রেডিং একাদশ বারবিশা ও জোড়াই ক্রিকেট একাদশ।

চ্যাম্পিয়ন নেহা-পূজা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে হিন্দি হাইস্কুল মাঠে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল ডাবলস ব্যাডিন্টন প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনে মহিলাদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন নেহা লাহোটি-পূজা আগরওয়াল। ফাইনালে তাঁরা ২৫-১১ পয়েন্টে জ্যোতি শর্মা-ঈশিতা সোনিকে হারিয়েছেন। অন্যদিকে, পুরুষ বিভাগে ১২টি দল দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট শুরু

আলিপুরদুয়ার, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ঘর সংসার দল ৪ উইকেটে আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখাকে হারিয়েছে। টসে জিতে আশুতোষ ২৯.১ ওভারে ১৯৯ রানে অল আউট হয়। রূপক দেব ৪৩ ও জয়দীপ মাহাতো ৩৭ রান করেন। রাজু বর্মন ২৪ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। জবাবে ঘর সংসার ৩২.১ ওভারে ৬ উইকেটে ২০০ রান তুলে নেয়। শুভদীপ শর্মা ৪৭ রান করেন। সত্যজিৎ রায় ২৮ রানে নেন ২ উইকেট।

জয় দিয়ে শুরু সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনে জিতে শুরু করলেন পিভি সিন্ধু। তিনি ২১-১৪, ২১-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন তাইওয়ানের শুনো য়ুন সাঙ্গকে। মিক্সড ডাবলসে তানিশা কাস্ত্রো-ধ্রুব কপিলা ৮-২১, ২১-১৯, ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন চেঙ্গ কুয়ান চেন-ইন হুই হসুকে। মহিলাদের ডাবলসে তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-২৩, ১৯-২১ আরিসা হিগাশিনো-আয়াকো সাকুরামোতোর কাছে হেরেছেন। পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২৩-২১, ১৯-২১, ২১-১৬ পয়েন্টে জিতেছেন। কিদাম্বি শ্রীকান্ত প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার দিয়েছেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয়া বিজয়া বিশ্বাস
অমর রহে
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...
মৃত্যু : 5ই জানুয়ারি, 2025
তুমি আছো আমাদের স্মৃতিতে ও অনুভবে, অশ্রুজলে তোমাকে স্মরণ করি।
আমাদের পরমপ্রিয়া মাতৃদেবী "বিজয়া বিশ্বাস-এর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে (15.01.2025) সকল আত্মীয়-স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানাই।
বিশ্বাস পরিবার
বিক্রম বিশ্বাস
স্টেশনমোড়, ফালাকাটা

Hawkins

এবারের নতুন বছর হকিন্স সহযোগে উদ্‌যাপন করুন।

FUTURA®

আপনার পুরনো বাসনপত্রের বদলে পান ₹100 থেকে ₹1000-এর ক্যাশব্যাক - তা' সে যেকোনো নির্মাণ, যেকোনো সাইজ্-এরই হোক। নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্যে নিম্নোক্ত ডীলারদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারেন

এখানে পাওয়া যাচ্ছে: আলিপুরদুয়ার **নিউ টাউন** বাসন্তী ইলেকট্রিক স্টোর্স, ফোন:9064428815 • **রেল গেটের কাছে** কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, ফোন:9614163760 বক্সীরহাট **বাস স্ট্যান্ডের কাছে** বুলান মেটাল স্টোর, ফোন:9800872005 কোচবিহার **জাপানী পট্টি** মুসকান এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9474146346 দিনহাটা **চাওড়াহাট** জোয়ারদার মেটাল স্টোর, ফোন:9832065494 গঙ্গারামপুর **হাই স্কুলের কাছে** ট্রানজিস্টর হাউস, ফোন:7872109404 **গ্যাংটক এম জি মার্গ** পবন আগরওয়াল, ফোন:9434024145 জয়গাঁ **মুখার্জি কমপ্লেক্স** ক্রোকারি হাউস, ফোন:9233780167 • **মুখার্জি কমপ্লেক্সের বিপরীতে** বিকাশ এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9609990903 ময়নাগুড়ি বর্তন ভাণ্ডার, ফোন: 7908702132 মালদা **অতুল মার্কেট** নটরাজ স্টীল ভাণ্ডার, ফোন:9434303949 • **ডিসিআর মার্কেট** লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, ফোন:8250352023 শিলিগুড়ি **বিধান মার্কেট** নদিয়া স্টোর্স, ফোন:9932026652 • নর্থ বেঙ্গল স্টোর, ফোন:8927722041 • পারফেক্ট প্লাজা, ফোন:9945168303 • প্রণব স্টোর্স, ফোন:9434327298 • **ডাঙ্গি পাড়া** বিশাল এন্টারপ্রাইজ, ফোন:7908100551 • **জলপাই মোড়** অনুরাগ এন্টারপ্রাইজ, ফোন: 9800006868

₹100 থেকে 1000* ছাড় এক্সচেঞ্জ
*নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য।